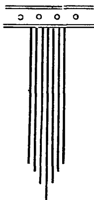


অন্ন





শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া

প্রকাশক :—
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৪৬
মূল্য—১॥০

ফাইন আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নমো নারায়ণায়

উৎসর্গ

পুত্র-প্রতিম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান চিন্ময় সুন্দর রায় বি, এল

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

মেমারি
৬ই জুন, ১৯৩৯

শুভার্থিনী—
মাসিমা

অরু

১

গ্রাম্য পাঠশালার তেরটি ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে, অরুন্ধতী উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া যখন পাঠশালা ছাড়িল, তখন তাহার বয়স বার বৎসর। সেদিন গুরুমহাশয় আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল হর্ষে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—"মা, জীবনে কখনো সত্য আর ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ো না। যখন যে অবস্থাতেই পড়, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করবে।"

বাপমায়ের একমাত্র সন্তান অরুন্ধতী। বাপ সত্যকিঙ্কর বাবু ছিলেন পাশের গ্রামের স্কুল-মাষ্টার। লেখাপড়ায় ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। পাঠশালার পড়া শেষ হইবার পর নিজে বছর দুই-তিন মেয়েকে ঘরে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াইলেন। তারপর খোঁজ খবর লইয়া বিশক্রোশ দূরে এক নামজাদা প্রাচীন জমিদার বাড়ীতে মেয়ের বিবাহ দিলেন।

শোনা গেল পাত্র প্রতাপচন্দ্র শিক্ষিত ছেলে। বাপ নাই, মা আছেন। জমিদারীর সুবিপুল অংশ আছে। তার উপর কলিকাতার কোন ইন্সিওরেন্স অফিসে সামান্য চাকরিতে ঢুকিয়া সহসা প্রবল বুদ্ধিবলে মোটা মাহিনায় উচ্চপদ অধিকার করিয়াছে।

এ-হেন বর ঘর পাইয়া, নিরীহ গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার আনন্দের আতিশয্যে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কন্যা জামাতাকে প্রচুর যৌতুক দিলেন।

প্রথম দিনকতক খুব ধুমধামে তত্ত্বতাবাস আসিল ও গেল। বরপক্ষের বিত্ত বৈভবের পরিমাণ সম্বন্ধে গ্রামে বেশ আন্দোলন চলিল।

তারপর বছরের পর বছর ঘুরিয়া চলিল। অরুন্ধতী আর বাপের বাড়ী আসিল না। শোনা গেল, জামাতা কলিকাতায় মস্ত বাড়ী করিয়াছে, কোম্পানীর কাযের জন্য মোটর পাইয়াছে। কোম্পানীর কাযে ব্যস্ত হইয়া বোম্বাই মাদ্রাজ ছুটাছুটি করিতেছে, সময় সময় মা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব ধনীপত্নী অরুন্ধতীর পক্ষে গ্রামে ম্যালেরিয়া ধরাইতে আসা অসম্ভব।

পিতা স্কুল-মাষ্টারী ও গোটাকতক প্রাইভেট টিউশানি লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। মা ঘর সংসারের তত্ত্বাবধান, হরিনামের মালা ও গঙ্গাস্নান লইয়া ত্রিসন্ধ্যা দেবদেবীদের চরণে কন্যা জামাতার মঙ্গল প্রার্থনা জানাইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।

বছর পাঁচেক পরে খবর আসিল, দুইবার অকালে মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অরুন্ধতীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছে। শাশুড়ীও মারা গিয়াছেন। জামাই বাহিরের কাযে ব্যস্ত, রোগীর তদ্বির করিবার সময় তাঁহার নাই। অতএব অরুন্ধতীকে এবার পিতামাতা লইয়া যাইতে পারেন।

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল পিতামাতা কন্যাকে তাড়াতাড়ি আনিলেন। শীর্ণ, কঙ্কালসার মূর্ত্তি! চিনিবার উপায় নাই। প্রকৃতিও আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া গিয়াছে। সদানন্দময়ী সরলা বালিকা এখন ভয়ানক গম্ভীর, নিরতিশয় স্বল্প-ভাষিণী। সে সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক, ভীত, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ধুঁকিতেছে!

চিকিৎসা তদ্বির ও পিতামাতার স্নেহ-যত্নে দিনকতক পরে অরুন্ধতী সুস্থ হইল। কিন্তু তাহার মানসিক অবসাদ যেন কিছুতে কাটিল না। কাহারও সঙ্গে সে মিশিতে পারিত না। বাল্য-সঙ্গিনীদের দেখিলে ক্ষণিকের জন্য যেন হর্ষোৎফুল্ল হইত,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান নির্জ্জীব হইয়া পড়িত! মেয়েরা বিস্মিত হইয়া ভাবিত,—"এ কি দেমাক? না কলকাত্তাই চাল?"

পিতামাতা ব্যথিত হইয়া ভাবিতেন "মেয়েটার হোল কি?"

মাস দুই পরে জামাতার আদেশ আসিল, "অরুন্ধতীকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দাও।"

পিতা জবাব দিলেন "মেয়ে দুর্ব্বল। এখন পাঠাইব না।"

গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক কলিকাতায় চাকরি ও ব্যবসা উপলক্ষ্যে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা গ্রামে আসা যাওয়া করিতেন।

তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রামের লোকেরা কি খবর পাইল, তাহারাই জানে। সহসা একদিন গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত দাবানলের মত অগ্নিময় আন্দোলন জাগিয়া উঠিল—"সত্য মাষ্টারের মেয়ে অরুন্ধতী, অসতী। সাক্ষী স্বয়ং জামাতা, প্রতাপচন্দ্র! অতএব কথাটা কোনমতে অসত্য হইতে পারে না। সেই জন্যই না কি বাপ, মেয়েকে পাঠায় নাই।—প্রতাপচন্দ্র কলিকাতার পথে পথে, প্রত্যেক পরিচিত গ্রামের লোককে ধরিয়া, এই নিগূঢ় সত্য রহস্য প্রকাশ করিতেছেন।"

প্রতাপচন্দ্রের মত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য সজ্জন মাত্রেই পরমানন্দে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং সত্য প্রচারের দুরূহ দায়িত্বভার পরম তৃপ্তির সহিত স্কন্ধে লইয়াছে। কিন্তু কোনও কোন দুর্জ্জন-ব্যক্তি জামাতাটির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। ফলে সজ্জনগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে—ধমক খাইয়াছে।

বাস্তবিক চাক্ষুস সাক্ষী যখন স্বয়ং স্বামী, তখন তাহাদেরই বা অবিশ্বাস করিবার হেতু কি? সত্য মাষ্টারের পর্দ্দানশিন মেয়েকে তাহারা চেনে না, কিন্তু জামাইকে তাহারা "খুব চেনে"! কোন্ স্বামী ব্যর্থ আক্রোশে এমন মিথ্যা বলিতে পারে?

তখন যুক্তি প্রমাণ সহযোগে নিষ্কর্ম্মা মহলে তর্ক বিতর্ক চলিল। মুখুজ্যেদের রাশভারী জামাতা ১১ই আশ্বিন স্ত্রীকে নিজের বাড়ী লইয়া

যাইবার দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে শ্যালকেরা মাতার আবেদন জানাইয়া আর দিন কয়েক পরে ২১শে আশ্বিন ভগিনীর যাত্রার দিন ধার্য্য করিতে ভগিনীপতিকে অনুরোধ জানান। ভগিনীপতি ইহাতে ক্রোধে দিশেহারা হইয়া পড়েন। শ্যালকের পত্রের জবাব দিলেন না। খোলা পোষ্টকার্ডে সৎসাহসের পরিচায়ক পরিষ্কার বড় বড় হরফে স্ত্রীকে পত্র দিলেন "যে স্ত্রী, স্বামীর অবাধ্য হয়ে ১১ই আশ্বিনের বদলে ২১শে আশ্বিন যাত্রার দিন স্থির করতে চায়, সে স্ত্রী ত দ্বিচারিণী!"

খোলা পোষ্টকার্ড পিওনের হাত হইতে লইয়া শ্যালক তাহার উপর চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া স্তম্ভিত! বাঙ্‌ নিষ্পত্তির ক্ষমতা রহিল না। ভগিনীকে ১১ই তারিখে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলে,—ইহাতেই না কি স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হইল, এবং দ্বিচারিণীত্বের কলুষ প্রক্ষালিত হইয়া গেল!

জামাতৃত্বের অধিকার পাইলে মানুষ বিশেষের বিচারবুদ্ধি এতই সূক্ষ্মতা লাভ করে! জ্ঞানদৃষ্টি এতটা সুদূর প্রসারী হয়!—

এবম্বিধ বহুতর গভীর চিন্তামূলক গবেষণার পর স্থির হইল—কুৎসিত সংবাদটা নিদারুণ সত্য। নচেৎ রোগের অজুহাতে পতিসেবায় বিমুখ হইয়া মেয়েটা কয়মাস বাপের বাড়ীতে পড়িয়া আছে কেন? ইহাই ত উক্ত জামাতার যুক্তি-পোষক অমোঘ প্রমাণ!

তুচ্ছ কারণে প্রতিবেশীর সহিত মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া, দিন রাত উকীল্‌-বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া, যাহারা "অমোঘ ও অব্যর্থ প্রমাণ" সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিল, তাহারা এই প্রমাণটা লইয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। উৎসাহের সীমা রহিল না। পল্লবিত আকারে দিগ্‌দিগন্তে সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল!

যাহাকে লইয়া এত আন্দোলন, তাহার কাণে যখন এ সব সংবাদ পৌছিল, তখন দেখা গেল—সে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে স্থির নিশ্চল!

নিরীহ সত্যকিঙ্কর বাবু বিপুল ধৈর্য্যে সব সহিলেন। বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "এতদিন আমার মেয়েকে নিয়ে ঘর সংসার করেও প্রতাপের এত অবিশ্বাস।···ত্যাখ্ মা, যেতে চাস তো বল, তোকে সেখানে রেখে আসি।"

শান্ত দৃঢ়স্বরে মেয়ে উত্তর দিল "না।"

মা বলিলেন "আগে আমার মেয়ে বাঁচুক, তারপর জামাইয়ের কথা ভাবব। লেখাপড়া শিখেছে, ভদ্রলোকের ছেলে,···এ সব কি যাচ্ছেতাই হাড়ি-চোয়াড়ি?"

মেয়ে কি বলিতে উদ্যত হইয়া চাপিয়া লইল। নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

ধনবান জামাতা, মোটরে, দেশ ভ্রমণে বিলাতী হোটেলের পান ভোজনে, বিলাসে ব্যসনে, বাবুয়ানায়, প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন,—কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর রোগের যন্ত্রণা কমাইতে একটি পয়সা ব্যয় করিতে পারেন নাই। পিতামাতা তাহা টের পাইয়াছিলেন। সেরূপ হৃদয়হীন ব্যক্তির স্বার্থপরতার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে এই সদ্যঃ রোগমুক্তা অবসন্ন-দুর্ব্বল মেয়েকে পাঠাইতে তাঁহাদের সাহস হইল না। নিঃশব্দে জামাতা বাবাজীর কটূক্তিগুলা শিরোধার্য্য করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

কিন্তু জামাতা বাবাজী নিরস্ত হইলেন না। লোকমুখে শোনা যাইতে লাগিল—দিনের পর দিন তিনি উচ্চ গ্রামে কুৎসিত অপবাদের ফোয়ারা

ছুটাইতেছেন! সেগুলা এত অশ্রাব্য, এত কদর্য্য, যে কোনও ভদ্রসন্তান নিজের নিরপরাধ-স্ত্রীর সম্বন্ধে সে সব কথা উচ্চারণ করিতে পারে, কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিরপেক্ষ লোকেও ক্রমে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল! দেখা গেল—"দিন কে রাত" করিবার ক্ষমতা মহিমময় জামাতার আছে বটে!

অতিষ্ঠ হইয়া সত্যবাবু অরুন্ধতীকে স্বামীর কাছে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত সংবাদ আসিল জামাতা প্রতাপচন্দ্র ইন্সিওরেন্স অফিসের বিস্তর টাকা ভাঙ্গিয়া এখন ধরা পড়িয়াছেন! সমস্ত প্রমাণসহ পুলিশ হাতে-নাতে ধরিয়াছে। শুধু তহবিল ভাঙা নয়,—দুঃসাহসিক উপায়ে জাল জুয়াচুরিও করিয়াছেন প্রচুর! ফৌজদারি আইনের বহু ধারা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

সত্যবাবু দুঃসংবাদে ভাঙিয়া পড়িলেন! মাতা ভয়ে আড়ষ্ঠ কাঠ!—

কিন্তু আশ্চর্য্য! অরুন্ধতী, শান্ত, স্থির অচঞ্চল। যেন সে পূর্ব্ব হইতে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল।

পিতা আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলেন "আমার ত সঞ্চয় কিছু নাই। বার কর মা তোমার গহনার বাক্স, দেখি মামলার তদ্বির তাগাদায় যদি কিছু হয়।"

শূন্য গহনার বাক্স বাহির করিয়া অরুন্ধতী বলিল "কিছু নেই।"

"গহনাগুলো কোথা?"

"বেচে রেস খেলেছেন।"

"সব?"

"সব।"

"গায়ের গুলা খুলে দাও।"

ম্লান হাসিয়া অরুন্ধতী বলিল—"এগুলা নকল সোণার। আসল নয়। বাঁধা দিলে ঠকানো হবে।"

"সে কিরে? এগুলো নকল?"

"সব। তোমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে আসবার সময় কিনে দিয়েছেন।"

"বলিস নি কেন এতদিন?"

"তোমরা যে উপদেশ দিয়েছিলে—স্বামীর আজ্ঞা পালন করতে! তাঁর আদেশ ছিল সব গোপন রাখ্‌তে, তাই হুকুম তামিল করেছি।—গোপন রেখেছিলাম।"

"অফিসের টাকা ভাঙা, এই সব জাল জুয়াচুরি—এ সব খবর জানতিস্?"

"সব। গর্ব্ব করে সে সব গল্প করতেন।"

"বারণ করিস নি? তার দুর্ম্মতি সংশোধনের চেষ্টা করিস নি?"

"করেছিলাম, তাতে আমাকে লাথি মেরেছেন, জুতো মেরেছেন। পতি-ভক্তিহীনা বেশ্যা বলে গাল দিয়ে আমাকে রাত দুপুরে ঘাড় ধরে বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পেটে লাথি মেরে দু-বার ভ্রূণহত্যা করেছেন।"

"এতদূর! হতভাগা মেয়ে! কোনদিন ত একটা কথা জানাস্ নি।"

"তোমাদের আদেশ—স্বামী আজ্ঞা পালন। হাঁ আদেশ পালনই করেছি। আজ পাপ প্রকাশ হয়েছে, তাই সত্য স্বীকার করছি।"

"স্বামীকে ভক্তি করতে বলেছিলাম, কিন্তু স্বামীর অন্যায়কে ত ভক্তি করতে বলি নি মা।"

"এ দেশের দেশাচারে স্বামীর অন্যায়কে ভক্তি করার নামই যে স্বামী-ভক্তি! তা পারি নি, তাই সমুদ্র প্রমাণ কুৎসা-অপবাদের বোঝা আজ আমার মাথায়!"

চোখের সামনে যেন সব রহস্যের মূল সূত্র ধরা পড়িল! রক্তচক্ষে কিছুক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সনিঃশ্বাসে পিতা বলিলেন "হোক! ভগবানের বিচারে তোর মাথা উচু'ই থাক্‌বে। যাক, তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে আমি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে লড়্‌ব না। অপরাধ যখন সত্য, তখন শাস্তিই আশীর্ব্বাদ।"

তবু শেষ চেষ্টায় নিরস্ত থাকা গেল না।

গরীবের ক্ষুদ কুঁড়া যা ছিল, সব বেচিয়া সত্যকিঙ্কর বাবু মামলায় জামাতার দণ্ড হ্রাসের চেষ্টা করিলেন। বিশেষ ফল হইল না। কলিকাতার ঘর বাড়ী আসবাব পত্র সমেত নীলাম করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানী কতক ক্ষতি পূরণ করিয়া লইলেন। বাকী ক্ষতি ও জাল জুয়াচুরির জন্য প্রতাপ-চন্দ্রের সশ্রম পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হইল।

মামলার সময় ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টের দৌরাত্ম্যে প্রতাপচন্দ্রের জীবনের অনেক গুপ্ত-লীলার কাহিনী, প্রমাণ সমেত প্রকাশ হইল ! কয়জন ফিরিঙ্গি বারবনিতা এবং তাহাদের আয়া খানসামারা আসিয়া সাক্ষ্য দিল,—ধনী-অভিজাত বলিয়া পরিচিত প্রতাপ কিভাবে, কত চাতুরীর সাহায্যে তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া কত টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়াছেন। গহনাওয়ালা, হোটেলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা দোকানদারগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিল,—কোন তারিখে কি বাবদে কত টাকার মাল ধারে লইয়া প্রতাপ প্রত্যেককে কেমন সুন্দর কৌশলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন !

আরও জানা গেল প্রতাপের দেশে জমিদারী বৈভবের পরিমাণ যাহা শোনা গিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া ভূয়া ধাপ্পা ! সে সব সম্পত্তির প্রকৃত মালিক—প্রতাপের জ্ঞাতি আত্মীয়গণ। বিবাহের বাজারে সুবিধামত বেশী টাকা আদায় করিয়া লইবার জন্য, অপরের সম্পত্তি বরপক্ষের বলিয়া ঘোষণা করিবার একটা উদার একতা ও সাধুতা তাঁহার জ্ঞাতিদের মধ্যে আবহমান গেল না কি চলিয়া আসিতেছে,—অতএব উক্ত দেশাচার মাহাত্ম্যেই, জ্ঞাতিগণ সে মহত্ব প্রত্যেকেই পরস্পরের সাহায্যের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহা তাঁহাদের অভিজাত-বংশ সুলভ সামাজিক সৌজন্য মাত্র !

কিন্তু প্রতাপ যখন বিপদে পড়িল, তখন অভিজাত-বংশ সুলভ সৌজন্য-বশে কেহ তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। সকলেই তাহার সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিতে লাগিল।

দারুণ মর্মব্যথায়, ভবিষ্যতের উগ্র দুশ্চিন্তায় পিতার ব্লাড-প্রেসার বাড়িল। বছর দুই ভুগিয়া তিনি মারা গেলেন। গোটাকতক নিরম্বু একাদশীর উপবাস সহ্য করিয়া ভগ্নদেহ জননী শয্যা লইলেন, তারপর সহসা একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল।



বাপমায়ের মৃত্যুর পর অরুন্ধতীর অসহায় নিরুপায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক মন্তব্য করিল। পিতার সাজানো ঘর সংসারের মালিকানা স্বত্ব মেয়েটা পাইল, কিন্তু সারাজীবন বসিয়া খাইবার সংস্থান কই? তা ছাড়া জেল খালাসী গুণধর স্বামীটি ফিরিলে···?

হঠাৎ সকলের সব দুশ্চিন্তা এক ধাক্কায় সরাইয়া, অরুন্ধতীর দূর সম্পর্কের এক খুড়তুত ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিমলা শৈলে তাঁহার স্বামী বড় চাকরি করেন। তিনিও ছেলে পিলে লইয়া সেখানে থাকেন। পিতা প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া মারা গিয়াছেন, একমাত্র কন্যা তিনিই সে সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী। মা সেই সম্পত্তি আগলাইয়া পল্লীর ভিটায় এতদিন ঝি, চাকর, রাঁধুনী, গমস্তা লইয়া বেশ নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে হাঁপকাশ রোগে ধরিয়াছে। নিজের ঘর সংসার স্বামী পুত্র ছাড়িয়া এখানে বসিয়া মার সেবা করিবার সুযোগ নাই। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা মা,—ভাড়াটে নার্সের হাতে জলগ্রহণ করিবেন না। কাছাকাছি জ্ঞাতি গোষ্ঠি স্বগোত্রের মধ্যে তেমন নির্ভরযোগ্য সেবাকারিণী কাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র তাঁহারা

চলিয়া যাইবেন। তাই স্বামী ও মাতার ইচ্ছাক্রমে তিনি অরুন্ধতীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। প্রতাপবাবুর সব সংবাদ তাঁহার স্বামী খুব ভাল করিয়া জানেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, অরুন্ধতীর ইচ্ছা হয় তো তাঁহার কাছে আসিয়া বাস করিবে। কিন্তু এখন তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে।

বিস্মিত হইয়া অরুন্ধতী বলিল "সব খবরই আমাদের জানো ? জানো, আমি কত বড় দুর্নামের আসামী ?"

গম্ভীর হইয়া দিদি বলিলেন "তোমার স্বামীকে তুমি চিনেছ মাত্র সাত আট বছর, আমার স্বামী তাকে চিনেছেন বিশ বছর। ওঁরা একসঙ্গে স্কুল কলেজে পড়েছেন। আমার মাস শাশুড়ী ওই জমিদারদের বাড়ীর বৌ ছিলেন। বিনা অপরাধে তাঁর জীবনেও ঠিক তোমার মত দুর্নাম-লাঞ্ছনা ঘটে। ওগুলা ঘটানই ওই দাম্ভিক উচ্ছৃঙ্খল জমিদার বংশের পৌরুষ গর্ব্ব। জ্যাঠামশাই নিরীহ ভদ্রলোক। জানতেন না। তাই ওখানে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিয়ের খবর শুনেই আমার স্বামী সেদিন থেকে আপশোস সুরু করেছেন, আজও করেন। কিন্তু হাত ছিল না ভাই, আমরা বড় দূরে ছিলাম।"

অরুন্ধতী আর কিছু বলিল না। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলা গুছাইয়া লইয়া, পিতার বাড়ীতে চাবি তালা আঁটিয়া দিদির সঙ্গে চলিল।

আন্তরিকতা অমায়িকতা ও সতর্ক সেবাপরায়ণতাগুণে, শীঘ্রই সে সেখানে সকলের অতি আপনার জন হইল। পীড়িতা কাকিমা তাহাকে পাইয়া পরম তৃপ্ত। দিদি বলিলেন "অরুকে পেয়ে এতদিনে মার জন্য নিশ্চিন্ত হলাম।"

বিদেশ যাত্রার দিনে অরুর হাতে কুড়ি টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া দিদি বলিলেন "মাইনে নয়, আমি যেমন মার একটা মেয়ে, তুইও তেম্নি আর একটা মেয়ে। আমি মেয়ের কর্ত্তব্য পালন করতে পারলুম না, অসময়ে তুই মার মেয়ের কায কর। সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয় যেটা মাসে মাসে আমি পাই হাত খরচের জন্যে,—সেটার অর্দ্ধেক অংশীদার এখন থেকে তুমি। না ও তোমার ভাগ—ন্যায্য প্রাপ্য।"

লজ্জিতা হইয়া অরু বলিল "অমন কর তো দিদি পালাব এখান থেকে।"

"মার সব ভার তোমার হাতে দিয়েছি। এর পর পালাতে পার, পালাও। বুঝব হাঁ,—দায়িত্ব জ্ঞানে প্রতাপচন্দ্রের উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী হয়েছ।"

অরু মাথা হেঁট করিল।

কাকিমার ঔষধ, পথ্য, রান্না-খাওয়া, আহ্নিক-পূজা বার-ব্রত,—ঝি চাকর গমস্তা খাটানো, দিদিকে নিয়মিত সর্ব্ববিধ রিপোর্ট পাঠানো ইত্যাদি লইয়া,—অরু বেশ একটা আরামদায়ক আত্ম-বিস্মৃতির মাঝে চার বৎসর কাটাইল।

দীর্ঘকাল প্রবল হাঁপানি-ব্যাধিতে ভুগিয়া কাকিমা নিতান্ত অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে হইত। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, মুখ ধোওয়ানো, ঘুম পাড়ানো লইয়া অরুকে মাতৃজনোচিত স্নেহের সহিত সন্তর্পণে সব কাষ করিতে হইত। যখন হাঁপানির টান বাড়িত, সারারাত তাঁহাকে লইয়া জাগিয়া কাটাইতে হইত। যখন সুস্থ থাকিতেন ঔষধ পথ্য, নাওয়ানো, খাওয়ানোর পর রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পড়িয়া শোনাইতে হইত। অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশে তিনি কিছু খিটখিটেও হইয়াছিলেন, সময় সময় সকলকে বকুনি-ঝকুনি দিতেন, কুপথ্যের আবদার লইয়া উৎপাতও করিতেন। অরু তখন "ছোট ছেলে ভুলান" কৌশলে অবলীলাক্রমে তাঁহাকে শান্ত করিত। ঝি চাকররা অরু দিদির প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইত!

প্রকৃতিস্থ হইয়া কাকিমা বলিলেন "অরু মা আমি যেন তোর "কোলের খুকিটি" হয়েছি, নয়রে?"

অরু স্মিতমুখে জবাব দিত "এখনো সন্দেহ আছে না কি?"

অনুনয় করিয়া কাকিমা বলিতেন "ত্যাখ মা, রোগের জ্বালায় মাথার ঠিক থাকে না। ভুল করছি জেনেও কত সময় খামকা বকি। দেখিস মা, রাগ করে কোথাও চলে যাস্ নি।"

হাসিয়া অরু বলিত "এই পাগলামি আরম্ভ হোল। আপনাকে ফেলে কোথা যাব? এখন যদি যম আমাকে নিতে আসে, তবে বলব—বস বাবা, টেলিগ্রাম করে দিদিমণিকে আনাই, তাঁর হাতে কাকিমার চার্জ বুঝিয়ে দি, তারপর যাচ্ছি।"

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে কাকিমা বলিলেন "কিন্তু প্রতাপের খালাস হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। সে কি মা আমার দুঃখু বুঝবে? কোনদিন হয়ত হুট্ করে এসে তোকে নিয়ে যাবে। তখন আমার কি হবে? এই যে সব লোকগুলা আছে, এরা সবাই বোকা। আমার কষ্ট বুঝে, ঠিক ঠিক সেবাও করতে জানে না, গুছিয়ে দুটো কথা বলে আমাকে ভোলাতেও পারে না। তুই চলে গেলে, আমার কি হবে বল্ দেখি?"

এ চিন্তা অনেকবার অরুর মনে উদয় হইয়াছে। এ বিষয়টা লইয়া যতদিক হইতে যতদূর ভাবা যায়, ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কুলকিনারা পায় নাই। হৃদয়হীন ধনগর্ব্বী স্বামীর সর্ব্বগ্রাসী প্রভুত্বের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছে—গরীব বলিয়া পাঁচ বৎসর পিতামাতাকে দেখিতে পায় নাই।...এখন ধন গিয়াছে, কিন্তু স্বামীত্বের গর্ব্ব?

ভয়ানক অসহায় বিপন্নতা বোধ করে।

অসময়ে সসম্মানে আশ্রয় দিয়া, গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া যাঁহারা উপকার করিয়াছেন, মাসে মাসে যাঁহারা "ন্যায্য প্রাপ্য" বলিয়া নিয়মিত মাহিনা যোগাইতেছেন,—কৃতজ্ঞতা বলিতে তাঁহাদের প্রতি একটা কিছু থাকা উচিত। আর এই একান্ত নির্ভরশীলা, রুগ্না বৃদ্ধা!...হাঁ, বেচারা বড়

অসহায়। স্বামীর প্রতি, কর্তব্য পালনের অজুহাত দেখাইয়া, ইঁহাকে ছাড়িয়া গেলে—নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি অন্যায় করা হইবে।

ভাবিতে চেষ্টা করে—দিদিমণি কি করিতেছেন ?

হাসি পায়! তাঁহাদের কর্তব্য ঠিক এভাবে বিচার করা চলে কি ?···তাঁহাদের কর্তব্যের ক্ষেত্র সুদূর বিস্তৃত। উদ্দেশ্য—মহৎ। সন্তানগুলিকে তাঁহারা মানুষের মত "মানুষ" করিয়া গড়িতে চান। সাতশো টাকা মাহিনার জন্য স্বামীকে সুদূর বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। সেখানে ছেলেদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানে—? না না, অতগুলি মূল্যবান প্রাণকে দূরে রাখিয়া এখানে তাঁহার থাকা চলে না। স্বামী তাঁহার হৃদয়বান, ছুটির সুযোগ পাইলেই দিদিমণিকে মার কাছে আনেন। কিন্তু এ ভোগান্তিকের অসুখ পাঁচ বৎসর চলিতেছে, হয়ত আরও দশ বৎসর চলিবে। বসিয়া থাকিলে কি তাঁহাদের চলে ? সেটা চলিবে বরঞ্চ অরুর ! প্রতাপের যখন পয়সার প্রাচুর্য্য ছিল, তখন অরুকে তাঁহার মোটরের মত পাঁচজনকে দেখাইবার একটা আসবাব মাত্র মনে করিতেন। এখন হয়ত ভাত রাঁধিবার রাঁধুনী মাত্র মনে করিবেন।···পয়সা ফেলিলে সে অভাব—অবলীলাক্রমে পূরণ হইবে।

কিন্তু ভাতটা রূপান্তরিত হইয়া আসিবে কোন পথে ? চুরি, জুয়াচুরি, জাল-জালিয়াতির সৎপথে ? তারপর ? ভবিষ্যতে অরুর সন্তানাদি হইলে কালক্রমে তাহারাও পিতার অসৎ প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সমাজকে উদ্ব্যস্ত করিবে ত ?···তাহাদের শ্বশুর শাশুড়ীগুলি অরুর পিতামাতার মত মর্ম্মপীড়ার আঘাতে অকালে অপঘাতে মরিবে ত ?

আতঙ্কে অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে ! না সমাজের অভিশাপ সৃষ্টি সে

করিবে না। নিজে ভুগিয়া মরিল, ইহাই ভাল। অপরকে ভোগাইবে না। হে ভগবান,—অরু যেন নিঃসন্তান থাকে।—

অরুকে নিরুত্তর চিন্তা গম্ভীর দেখিয়া কাকিমা ততক্ষণে আর এক ঝলক কাঁদিয়া লইয়া সকাতরে অভিযোগ করেন, "তুই যখন ঝি চাকরদের বসিয়ে রেখে নাইতে খেতে যাস, ওরা কিছু যত্ন করে না। কষ্ট হচ্ছে বল্লে, হাসে!···সোমত্তো বয়েস, রক্তের তেজ আছে, বুড়ো মানুষের কষ্ট ত ওরা বোঝে না।"

অরু আত্ম-সম্বরণ করিল। ঝি চাকরদের বেয়াদবির জন্ম সদ্যঃ শাসন আবশ্যক, নচেৎ কাকিমার কান্না ও অভিযোগের অন্ত থাকিবে না। অতএব তর্জ্জন করিয়া বলিল "বটে! এবার পাখা-পেটা কর্‌ব সব কটাকে!"

ঝি চাকরের দল, মাথা হেঁট করিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সরিয়া পড়িল।

কয়দিন পরে সিমলা হইতে ভগিনীপতি পত্র লিখিলেন—"জেল সুপারিণ্টেণ্ডের পত্র পাইলাম। প্রতাপ মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি যদি ওখানে যান, আদর যত্ন করিয়া ওখানের বাড়ীতে রাখিবে। আমরা না যাওয়া পর্য্যন্ত, যেন তিনি কোথাও তোমাকে না নিয়া যান।"

শাশুড়ীর কাছেও সেই মর্ম্মে অনুরোধ আসিল। গমস্তার উপরও তদনুযায়ী বন্দোবস্তের আদেশ আসিল।

সকলে সশঙ্ক হইয়া, প্রতাপের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ আসিলেন না। দিন দশ পরে খবর আসিল প্রতাপ সটান আসিয়া অরুর পিত্রালয়ে গিয়াছিল। তালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর যাবতীয় জিনিস পত্র—বাসন-কোসন, খাট বিছানা, টেবিল চেয়ার মায় দেয়ালের ছবিগুলা পর্য্যন্ত নীলামে চড়াইয়া নামমাত্র দামে বেচিয়া, টাকা লইয়া কলিকাতা গিয়াছে। নিজেকে শ্বশুরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া, বাড়ী বেচিবে বলিয়া নোটিশ দিয়াছে।

কাকিমা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "এ কি কাণ্ড ?"

অরু শান্তভাবে বলিল "স্বভাব-সিদ্ধ শয়তানি ! যেতই একদিন সব,—যাকগে !"

কাকিমার ভূসম্পত্তি ছিল প্রচুর এবং ভূমিলক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমবোধ ছিল প্রভূত। বলিলেন বাড়ীর খদ্দের যদি সত্যই হয়, তুই সই দিস্ নি যেন। তোর বাপের ওয়ারিশ তুই, প্রতাপ নয়। তোর সই না পেলে সে বাড়ী বিক্রী হবে না।"

অরু হাসিল! আইনের অনুশাসন মতে এ স্বাধীনতাটুকু তাহার থাকিলেই বা লাভ কি? কাযে ত লাগিবে না। সমাজের অনুশাসন মতে বিবাহের রাত্রি হইতে সে নিজেই বিক্রীত। এ সকল স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্যতা করিলে, তাহার প্রাণান্তকর শাস্তি অনিবার্য্য। সে শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহ নাই। সমাজ সানন্দে সে শাস্তির অনুমোদক! রেস খেলিতে একবার গহনা দেয় নাই বলিয়া স্বামী এমন জুতা মারিয়াছিলেন, যে তিনদিন সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান হইবার পর শুনিল তাহার "সমাজ"—অর্থাৎ পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং তাঁহার মাননীয়া প্রতিবেশিনীরা শত ধিক্কার দিয়া "এখনকার মেয়েদের তেজ" এবং "পুরুষদের উপর টেক্কা" দেওয়ার স্পর্দ্ধাকে সহস্রবিধ লাঞ্ছনায় জর্জ্জর করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারাই স্বামী জাতীয় জীবগণের অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ সমাজের বাহিরে আর কোন সমাজ থাকে ত থাকুক, সে সমাজের সহিত পরিচয়ের সুযোগ অরুর নাই! তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে এই সমাজে।—বেশী নয়, যে কাকিমা আজ বৈষয়িক স্বার্থ সম্বন্ধে এই শুভ উপদেশটা দিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে এই উপদেশ পালনের ফলে যখন অনর্থ সৃষ্টি হইবে, তখন ইনিই অরুকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিচার করিবেন!

এমনই পরস্পর-বিরোধী জটিলতাপূর্ণ তাহার সমাজ-জীবন!

মাস দুই নিরুপদ্রবে কাটিল। প্রতাপের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

একদিন বৈকালে অম্ল-জনিত উপসর্গে কাকিমার হাঁপানির টান প্রবল মাত্রায় বাড়িয়াছিল। অরু যখন তাঁহার কষ্ট উপশমের চেষ্টায় শশব্যস্ত, তখন গমস্তা আসিয়া খবর দিল "গিন্নিমা, অরুদিদির স্বামী প্রতাপবাবু এসেছেন।"

অরু আড়ষ্ট, নিশ্চুপ।

গিন্নিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আদেশ দিলেন দোতলায় উত্তরের ঘরে যেখানে তাঁহার জামাতা রজনীবাবু আসিয়া বাস করেন, সেই ঘরে প্রতাপচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে এবং জলযোগ ও রাত্রের আহারের জন্য জামাতার উপযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ বন্দোবস্ত করিতে!

বাহিরের লোকজন জামাতার তদারক করিতে লাগিল, অরু রহিল কাকিমার তদারকে।

জলযোগের সময় কাকিমার বার বার তাগাদায় অরু আসিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। কুন্ঠিতভাবে এক পাশে দাঁড়াইল। পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া চোখে জল আসিতেছিল, তাঁহাদের প্রাণঘাতী মর্ম্মপীড়ার হেতু—এই লোকটিকে সে কেমন করিয়া সহজভাবে সম্ভাষণ করিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

প্রতাপ কিছুক্ষণ গম্ভীর রহিল। তারপর কৈফিয়ৎচ্ছন্দে বলিল "কাযকর্ম্মের চেষ্টায় এতদিন কল্‌কাতায় ছিলাম।

অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে অরু বলিল "শরীর ভাল ত?"

প্রতাপ মুখ তুলিয়া চাহিল। একটু হাসিয়া বলিল "ভাল। জেলে রেখেছিল ওরা খুব যত্ন করে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রজনীবাবুর আত্মীয়। খাওয়া দাওয়ার খুব ভাল বন্দোবস্ত করে দিতেন। খাটনিও ছিল খুব হাল্কা। কোন কষ্টই বুঝতে পারি নি!"

বাস্তবিক আকৃতির চাকচিক্যে ও বেশভূষার পারিপাট্যে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছিল। প্রতাপকে পূর্ব্বের মতই স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মোৎসাহী, কুণ্ঠালেশহীন, চট্‌পটে যুবক মনে হইতেছিল।

প্রতাপ একবার এদিক ওদিক চাহিল, দেখিল নিকটে কেহ নাই।

নিম্নস্বরে বলিল "তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। দেখলাম জিনিসপত্রগুলা উইয়ে খাচ্ছে। তাই সেগুলা বিক্রী করে দিলাম। কি হবে ওসব 'ভ্যাজাল' রেখে? ভাল করি নি?"

এ প্রশ্নের জবাবের জন্য পূর্ব্ব হইতে মনকে প্রস্তুত রাখিয়াছিল। অতএব অরু প্রতিধ্বনির মত তৎক্ষণাৎ বলিল "ভালই করেছ।"

প্রতাপ পুনশ্চ বলিল "এবার কল্‌কাতায় গিয়ে বড় সাহেবকে ধরব, কল্‌কাতার বাড়ীটা উদ্ধার করে নেবই।"

অসম্ভব গল্প! তবু প্রতাপ যখন বলিতেছে, তখন বিনা সন্দেহে মানিয়া লওয়াই ভাল।

অরু চুপ করিয়া রহিল।

প্রতাপ বাড়ী উদ্ধারের সহজ সদুপায় নির্দ্দেশ করিয়া একটা মস্ত কাহিনী আরম্ভ করিল।

ধৈর্য্য ধরিয়া হয়ত শুনিত, কিন্তু ওদিকের বারেণ্ডায় কাকিমার কাৎরাণি শোনা গেল,—ঝি বোধহয় অসাবধানে সেবা করিতে গিয়া তাঁহার অপ্রীতিকর কিছু ঘটাইয়াছে।

অভ্যাসবশে অরু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ত্রস্তভাবে বলিল "কাকিমার কষ্ট হচ্ছে, আজ অসুখটা বেড়েছে। এখন যাই—?"

প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া প্রতাপ বলিলেন "রাত্রে ওখানেই থাকতে হয় না কি? মাইনে কত?"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অরু বলিল "খাওয়া-পরা আর কুড়ি টাকা।"

অবজ্ঞা ভরা বিদ্রূপের স্বরে প্রতাপ বলিল "মোটে। আমার সোফার-টাকে মাইনে দিতাম পঞ্চাশ টাকা।—"

"কিন্তু আমি সোফারের কায জানিনে। এ ছাড়া অন্যপথে সদুপায়ে পঞ্চাশটা পয়সা উপার্জ্জন করবার শিক্ষাও পাই নি।

জলযোগ সমাপ্ত হইয়াছিল। মুখ ধুইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে প্রতাপ সদম্ভে বলিল "শিখে নিতে পারলেই হোল। আচ্ছা সে ব্যবস্থা পরে করে দিচ্ছি। বড়লোকদের হাতে রেখেছ, ভালই। বুদ্ধি আছে তোমার! ওঁদের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে দাও তো আমায়।···এটা তোমায় করে দিতেই হবে।"

পিতার বাড়ীটা বিক্রয়ের প্রস্তাব শুনিবার জন্যই মন প্রস্তুত ছিল,—এত বড় দাবির আশা করে নাই। শঙ্কিত হইয়া অরু বলিল—"কত টাকা চাই?"

তাচ্ছল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া প্রতাপ বলিল "কত আর? হাজার দশ পনের হলেই এখন চল্‌বে।"

কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা উগ্র প্রতিবাদ বাহিরে আসিতে চাহিল, অরু সবলে আত্মদমন করিল। স্বামী ইনি, যত বড় অবিবেচনার কথাই বলুন স্ত্রীর পক্ষে তার প্রতিবাদের অধিকার নাই। নৈতিক-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, সব বলিদান করিয়া প্রতাপের হাতের সিঁধ-কাঠিতে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে হইবে, তবে স্বামী-ভক্তি প্রমাণ হইবে। সহধর্ম্মিনীত্ব গৌরব উজ্জ্বল হইবে।—সাধারণ লোকের বাহবা পাইবে।

নচেৎ, সে নিঃসন্দেহে আবার অ-সতীত্বের অপবাদে কলঙ্কিতা হইবে।

সনিঃশ্বাসে "আচ্ছা" বলিয়া অরু চলিয়া গেল।

প্রতাপ সোফায় গা ঢালিয়া, পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিয়া আরামে সিগার ফুঁকিতে লাগিল।

তাহার সে বাদশাহী আলস্য বিলাসিতা দেখিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বিশ্বাস করে—এই ব্যক্তি পরের টাকা চুরি করিয়া, জেল খাটিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছে।

কাকিমা প্রকাশ্যে প্রতাপের আগমনে যতই আনন্দ প্রকাশ করুন আদর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করুন, এই দুর্দ্ধর্ষ-প্রতাপ দাগী আসামীকে ঘরে ঠাঁই দিয়া অন্তরে অন্তরে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। অরুর মুখ চাহিয়া আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু লোকটির মতি গতির খবর ত জানা আছে। অর্থলোভে এ ব্যক্তি, তাঁহার ঘর সংসার লুঠ করিতে পারে,—তাহার গলায় ছুরি দিতেও পারে, সে ভয়টা থাকিয়া থাকিয়া মনের মধ্যে জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল।

হৃদ্‌স্পন্দন অত্যন্ত বাড়িল। রাত্রি বারোটার সময় ডাক্তার ডাকিতে হইল।

ডাক্তার ব্যাধির হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। ঘুমের ঔষধ দিলেন। মাথায় জলপটি ও বাতাস দিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অরু সারারাত তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কাকিমা প্রাচীন তন্ত্রের গৃহিণী। নিজের জামাতার সামনে বাহির হইতেন না, অতএব প্রতাপের সামনেও নয়। গমস্তা, ঝি চাকরের দল নিঃশব্দে রোগীর ঘরে আনাগোনা করিতে লাগিল। প্রতাপ বাহির হইতে খবর লইতে লাগিল। বিপদের ভয় নাই শুনিয়া, শেষরাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল।

দিনের আলো দেখিয়া কাকিমা সুস্থ হইলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে আবার উদ্বেগ, আবার হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি। অরু সমস্তক্ষণ তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত রহিল।

মনে মনে সে সব বুঝিতেছিল। উভয়-সঙ্কট পীড়নে নিজের উপর মন ঘৃণা ও বিরক্তিতে উগ্র অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কাকিমার ক্ষুধার সময় দুধ গরম করিতে দেরী করায় ঠাকুর তিরস্কৃত হইল, স্নানের জল

দোতলায় পৌঁছিতে দেরী হওয়ায় ঝি চাকর এমন কড়া ধমক খাইল যে, তাহারাও রীতিমত চটিল। আড়ালে অরুর প্রচুর নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবাঃ, অরুদিদি আর সে অরুদিদি নাই।—"

কিন্তু কেন যে এমন শোচনীয় পরিবর্ত্তন অরুর ঘটিল, সেটা বাহির হইতে বিচার করা শক্ত। সে বিচার করিবার মত মনঃশক্তি বা হৃদয়বত্তা ও এই বাহিরের বেতন-স্বার্থে সংশ্লিষ্ট লোকগুলির কাহারও ছিল না। তাহারা স্বামী স্ত্রীর সাধারণ-সম্পর্ককে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে, অতএব আশা করিয়াছিল বহুদিনের পর বিদেশ তথা জেল প্রত্যাগত স্বামীকে পাইয়া অরুদিদি সৌভাগ্য-গর্ব্বে আত্মহারা হইবে, গিন্নিমার সেবা শুশ্রূষায় ইস্তফা দিয়া দিন রাত স্বামীর মনোরঞ্জনে আত্ম-নিয়োগ করিবে।—সেই সুযোগে তাহারাও যতটা পারে কাযে ফাঁকি দিয়া আরামে থাকিবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সব উল্টা। দুর্ভাগ্যবশে গিন্নিমার অসুখও এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাড়িল। রোগীর সেবা লইয়া অরুদিদির আহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে, মেজাজও বিশ্রী রকম বিগ্‌ড়াইয়াছে। এখন যত দুর্ভোগের তাল পড়িতেছে, লোকজনের মাথায়।

ঝি চাকরদের আলোচনা অরুর কাণে পৌঁছিল। সে গুম্ হইয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিতে লাগিল।—

ঠিক বলিয়াছে উহারা! অরু নিজের অসহায় উৎপীড়িত জীবনের রুদ্র-জ্বালায় উহাদের চিত্ত ঝল্‌সাইয়া তুলিয়াছে। গরীব উহারা, পেটের দায়ে খাটিতে আসিয়াছে।—অরুর জেল-প্রত্যাগত পতি পরম গুরুর টাকার দাবি,—আত্মীয়তার সুযোগে নির্লজ্জ জুলুমের আক্রমণ,—অরুর জীবনের এ সব গ্লানির জন্য ঝি চাকরেরা কেহ দায়ি নয়।

অরু মনে মনে আত্মগ্লানি বোধ করিল। প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া

ধৈর্য্যের সহিত রোগীর সেবা করিতে লাগিল। ঝি চাকরদের কাযের ত্রুটী নীরবে স্বহস্তে সংশোধন করিয়া লইতে লাগিল।

কিন্তু কাকিমা সামলাইতে পারিলেন না। নির্ব্বাক উৎকণ্ঠা ত্রাসের ফলে জীবনীশক্তি দ্রুত ক্ষয় হইতে লাগিল। ডাক্তারগণ ভয় পাইলেন।

বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িল।

প্রতাপের আগমন সংবাদ পূর্ব্বেই সিমলায় রজনীবাবুর কাছে পত্র-যোগে পাঠান হইয়াছিল। চতুর্থ দিনে ডাক্তারগণের অনুমতি লইয়া গমস্তা টেলিগ্রাম করিল "মা ঠাকুরাণীর অবস্থা সঙ্গীন। আপনারা অবিলম্বে আসুন।"

রোগ ও রোগীর সেবার প্রতি দরদ বোধ করিবার মত হৃদয়বত্তা, স্বার্থ-পর আরামপ্রিয় প্রতাপচন্দ্রের কোনকালে ছিল না। বাড়ীতে কাহারও গুরুতর অসুখ হইলে,—নিজের আহার নিদ্রার ব্যাঘাত ভয়ে প্রতাপ বরাবরই অধীর হইত। প্রথম রাত্রে অন্তঃপুরের দোতলায় থাকিয়া সে বুঝিল—রোগীর ঘরের সান্নিধ্যও নিরতিশয় বিরক্তিদায়ক। অতএব পরদিন হইতে বাহির মহলের একটা ঘরে আশ্রয় লইল। আহারের সময় অন্তঃপুরে আসিয়া, সকলকে শুনাইয়া অরুকে বলিল "লোকজন সংসার দেখুক। তোমাকে কোন দিক দেখতে হবে না। শুধু কাকিমাকে তুমি দেখো।"

আদেশ শুনিয়া অরু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পাড়া প্রতিবেশী, আশ্রিত প্রতিপাল্যের দল চমৎকৃত হইয়া ভাবিল "কপালে ছিল তাই লোকটা জেল খাটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে ভদ্রলোকটির প্রাণ অতি উদার,—হৃদয় পরোপকারের মহত্ত্বে ভরপুর।"

পূজনীয়া খুড়শাশুড়ীর আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় মন খারাপের অজুহাত জানাইয়া প্রতাপ বাহির মহলেও বেশীক্ষণ থাকিত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে লাগিল। শীঘ্রই বাছা বাছা শ্রেণীর বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব জুটাইল। নিজেকে রজনীবাবুর ভায়রাভাই ও পাটের দালাল বলিয়া পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র খাতির জমাইল।

পাশাপাশি গ্রামগুলিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার, দর পত্তনীদার শ্রেণীর ভূম্যধিকারী বংশ ছিল। এ সব বংশের প্রায় সকলেই লেখাপড়া শিখিয়া চাকরি-বাকরি লইয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা সে পরিশ্রম সহ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া এজমালি গাছের আম, জাম, কুল, বেলের ভাগ হইতে শুরু করিয়া বড় বড় ব্যাপারের ছুতা ধরিয়া সরিক ও প্রজাপীড়ন করিতেন এবং সরিকগণের মধ্যে পরস্পরের অংশ অসাধু উপায়ে আত্মসাৎ করিয়া, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমায় মাতিয়া থাকিতেন। এই সব মহৎ কার্য্যই না কি জমিদারী মর্য্যাদা রক্ষার অক্ষয় কবচ। যে সব শিক্ষিত ভদ্রচেতা সরিক এ সকল কাযে যোগ দিতেন না, তাঁহাদের রক্ষা ছিল না। মাতব্বরগণের কোপানলে তাঁহারা অচিরাৎ দগ্ধ হইতেন। এমন কি

তাঁহাদের নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ এবং প্রজা পাঠকগণও তাঁহাদিগকে কাপুরুষ-জ্ঞানে, ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ইহাও যদি তাঁহারা সহিয়া যাইতেন,—তবে ছলে, বলে, কৌশলে তাঁহাদের সম্পত্তির স্বত্ব স্বামীত্ব দশজনে লুটপাট করিয়া দখল করিত। তখন ইংরাজের আইনের আশ্রয় ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না, এবং বাধ্য হইয়া সে ভদ্রলোকগুলিকে ভদ্রত্ব জবাই করিয়া দলে ভিড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত।

ইহাই দেশাচার। ইহাই বাংলার পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ তথা-কথিত ভদ্রলোকের ভদ্রত্বের বৈশিষ্ট্য!

এ-হেন মনোরম আবেষ্টনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে পাশের গ্রামের প্রতাপশীল তালুকদার বীরভদ্রবাবুর পুত্র গুণানন্দের সঙ্গে যখন প্রতাপচন্দ্রের পরিচয় ঘটিল, তখন উভয়েই উভয়ের অন্তর-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ অভিভূত হইল।

তাস, পাশা হইতে সুরু করিয়া ক্রমে তৃতীয় রাত্রে যখন পঞ্চমকার সাধনায় বন্ধুত্ব গাঢ় অন্তরঙ্গতায় জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তখন প্রধান গমস্তা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল "গিন্নিমা হয়ে এসেছেন। ডাক্তাররা আপনাকে ডাকছেন। রজনীবাবুর টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁরা তুফান মেলে রওনা হয়েছেন। শেষ রাত্রি নাগাদ বাড়ী আসবেন। আমি গাড়ী পাল্কী নিয়ে ষ্টেশনে চললুম। আপনি বাড়ী চলুন।"

বে-হেড মাতাল হইয়া কাণ্ড হারাইলে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রতাপের চলিবে না, সে জ্ঞান প্রতাপের ছিল। অতএব মাত্রা অতিক্রম করে নাই।—প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ববলে তৎক্ষণাৎ ধূর্ত্ত চতুর প্রতাপ উত্তর দিল "সেই জন্যেই ত এসেছি। এ ভদ্রলোকদের আগে থেকে খবর দিয়ে না রাখলে, শ্মশানে যাবার সময় হঠাৎ লোক পাব কোথা?"

তথা-কথিত ভদ্র বন্ধুর দল সমস্বরে হল্লা করিয়া উঠিল "হাঁ হাঁ, আমরা রেডি। আপনি যে মুহূর্ত্তে ডাকবেন, আমরা সেই মুহূর্ত্তে ছুটে যাব।"

গমস্তা চমৎকৃত। বহুকালের পুরাতন লোক সে, আশপাশের গ্রামের এই সকল মহারত্নকে সে ভালরূপেই চিনিত। এ হেন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিবৃন্দকে প্রতাপচন্দ্র কি কৌশলে এত বড় আনুগত্যের শপথ করাইতে সমর্থ হইলেন, ভাবিয়া পাইল না। থতমত খাইয়া বলিল "আজ্ঞে, আমি চলুম তাহলে। আপনি বাড়ী চলুন, চাকর আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

চাকর গমস্তার আগমন তুচ্ছ কথা। গিন্নিমার মৃত্যু আসন্ন, এবং ডাক্তারগণের আহ্বান সেটাও তেমন কাযের কথা নয়। কিন্তু রজনীবাবু আসিতেছেন ইহাই চিন্তার বিষয়।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ ভাল ছেলের আদর্শ স্মরণ করিয়া চাকরের সঙ্গে বাড়ী ছুটিল। পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহাকে সাড়ম্বর কাতরতার জানাইল খুড়শাশুড়ীর মৃত্যু আসন্ন। ভায়রাভাই রজনীবাবু আসেন নাই। সে একা মুমূর্ষু খুড়শাশুড়ীকে লইয়া মহা 'আতান্তরে' পড়িয়াছে। এরপর রজনীবাবু আসিয়া স্ত্রীর পক্ষ হইতে বিষয় সম্পত্তি দখল করিবেন, কিন্তু রোগী লইয়া ভোগ ভুগিতে প্রতাপ একাই ভুগিয়া সারা হইল···ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ ধরণের ইংরেজি মিশ্রিত, বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সুন্দর বচন বিন্যাস!

লোকে প্রতাপের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিল। রজনীবাবুর স্বার্থপরতা ও অবিবেচনার নিন্দা করিল।

চাকরটা ইংরেজি বুঝিল না। বাংলা বুঝিল। স্বার্থত্যাগী ও আত্মীয়ার সেবাব্রতে উৎসর্গীত-প্রাণ আখ্যাধারী প্রতাপের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বাড়ী আসিয়া প্রতাপ শশব্যস্তে খুড়শাশুড়ীর ঘরে ধাবিত হইল। ডাক্তার তিনজন তখন ইঞ্জেকসন করিতেছেন। খুড়শাশুড়ী তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় অচেতন। অরু তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে ও শিয়রে বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। ঝি রাঁধুনীরা চোখের জল মুছিতেছে। পাড়া প্রতিবেশীরা দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রধান ডাক্তার চোখ তুলিয়া প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন "এই যে আপনি এবার এসেছেন।"

প্রচ্ছন্ন শ্লেষ!

প্রতাপ কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না। সদম্ভে বলিল "লোকজনের চেষ্টায় ও পাড়ায় গেছলাম। শুধু বসে বসে কাঁদলে ত চলবে না।"

"That's right" ডাক্তারগণ বাহির হইলেন। প্রতাপও তাহাদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রোগীর ঘরে দু-মিনিট থাকিতে হইলে তাহার দমবন্ধ হইয়া আসে।

সারারাত্রির জন্য একজন ডাক্তারকে বাড়ীতে রাখা হইল। দুজন কম্পাউণ্ডার রহিল। অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হইতে লাগিল। সকলে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল,—কন্যা জামাতা আসিয়া পৌছান পর্য্যন্ত যদি কোন রকমে কর্ত্রীকে টিকাইয়া রাখিতে পারা যায়।

চেষ্টার ফল ফলিল। রাত বারোটায় একটা টাল কাটিল, রাত্রি তিনটার টালও কাটিল। শেষরাত্রে কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী আসিয়া পৌছিলেন। রোগিনী তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তখন বাকরোধ হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়াছে।

তিনি অরুর হাতটা টানিয়া কন্যা শান্তিময়ীর হাতের উপর রাখিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন "ইহাকে দেখিও।"

তারপর ইসারা করিয়া গীতা দেখাইলেন। কন্যা জামাতা পর্য্যায়ক্রমে গীতা পাঠ করিতে লাগিল। ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে তিনি শান্তভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিলেন।

মেয়েদের কান্নার রোলে ও চাকরদের হাঁক ডাকে বহির্মহলে নিদ্রামগ্ন প্রতাপের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাত্রে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার দলের সঙ্গে আহারের পর সে রোগীর ঘরের বারেণ্ডায় কিছুক্ষণ বসিয়াছিল। কিন্তু নেশা ধরিয়া আসিতেছে, বুঝিয়া, গম্ভীর হইয়া বলিল "ডাক্তার বাবু, যা হবার হবে। কেউ তো আটকাতে পারবে না। চলুন একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক, সবাই মিলে জেগে থেকে লাভ কি ?"

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন "লাভ আছে। যদি মেয়ে জামাই এসে পৌছান পর্য্যন্ত মা ঠাকুরুণকে রাখতে পারি। তারজন্যে ফি নেব রাত-জেগে অক্সিজেন, ইঞ্জেকসনের তদারক করতে।—ঘুমুতে নয়।"

"আমি ত ফি পাব না। আমার যে গা-পাক দিচ্ছে।"

"শুয়ে পড়ুন গিয়ে।"

"ডাক্তারের নির্দ্দেশ, চল্লুম। ওরে ভূতো, রজনীবাবু এলেই আমাকে খবর দিস।"

ভূতো চাকর যথাকালে খবর দিয়াছিল। কিন্তু নেশার ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙে নাই।

এবার কর্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া চাকরেরা তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইল। নেশাতত্ত্বে সুপ্রবীণ প্রৌঢ় লাঠিয়াল সর্দ্দার পশুপতি বাগ অবস্থাটা বুঝিল। তাহার ইঙ্গিতে চাকররা প্রতাপের চোখে মুখে মাথায় জল দিয়া ঘোর ছুটাইল।

প্রতাপ সচেতন হইয়া মহা উৎসাহে বন্ধু-বান্ধবের দল ডাকিয়া আনিল।

শব সংকার ব্যবস্থার সমারোহের মাঝে রজনীবাবুর সহিত নীরবে নমস্কার বিনিময় হইল। সঙ্কোচ কাটিল।

যথাকালে বিপুল আয়োজনে চতুর্থী-শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। প্রতাপচন্দ্র অযাচিত সহৃদয়তায় মহা উৎসাহে নিজের ততোধিক উৎসাহী দল বল জুটাইয়া আনিল। রীতিমত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করিল। নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া হাট বাজার করিল, রাত জাগিয়া খাটিয়া খুটিয়া নিপুণ শৃঙ্খলায় কার্য্য সমাধা করিল।

এ সব অতি স্থূল সামাজিকতা ব্যাপারে রজনীবাবু অনভ্যস্ত। প্রতাপের কর্ম্ম তৎপরতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন, কৃতজ্ঞ হইলেন। একে মাসিমার শ্বশুর বংশের জ্ঞাতিপুত্র, তায় স্কুল কলেজের সতীর্থ, তায় আশ্রিতা, স্নেহাস্পদা অরুর স্বামী। তার উপর বিপদের মুহূর্ত্তে দশহাত বাড়াইয়া ঐকান্তিক আগ্রহে এই সাহায্য। সরল বিশ্বাসী রজনীবাবু ভাবিলেন,—প্রতাপের চরিত্রের একটা দিক যতই হীন হউক,—আত্মীয়তার দিক হইতে সে হৃদয়বান, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসের পাত্র।

কয়দিনের মধ্যে, উঠিতে বসিতে, সব কাযের যুক্তি পরামর্শে প্রতাপ রজনীবাবুর ডানহাত হইয়া উঠিল।

তুখোড় চতুর প্রতাপ মনোহর কৌশলে শ্যালিকা ঠাকুরাণীর মনোরঞ্জনেও ত্রুটি রাখিল না। প্রতাপের ব্যবহারিক বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, ছোট বড় সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া সকলের দ্বারা কায লইবার, এবং নিজে অসুরের মত খাটিবার ক্ষমতা দেখিয়া শান্তিময়ীর তাক্ লাগিল। এমন গুণী ব্যক্তির কেন যে একদা জেল খাটিবার মত ঘৃণ্য কায করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রতাপকে তিনি ছোট ভাইয়ের মত পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতে

লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র নিরীহ মেষটি সাজিয়া রজনীবাবু ও শান্তিময়ীর মন যোগাইতে লাগিল।

কাকীমার শোকটা শান্তিময়ীকে লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু অরুকে লাগিয়াছিল প্রচণ্ডরূপে। তিনি মারা যাইবেন সেটা জানা কথা। তবু বৎসরের পর বৎসর একান্ত যত্নে যে মানুষটির সেবা-শুশ্রূষা লইয়া সে চব্বিশঘণ্টা কাটাইয়াছে, তাঁহার তিরোধানে অরু যেন একেবারে অবলম্বনহীন হইয়া পড়িল। শ্রাদ্ধবাড়ীর হৈ চৈ হট্টগোল অবিশ্রাম কর্ম্মোদ্দীপনার মাঝে সে বিমর্ষ মুহ্যমান হইয়া, প্রাণহীন কলের পুতুলের মত কায করিতে লাগিল।

যথাকালে মহা সমারোহে আদ্যশ্রাদ্ধ হইল। মাতার আত্মার মঙ্গল কামনায় শান্তিময়ী মুক্ত হস্তে দান যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন।

সর্ব্বত্রই প্রতাপের কর্তৃত্ব। নিরীহ রজনীবাবু একান্ত বিশ্বাসে প্রতাপের সততার উপর নির্ভর করিয়া, গ্রাম্য বারোয়ারি প্রভৃতির চাঁদার তহবিল প্রতাপের হাতে দিলেন।

কাযকর্ম্ম চুকিলে নিভৃতে অরুকে ডাকিয়া প্রতাপ বলিল "তোমাকে ওঁরা খুব ভালবাসেন। তুমি ওঁদের ধরো। আমাকে হাজার কুড়িক টাকা ধার দিতে হবে, ব্যবসা করে ছ'মাস পরে শোধ দেব।"

ম্লান মুখে অরু বলিল—"এত বড় অবিবেচনার কথা কি করে বলি? কুড়ি হাজার টাকা যদি ওঁদের জমা থাকৃত, তাহলে সাতশো টাকা মাইনের জন্তে বিদেশে পড়ে থাকতেন কি?

অনেক তর্ক হইল।

প্রতাপ কুড়ি হাজারের দাবি হইতে পনের হাজারে নামিল, শেষে দশ হাজার,—অবশেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়াইল। অরু তথাপি ধার চাহিতে অসম্মত। সে কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যে প্রতাপের মত

"পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞানশীল, সততানিষ্ঠ ব্যক্তি, ধারের টাকা সহজভাবে ফেরৎ দিবে।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল।

রজনীবাবুর কাছে গিয়া বলিল "দাদা, আপনি রেকমেণ্ড করে আমাকে কোন একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন।"

রজনীবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "Good Conductএর Certificate? উহুঁ, চাকরির চেষ্টায় সময় নষ্ট কোর না। তুমি চাষ-বাস কিম্বা ব্যবসায় লাগ।"

"মূলধন?"

"সে আমি কিছু দিতে পারি।—অবশ্য বেশী পারব না। বোধহয় হাজার খানেক অরুর হাত খরচের দরুণ টাকা জমা আছে, আমিও হাজার খানেক দেব। কিন্তু···পূর্ব্ব জীবনের শোচনীয় অভিজ্ঞতা স্মরণ রেখে সাবধানে চোলো।"

"Thank you. চলুন আপনার সঙ্গে সিম্‌লে পাহাড়ে গিয়ে, ওইখানেই দেখে শুনে ব্যবসা ফাঁদব।"

প্রতাপকে নিজের চোখের সামনে রাখিতে পারিলে সে খাতিরের দায়ে ঠেকিয়া সংযত জীবন যাপনে বাধ্য হইবে, এই আশায় উৎসাহিত হইয়া রজনীবাবু বলিলেন "উত্তম। অরুকেও তাহলে সঙ্গে নিয়ে চল।"

প্রতাপ তাই চায়। বিনীতভাবে সম্মতি জানাইল।

সংবাদ শুনিয়া সরলচিত্ত শান্তিময়ী আনন্দিত হইলেন। মাতার অন্তিম মুহূর্ত্তের ইঙ্গিত সর্ব্বদা মনে জাগিতেছে,—অরুর জন্য তাঁহার যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। প্রতাপ বুদ্ধিদোষে যত বড় গর্হিত আচরণ করিয়া থাক, অরুর জন্য সব ভুলিয়া তাহাকে মাথায় করিয়া লইতে হইবে। উহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু এ সুসংবাদ যখন অক্রূর কাছে পৌঁছিল, তখন সে আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

প্রতাপের ভূয়া ভদ্রতার পালিশ-মার্জ্জিত সব মনোহর আচরণগুলি শোক অবসাদগ্রস্ত অক্রূ, অর্দ্ধ সচেতন, অর্দ্ধ অচেতনভাবে লক্ষ্য করিয়াছে। এ কয়দিন কিছুতে বিচলিত হয় নাই। আজ বিচলিত হইল।

বুঝিল, নিষ্কপট-সরল, বিশিষ্ট ভদ্রলোক রজনীবাবুর মাথায় কাঁঠাল ভাঙিতে, প্রতাপ উদ্যত হইয়াছে।

এই একান্ত হিতকামী, নিরপরাধ আত্মীয়গুলিকে আত্মীয়তার সুযোগে প্রতাপ অচিরে লাঞ্ছনায় যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিবে, তার সন্দেহ নাই। প্রতাপকে ইঁহারা চেনেন না। কিন্তু স্ত্রী সে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্টরূপে চিনিয়াছে।

কিন্তু সে সব কথা স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে প্রকাশ করিলে ইঁহাদের চক্ষে প্রতাপকে অধিকতর হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। হয়ত তাতে প্রতাপের ভবিষ্যৎ উন্নতির সব সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে। ইঁহাদের দেখাদেখি ভদ্রত্বের ভাণ করিতে করিতে হয়ত প্রতাপ পূর্ব্ব জীবনের কদভ্যাসগুলি ক্রমে ক্রমে সংশোধন করিতে পারে। কিন্তু গোড়াতে অক্রূ তাহার কদর্য্য প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলে, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে প্রতারণা হইতে রক্ষা করা যাইবে বটে, কিন্তু প্রতাপ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। হয়ত, নিস্ফল দম্ভগত জেদের বশে আরও বিগ্‌ড়াইয়া যাইবে।

উভয় সঙ্কট—পীড়িত অক্রূ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অনেক ভাবিল। শেষে জনাকীর্ণ বাড়ীর কর্ম্ম কোলাহলের মাঝে সুযোগ খুঁজিয়া, এক সময় আড়ালে গিয়া প্রতাপের সঙ্গে দেখা করিল।

বলিল "ওঁদের সঙ্গে সিমলে গিয়ে ব্যবসা ফাঁদবার মতলব করেছ ?"

প্রতাপ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অরুর দিকে চাহিল। সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল "হুঁ"।

গাম্ভীর্য্যের বহর দেখিয়া অরু দমিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "ওঁরা মহৎ লোক সন্দেহ নাই। কিন্তু ওঁদের গলগ্রহ হয়ে থাকলে, ওঁদেরও কষ্ট,—নিজেদেরও হীনতা প্রকাশ করা হয়। তার চেয়ে নিজেদের দেশ ভুঁইয়ে থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করলে ভাল হোত, নয়?"

"উহুঁ। রজনীবাবুকে ধরে আমাকে higher circleর মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। দেশে আমাকে সবাই চেনে। সেখানে কেউ চেনে না। অনেক জেল খালাসী দাগী বদমাইস, বড়লোক আত্মীয়ের সুনামের দামে মান ইজ্জৎ কিনেছে। আমাকেও সেই উপায়ে নিজের কায বাগাতে হবে।"

কুণ্ঠিত হইয়া সবিনয়ে অরু বলিল "কিন্তু উনি মানী লোক। যদি তুমি কোন দায় ফ্যাসাদ ঘটাও,—যদি তুমি কেন জেল খেটেছ সে সব কেলেঙ্কারীর কথা সেখানে কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে—"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রতাপ বলিল "কচু হবে তাতে! এই যে তুমি? কোন কেলেঙ্কারী তোমার বিরুদ্ধে নয়ে-নচ্ছারে দশে ধর্ম্মে প্রচার হতে বাকি ছিল? ওই বড়লোক আত্মীয়েরা পিছনে ছিলেন, তাই বেঁচে গেলে। নইলে সমাজ তোমাকেও লাথি মেরে দূর করে দিত।"

সুপ্ত অগ্নি খোঁচা খাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিবর্ষী চক্ষে চাহিয়া অরু বলিল "সে মিথ্যা প্রচারের মূল ত তুমি! স্বামী তুমি। তোমার পায়ে আমার মতি থাক। কিন্তু সে দিনের কথা মনে পড়লে আজও তোমার মুখপানে চাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

প্রতাপের দেহ মন যেন দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত। এ সব তীক্ষ্ণ সত্যের

আঘাত তার কোথাও বাজিল না। অটল হইয়া নির্ব্বিকার মুখে ধূমপান করিতে লাগিল।

অরু আত্ম-দমনের জন্য জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া চোখের জল সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সহসা সদম্ভে প্রতাপ বলিল "ম্যাজিক! এমন ভেল্কি লাগালাম যে, সেই মিথ্যাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল নয়ে-নচ্ছারে, দশে ধর্ম্মে।"

"হুঁ, নয়ে-নচ্ছারে। কিন্তু দশে ধর্ম্মে নয়। এঁরা চিনেছিলেন, তুমি কি "বস্তু"।—আর জেনেছিলেন আমি কতখানি নিরপরাধ। তাই এঁদের ধর্ম্মের সংসারে আশ্রয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি? পেরেছিলে নিজেকে বাঁচাতে? কর নি কি পাপের শাস্তি ভোগ?"

প্রবল দম্ভভরা দার্ঢ্য সহকারে প্রতাপ বলিল "আরে রাখ রাখ। প্রতাপ মিত্তির পাপ পুণ্যের লেকচারের ধমকে ভড়কে যাবার পাত্র নয়। বলে, অত বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বড় বড় মাথাগুলো নিয়ে জুতোর ঠোক্করে ফুটবল খেলে এসেছি। কে কি করতে পারলে?"

"পারলে না? সর্ব্বস্বান্তঃ হলে! জেল খাটলে! সে কি কিছু নয়?"

সদর্পে প্রতাপ বলিল "কিছু নয়। পয়সার জন্যে আমি সব করেছি—সব করতে পারি। পয়সার জন্যে ফের সেই সব কায করব, দেখে নিও। জেলখানাকে থোড়াই কেয়ার করি।"

সজোরে খাটের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল "একবার বড় সমাজে মেশবার অপেক্ষা। ছুঁচ হয়ে ঢুকে আমি ফাল্ হায় বেরিয়ে আসব। চুরি, জোচ্চুরি, ব্যাভিচার, খুন, জখম কিছুতে আমি পেছ-পা নই।...... রজনীবাবুকে কেমন কায়দায় মুঠোয় পুরেছি দেখেছো? ওঁদের স্বামী

স্ত্রীতে ভয়ঙ্কর অন্তরঙ্গতা, নয়? এরপর দেখ ভেল্‌কি? স্বামী স্ত্রীতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেব, ছেলেদের পথের ভিখিরি করব। ওদের যথা-সর্ব্বস্ব উড়িয়ে এনে নিজের পকেটে পূরব!"

গোঁফে তা দিয়া, আত্মপ্রসাদ ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া প্রতাপ পুনশ্চ বলিল "হুঁ, করব-ই এ কায। তুমি চুপ করে ভাখো। Now I am a great magician."

অরু আতঙ্কে নিস্পন্দ! তার চক্ষুঃ স্থির, ধমনীর রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হইয়া গেল!

প্রতিবাদ করিল না,—স্বামীকে চেনে। এ ব্যক্তি পিশাচের কাছে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে। সব রকম পৈশাচিক শক্তি আয়ত্ত করিয়া,—ইন্দ্রজাল কুহকের খেলায় জন সমাজকে স্তম্ভিত, সম্মোহিত করিবার ক্ষমতা ইহার আছে! সে ক্ষমতার গতিরোধ করিবার সাধ্য অরুর নাই!

কিন্তু হায় হায়! যে পরম-উপকারী মহৎচেতা আত্মীয়গুলি দুর্দ্দিনে তাহার এত উপকার করিলেন, ইহার ক্ষুধিত গ্রাস হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার উপায় কি?

প্রতাপের নির্দ্দয় উৎপীড়নে অরু জীবনে অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে, সব নিজের কর্ম্মফল বলিয়া মানিয়াছে। শান্তভাবে সব সহ্য করিয়াছে। কখনও আত্মহত্যা করিবার মত দুর্ব্বলতা মনে জাগে নাই।

আজ সে ইচ্ছা মনে জাগিল। ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করিয়া, এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তির সহিত নিরীহ আত্মীয়গুলির সর্ব্বনাশা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। হাঁ, একমাত্র অরুর মৃত্যুতেই আত্মীয়তা লুপ্ত হইবে, তাতেই এই ক্রুর সর্পের বিষদাঁত ভাঙিবে।

অন্যথা?

ভগবান জানেন!

রক্ষা কর ভগবান! অরু জীবনে যদি কোন সৎকায, কোন পুণ্য করিয়া থাকে, তবে তাহার ওই রাক্ষসী-বুভুক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত স্বামীটির কৃতঘ্নতার অত্যাচার হইতে উপকারক মানুষগুলিকে বাঁচাও। তার ফলে অরুকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয় তো হউক!

পা দুটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অরু আর সেখানে দাঁড়াইল না। নীরবে প্রস্থানোদ্যত হইল।

প্রতাপ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রূঢ়স্বরে বলিল "আমি পুরুষ মানুষ, পয়সার জন্যে কোথায় কি করে বেড়াব, তার কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে বাধ্য নই। তবু দয়া করে বল্‌লাম। সাবধান, এর একবর্ণ যদি প্রকাশ হয়,—ভেবো না শুধু তোমাকেই খুন করে নিশ্চিন্ত হব। তোমার পূজ্যপাদ রজনীবাবুকেও ঝোলাব। বলব নিজের চোখে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে তুমি ব্যাভিচার করেছ।—"

মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হইয়া বিকৃত স্বরে বলিল "কী—?"

তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া গর্জ্জিয়া প্রতাপ বলিল "চোপ! মেয়েমানুষ তুমি, মেয়েমানুষের মত চুপ করে থাক।—"

অরু নির্ব্বাক!

হিন্দু স্ত্রী সে। তার মূল্য কাণাকড়িও নয়। অধিকার এবং মর্য্যাদা ওই পর্য্যন্ত!

হয়ত প্রতাপেরও বিশেষ দোষ নাই। সে সেই সমাজের অন্তর্গত পতি দেবতা,—যে সমাজের বিচারে "কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই!"

মাথা তাতাইয়া, শিরঃপীড়া সৃষ্টি করিয়া, অরু দুই দিন ধরিয়া অনেক চিন্তা করিল। যতদিক হইতে ব্যাপারটা বিচার করা চলে, সাধ্যমতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল।

গ্রাম্য পাঠশালার সেই অল্প শিক্ষিত, সরল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরু-মহাশয়টির আশীর্ব্বাদ বার বার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি সাধারণ, অল্প শিক্ষিত, দরিদ্র গুরুমহাশয় ছিলেন।—কিন্তু বিবেকবুদ্ধি ছিল তাঁহার জাগ্রত, সততা ছিল উজ্জ্বল। তাই নিষ্কপট প্রাণে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন যে—"জীবনে কখনো সত্য আর ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ো না।"

কথাটা অরু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখিয়াছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে গিয়া, জীবনে বার বার মর্ম্মান্তিক আঘাত খাইয়াছে। সে আঘাত হইতে, ধর্ম্ম স্থূল হাত বাড়াইয়া তাহাকে সামনা-সামনি বাঁচায় নাই বটে,—কিন্তু পরোক্ষে বাঁচাইয়াছে বই কি। হয়ত—এ বাঁচা গৌরবের নয়, সুখের নয়, শান্তির নয়। কিন্তু দুঃখই বা মন্দ কি? ইহার মধ্যে সে পাইয়াছে প্রচুর—প্রভূত কল্যাণকর শিক্ষা।

কর্ম্মফল প্রত্যেককে ভোগ করিতে হয়, অরুকেও ভোগ করিতে হইবে। ডরাইলে চলিবে না। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।

দিদিকে আড়ালে ডাকিয়া নিষ্কপটে অতি সরলভাবে সংক্ষেপে প্রতাপের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করিল।

তারপর দিদির দুই পা ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে বলিল "দোহাই তোমাদের ? আর আমার মঙ্গল চেষ্টা কোর না। আমার অদৃষ্টের দুর্ভোগ আমাকে ভোগ করতে দাও। আমার মুখ চেয়ে এরপর এ লোকটির কোন সংস্রবে যদি তোমরা থাক, আমি—আমি তাহলে আত্মহত্যা করে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে বাধ্য হব।"

"ষাট—" বলিয়া দিদি তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বেদনাভরা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "স্বামী হয়ে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে, এ শুধু গল্পে উপন্যাসে পড়েছি। ভাবতাম, লেখকরা কল্পনার ওজন ঠিক রাখতে জানে না। পাগ্‌লামি করে। কিন্তু এখন দেখছি—সত্যি ব্যাপার কল্পনাকেও টেক্কা দেয়!"

ব্যাকুল আবেগে অরু বলিল "বিশ্বাস কর,—যারা অতি নিরীহ, অতি ভদ্র মানুষ সেজে বেড়ায়, তাদের অনেকের অন্তরে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর বাস করছে। হিংস্র বাঘ-ভালুক, খল-সাপ, বাস করছে। যে হাত সাপের মুখে দুধ দেয়, সেই হাতকেই সাপ আগে কামড় দিয়ে বিষ ঢালে। জামাইবাবুকে জানাও। সাবধান হও। আমি মিনতি করছি, আমাদের তাড়িয়ে দাও।"

"তাঁর কাছে এ কথা বল্‌লে তিনি হেসেই উড়িয়ে দেবেন। পুরুষ মানুষ ওঁরা, এ সব ছোট কথা গ্রাহ্যই করবেন না। বলবেন প্রতাপ ঠাট্টা করে তোকে ভয় দেখিয়েছেন।"

"ঠাট্টা? ভয় দেখানো? ওগো তোমাদের কেমন করে বোঝাব আমি,—ইন্সিওরেন্স অফিসের জাল, জোচ্চুরি দাগাবাজির প্রত্যেক খবর প্রত্যেক দিন এম্নি করে জলের মত পরিষ্কার—দম্ভভরে বলেছেন। আমি সেগুলা অনেক সময় বিশ্বাস করেও,—করিনি। আইনের প্যাঁচে যখন

পড়লেন, প্রমাণ যখন হাজির হোল,—তখন জানলাম, হাঁ। সব শয়তানির মাঝেও একটা দুর্ব্বলতা আছে,—আমার কাছে ওঁর শয়তানি মতলবগুলো লুকোন না। অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সত্য কথা বেরিয়ে আসে।"

"তবু বল্‌ছি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রতাপ বিপথে গিয়েছিল, শাস্তি পেয়েছে তার। ঠেকে শিখেছে। বয়সও হয়েছে। এখন মতি গতি ফেরা উচিত।"

"মানুষ হলে ফিরত। সাপ, বাঘ হিংস্র জানোয়ারদের মতি গতি বয়স বাড়ার সঙ্গে ফিরেছে, শুনেছ কখনো ?"

দিদি বিমনা হইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোর স্বামী, তুই নিয়ে ঘর করেছিস। তুই-ই জানিস ওর স্বভাব। কিন্তু প্রতাপকে দেখলে ধারণা করতে পারি না, সে এত কৃতঘ্ন নীচাশয়।···কে জানে ভগবানের রাজ্যে কত রকম মানুষই আছে।—"

"অনেক—অনেক রকম। আমি ঢের ঠকেছি। অনেক মরণে মরেছি ওই স্বামীর জন্ম। ওঁর অত্যাচারে আমার সন্তানেরা পেটেই মরেছে,—শাশুড়ী মরেছেন। আমার বাপ ওঁর জন্তে মনস্তাপে মারা গেছেন, মা গেছেন। আমার শেষ আশ্রয়—কাকিমা, উনি আসায়,—ত্রাসে উৎকণ্ঠায় মারা গেলেন। নইলে তিনি কি এত শীগগির যেতেন ?"

চোখের জল মুছিয়া দিদি বলিলেন "চুপ্। মার আয়ু ফুরিয়েছিল, ওই তাঁর অদৃষ্ট।"

"কিন্তু আমি ত জানি, কারণটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি বলিলেন—"তাহলেও তোর মুখ চেয়ে আমাদের সে কথা ভুলে যেতে হবে। তোকে ফেলব কোথা ?"

"জন্মান্তরের কর্ম্ম, আমাকে জীবন্ত নরকস্থ করেছে। ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে নিতে দাও।"

"তাহলেও মানুষ আমরা। যতটা পারি, তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা করব।—"

"নিজেদের অমঙ্গল ডেকে? সুখের সংসারে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়ে? উঃ! শোনো, মানুষ আমিও। মানুষের মতই তাহলে প্রতিকার ব্যবস্থা করব। ক্ষণিক আবেগের ঝোঁকে নয়, ভেবে চিন্তে—বেশ মাথা ঠাণ্ডা করেই সম্পর্ক ছিঁড়ব।"

"অরু ধৈর্য্য ধর। ভগবানে নির্ভর রাখ।"

"আমার মত অবস্থায় অপরকে পড়তে দেখলে আমিও তাকে ঠিক ওই উপদেশ দিতাম। কিন্তু এই অবস্থাটা হাড়ে হাড়ে যাকে উপলব্ধি করতে হয়েছে, সে অন্তরে অন্তরে কতটা উৎক্ষিপ্ত, তুমি বুঝবে না। আমার আতঙ্ক হচ্ছে, হয়ত আমি এবার ভগবানের নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাব।··· তোমরা বড় ভাল লোক, আমার কল্যাণের জন্যে কি সাংঘাতিক বিপদে পড়তে উদ্যত হয়েছ,—কিছু জানো না। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে উঠেছি। এখন কোনও ভগবানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমরা আমার সম্পর্ক ছেড়ে তফাৎ হও, আমি কৃতজ্ঞ হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর ওপর নির্ভর রাখব।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি উঠিলেন। বলিলেন "তোমার জামাইবাবুকে সব জানাচ্ছি। তুমি শান্ত হও।"

গভীর রাত্রে নিভৃতে নিরলায় শান্তিময়ী গোপনে সমস্ত কথা রজনীবাবুকে জানাইলেন।

ভদ্রলোক অবাক। প্রথম খানিকক্ষণ কথাগুলার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক জেরার পর যখন প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আক্ষেপের স্বরে বলিলেন "প্রতাপ পারে বটে! পুরুষানুক্রমে ওরা দুষ্ক্রিয়াসক্ত মাতালের ঝাড়্। নৈতিক চেতনা বল্‌তে কোন জিনিস ওদের মধ্যে নাই। মাসিমার জীবনেও দেখেছি, ওই বংশে বিয়ে হওয়ার জন্যে কি দুর্ভোগই ভুগেছেন?"

"এখন উপায়? অরুকে ত বাঁচাতে হবে।"

"হিন্দুর মেয়ে হয়ে জন্মে,—দুর্ভাগ্যবশে যে অত্যাচারী স্বামীর স্ত্রী,—তার মত অসহায় জীব আর দেখ্‌লাম না। হিন্দু সমাজের আইন,—অরুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে তোমার আমার পক্ষে—অরুকে বাঁচাবার চেষ্টা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে, হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ।"

শান্তিময়ী বলিলেন "পয়সা দিয়ে কেনা কুকুর বিড়ালটাও নির্দ্দয় মার খেলে, পালিয়ে বাঁচবার স্বাধীনতা আছে। অরুর কি সে স্বাধীনতাও নাই?"

"নিতে জানলে,—আছে। কিন্তু ওর সমাজ—অর্থাৎ প্রতাপচন্দ্রটি তাহলে শিকার হারা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। কলঙ্কে কুৎসায় ওর জীবনটা দুর্ব্বহ করে তুলবেন, যেমন একদফা সেই কেরামতি দেখিয়েছেন। হায় রে হিন্দু সমাজ! হৃদয়হীন বর্ব্বর স্বামীর নির্ম্মম উৎপীড়ন থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করতে তার মা বাপকে পর্য্যন্ত অধিকার দেয় নি! সে চেষ্টার ফলে কি লাঞ্ছনাই তাঁরা ভোগ করে গেছেন, ভেবে ছাখো।"

"জীবনান্ত হয়েছেন।"

রজনীবাবু বলিলেন "একমাত্র এঁটে উঠ্‌তে পারেনি—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইনকে! সে আইনে বাবারও খাতির নেই, স্বামীরও খাতির নেই। প্রাণের বদলে প্রাণ বরাদ্দ। প্রতাপ শ্রেণীর দুর্বৃত্ত স্বামীগুলিকে শিক্ষা দিতে ওই আইন-ই এখন একমাত্র ভরসা! খুব শোচনীয় দুঃখের

কথা এটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সমাজে ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই, —বিবাহিতা স্ত্রীকে যেখানে জানোয়ারের অধম ভেবে নির্যাতন করা হয়, সেখানে কোন্ মানুষ, কার খাতির রাখ্‌বে?"

"যে নিজের মান নিজে রাখ্‌তে জানে না, তার মান কেউ রাখতে পারে না। ও সব হিন্দু সমাজের ভাল ভাল আইনগুলি, ভাল ভাল লোকদের জন্যে জমা থাক। তোমাকে আমাকে লোকে মন্দ বলে বলুক, তাহলেও এ অবস্থায় নিরপরাধ কৃষ্ণের জীবের এ শাস্তি আমরা সমর্থন করতে পারব না। ইংরেজের আইনের সাহায্যে হোক, জার্মানির আইনের সাহায্যে হোক,—শয়তানি-আইনকে জব্দ করতেই হবে। নিরপরাধ অরুটাকে বাঁচাইতে হবে।"

"দেখা যাক। প্রতাপ কিছুতে শায়েস্তা না হয়, শেষ পর্যন্ত রাজার আইন আছে। তাতে সমাজ চট্‌বে? চটুক। তা বলে মানুষ হয়ে, মানুষের এত বড় অশাস্ত্রীয় মরণ দেখা,—কোনও শাস্ত্রের খাতিরে মেনে নিতে পারব না।"

ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছে। রজনীবাবু ক্ষিপ্রতার সহিত কর্মচারীদের লইয়া বৈষয়িক ব্যাপারের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ লক্ষ্য করিল এ সব ব্যাপারে তাহার ডাক পড়ে না। উপরন্তু রজনীবাবু বিমর্ষ গম্ভীর স্বল্পভাষী হইয়া উঠিয়াছেন।

অরুর উপর সন্দেহ পড়িল, হয়ত সে আভাসে ইঙ্গিতে গুপ্ত রহস্য কিছু প্রকাশ করিয়াছে। প্রতাপ শঙ্কিত হইল।

সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিল, কিন্তু এই হট্টগোলে পরিপূর্ণ কুটুম্ব পুরীতে নিভৃতে তাহার নাগাল ধরা শক্ত। সংসারের কাযকর্ম্ম যতটা দেখিবার দেখিয়া, সে না কি আজকাল সর্ব্বদা কাকিমার পরিত্যক্ত পূজার ঘরে রামায়ণ মহাভারত লইয়া সময় কাটাইতেছে। ঘরটা তেতলায়। সেখানে পৌছিতে হইলে শান্তিময়ীর শয়ন কক্ষ অতিক্রমের অসৌজন্য প্রকাশ করিতে হইবে। সাবধানী প্রতাপ সে দিকে গেল না। সদরে বসিয়া হুঁসিয়ারীর সহিত সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, নগদী গমস্তা, কুটুম্ব সজ্জন প্রজা পাঠক সকলের সহিত সদালাপ করিতে লাগিল।

ক্রমে কুটুম্বগণ বিদায় লইলেন। অন্তঃপুরও জন বিরল হইল। তবু অরুন্ধতীকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া গেল না। দেখা গেল প্রতাপের সাড়া পাইলেই সে সসম্ভ্রমে আড়ালে সরিয়া পড়িতেছে।

হয়ত গুরুজনদের সমীহ করিয়া সে এমন করিতেছে। কিন্তু গুরুজনদের বিবেচনাটা বা—কি রকম? তাঁহাদের উচিত ছিল, হাত পা বাঁধিয়া অরুকে প্রতাপের ক্ষুধিত গ্রাসের—কবলে অর্পণ করা। তবেই না স্বামীত্ব

মর্য্যাদা মহিমময় হইত! প্রতাপ মনে মনে গুরুজনদের অবিবেচনায় উষ্ণ হইয়া উঠিল।

ভীষণ ক্রোধী সে। কিন্তু পরের অন্নদাসত্বের মাঝে জাঁক করিয়া, রাগ জানানো মূঢ়তা। কাযেই স্বার্থের মুখ চাহিয়া রাগ সামলাইতে হইল।

রজনীবাবু আসার পর হইতে প্রতাপ পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়া সময় কাটানো বন্ধ করিয়াছিল। এবার ধীরে ধীরে সকাল সন্ধ্যায় আবার বেড়াইতে সুরু করিল। বেশীক্ষণ থাকিত না, এবং রজনীবাবু যতক্ষণ সদরের বারাণ্ডায়—অর্থাৎ প্রকাশ্য দরবারে থাকিতেন, ততক্ষণ কদাচ বাহির হইত না।` অতিশয় ভদ্রভাবে নিজের ঘরে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া বা সদরের সামনে রাস্তায় পায়চারি করিয়া সময় কাটাইত।

রজনীবাবুর মোসাহেবের প্রয়োজন ছিল না, গল্প করিবার লোকেরও নয়। বৈষয়িক কায চুকিলেই তিনি সদরের শয়ন কক্ষে বই বা খবরের কাগজ লইয়া তন্ময় হইয়া পড়িতেন। স্নানাহারের সময় উঠিয়া অন্তঃপুরে যাইতেন। অন্তঃপুরে ভিড়ের গোলমাল বলিয়া তিনিও রাত্রে সদরে শুইতেন। প্রতাপ তাঁর পাশের ঘরে থাকিত।

কুটুম্বকুল প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরে অন্তঃপুরের কোন কোন অংশ সংস্কার করা হইতে লাগিল। চুণ, বালি, ইঁট, সুরকি, বাঁশ, বাখারি, মিস্ত্রী, মজুরে অন্তঃপুরে অসুবিধার জন্য রজনীবাবু সদরেই রহিলেন। বাড়ীতে শুধু মেয়েরা রহিল। কয়দিন এই ভাবে কাটিল।

সেদিন প্রাত ভ্রমণ সারিয়া প্রতাপ বেলা দশটার সময় পাশের গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে সহসা দেখা গেল,—তাহাদের অর্থাৎ বর্ত্তমানে শান্তিময়ীর বেতনভোগী লাঠিয়াল সর্দ্দার পশুপতি বাগের পথ আটক করিয়া দাঁড়াইয়া, বন্ধু গুণানন্দ বাঁড়ুয্যের পিতা বীরভদ্র বাঁড়ুয্যে

হাত কচলাইতে কচলাইতে উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুলভাবে কি বলিতেছেন। পশুপতি বাগ লাঠি ঘাড়ে লইয়া বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দুই চারিটা প্রশ্ন করিতেছে। বোঝা গেল যে কারণেই হউক, তালুকদার বাঁড়ুয্যে মহাশয় দায়ে ঠেকিয়া,—পশুপতি বাগের শরণাগত হইয়া স্তুতি মিনতি জানাইতেছেন। ভাব দেখিয়া মনে হইল, পশুপতি বাগই এ ক্ষেত্রে —ত্রাণকর্তা।

জটিল ফন্দিবাজ প্রতাপ সবদিকে চোখ কাণ খুলিয়া রাখিত। বিপদ-গ্রস্ত মাত্রকে মুঠার মধ্যে পুরিতে চাহিত। যে হেতু বিপন্নের মাথায় হাত বুলাইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা বড় সহজ এবং শোভনীয় ব্যাপার।

বিশেষতঃ তালুকদার বাঁড়ুযো মশাই যখন রজনীবাবুর মত ইউ-রোপিয়ান-পলিশি দীক্ষিত ভয়ঙ্কর মেজাজের মানুষ নহেন। পাশাপাশি প্রত্যেক পাড়ার মদ গাঁজার আড্ডা হইতে ঝুমুর নাচের আসর মায় পল্লী বিশেষের মেয়েদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে পর্য্যন্ত যখন তাঁহার অনাসক্তি বা অরুচি নাই, তখন তিনি লোক, মহৎ। সবান্ধব পুত্র রত্নের এ শ্রেণীর আমোদ প্রবৃত্তিকেও তিনি আড়ালে থাকিয়া উৎসাহ দেন, সুবিধা জোটাইয়া দেন,—তাও জানা আছে। অতএব আশঙ্কার কারণ কিছু নাই।

তা ছাড়া মজা এই,—চারিপাশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সামনা সামনি বীরভদ্র বাঁড়ুয্যেকে যমের মত ভয় করিত। যে হেতু গায়ের জোর ও গলার জোর তাঁহার যথাক্রমে ছিল প্রবল ও প্রচণ্ড। দুর্ব্বলের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচারে তিনি কুণ্ঠালেশহীন, দাম্ভিক। অতএব অত্যাচার-পীড়িতের দল আড়ালে এই লোকটিকে যে ভাষায় সম্বর্দ্ধিত তাহা অনুল্লেখ থাকাই ভাল।

ইহাঁর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল,—গ্রামের শিক্ষিত, স্বাবলম্বী যুবকগুলির

উপর। যে হেতু বীরভদ্রবাবুর আজন্ম অভ্যস্ত ছোটলোক-শাসনকারী অকথ্য কটূক্তি এবং কদর্য্য ব্যবহারগুলা তাহারা দীন হীনভাবে পরিপাক করিত না। অযথা নিগৃহীত বিপন্নদের পক্ষ লইয়া, তাহারা দুঃসাহসের সহিত অসৎ কাযেও বাধা দিত,—সমালোচনাও তীব্র ভাষায় করিত। ইহাও প্রতাপের জানা আছে, এবং এইমাত্র যুবকদের আড্ডায় শুনিয়া আসিতেছে যে ওই দুর্বৃত্ত দলের অন্তর্গত কোন একজনকে সামনে পাইয়া আজ তিনি সামান্য ছুতা ধরিয়া হাটতলার পথে বেশ চড়া দরের কটূক্তি করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তিও সর্ব্ব সমক্ষে বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় পাল্টা কটূক্তি করিয়া, নিরাপদে প্রস্থান করিয়াছে।

প্রতাপের সন্দেহ হইল সেই ব্যাপারের মীমাংসা জন্যই হয়ত পশুপতিকে প্রয়োজন। এ সব ক্ষেত্রে লাঠিয়ালদের লাঠি আশু ফলপ্রদ।—বীরভদ্র-বাবুর প্রতিপালিত লাঠিয়ালদ্বয়ের একজন এখন স্থানান্তরে,—আর একজন ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত তাও প্রতাপ শুনিয়াছে। কাযেই নিরুপায় বীরভদ্রবাবুকে বোধ হয় অপর জমিদারের লাঠিয়ালের শরণাগত হইতে হইয়াছে। যদিচ এ ব্যক্তির প্রভু-গোষ্ঠির সঙ্গে বীরভদ্রবাবুর সদ্ভাব নাই। জমিজমা লইয়া এক সময় উভয় পক্ষে ঘোরতর মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য শত্রুপক্ষের আত্মীয় কুটুম্ব বা লাঠিয়ালদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনে বাধা নাই, সে উদারতা বীরভদ্রবাবুর আছে। তাই প্রতাপ তাঁহার পুত্রের পান-পাত্রের বন্ধু এবং তিনিও পশুপতি বাগের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রমশীল।

চতুর প্রতাপ দুর হইতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। আরও খোলাখুলিভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য ধীর-কদমে কাছে গিয়া পৌছিল। তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া বীরভদ্রবাবু পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া, সাতিশয় ব্যাকুল কাতরভাবে বলিলেন "হেঁ সদ্দার, কি করি গো এঁ্যা? তোমরা থাকতে এঁ্যা?

হাটতলার মাঝে, সবার সামনে এঁ্যা ? দাসের পো,—আমায় অপমান করে গেল গা,—এঁ্যা ? হেঁ গো—তোমরা কিছু 'পিতিকের' করবে না ? এঁ্যা ?"

সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রাম হাত কচ্‌লানি ?

এই হুঙ্কার গর্জ্জনশীল দাম্ভিক মানুষটি অন্তরে অন্তরে কতখানি ভীরু দুর্ব্বল এবং পরনির্ভরশীল, পশুপতি বাগ তাহা মনে মনে জানিত। ইহাদের পয়সাকে সে খাতির করে বটে, বুদ্ধিকে নয়। মানসিক বৃত্তিকেও নয়। আজ গরজে ঠেকিয়া পশুপতি বাগের কাছে হাতযোড় করিতেও ইহাঁর যতটা ব্যগ্রতা, কাল স্বার্থের প্রয়োজনে নৃশংস হস্তে পশুপতির কণ্ঠ নিষ্পেষণেও ঠিক ততটা ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইবে,—ইহাও পশুপতির জানা আছে।

কিন্তু আজ ইনি—শরণাগত।

আত্মমর্য্যাদা গর্ব্বে পশুপতির হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া সদর্পে বলিল "ক্যানে, ক্যানে ? পিতিকের হবে না, ক্যানে শুনি ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে আপনাদের মত মানী লোককে অপমান করে পার পাবে ? এই যে বাবুও এয়েছেন,—বলুন আপনি।"

প্রতাপ আরও কাছে গিয়া নিরীহভাবে বলিল "ব্যাপার কি ?"

রং চড়াইয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার নিবেদন করিলেন। ভবতারণ দাস নবশাখ শ্রেণীর সন্তান হইয়া দু একটা পাশ করিয়া সহরে কালেক্‌টারের অফিসের কেরাণী হইয়াছে। এই ধৃষ্টতাই তাহার অমার্জ্জনীয়। তার উপর···ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালেক্টারের অফিসের কেরাণী ! লোকটা আইন কাহুনের খবর তা হইলে জানে। প্রতাপ চিন্তিত হইয়া গোঁফে তা দিতে লাগিল।

অধীর ব্যাকুলতায় বীরভদ্রবাবু বলিলেন "হেঁই গো পেতাববাবু, তুমি

আমার গুণানন্দর বন্ধু, তোমরা পাঁচজনে মিলে আমার মান রক্ষে কর, এঁ্যা ? হেঁই গো সর্দ্দার, যত মদ খেতে চাও খাওয়াব···।"

প্রভু রজনীবাবু এখন সশরীরে সপরিবারে গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মার্জ্জিত রুচির মানুষ। দাঙ্গা হাঙ্গামা লাঠালাঠি মোটে পছন্দ করেন না। গ্রাম্য-কলহ কাণে তোলেন না, অযথা গুণ্ডামিকে বীরত্ব বলিয়া মনেও করেন না। এ সত্যগুলা পশুপতির অবিদিত নয়। সে মুখে আস্ফালন করিলেও মনে বেশ উৎসাহ পাইতেছিল না।

কিন্তু মানীর মান রক্ষার ভার পড়িয়াছে পশুপতির লাঠির উপর। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পশুপতি বলিল "আচ্ছা আমার মালিক তো দু চার দিনেই চলে যাবেন। গেলেই আমি দাসের পো'কে দেখে নেব। যাবে কোথা ? গাঁয়েই ত মেয়েছেলে নিয়ে বাস। রাতে ত থাকেই।"

প্রতাপ বলিল—গাঁয়েই বাস ? তাহলে সহরে চাকরি, বল্লেন ?"

বাঁড়ুয্যে মশাই বলিলেন "সাইকেল হাঁকিয়ে রোজ যায় আসে। তিন মাইল ত রাস্তা মোটে। নইলে এত তেজ !"

যেন রাস্তাটা আরও দূর হইলে তেজ কিঞ্চিৎ কমিবার সম্ভাবনা ছিল !

পশু সর্দ্দার বলিল "আপনি নিচ্চিন্দি থাক বাঁড়ুয্যে মশাই। বাবুরা আসুন-গিয়ে—"

প্রতাপ বীরদর্পে হাঁকিয়া বলিল "ডোণ্ট কেয়ার। রজনীবাবু আছেন, আছেন-ই। আমি গ্রাহ্য করি না। চল পশু সর্দ্দার, আজ রাত্রেই কাজ হাঁসিল করব।"

পশু সর্দ্দার কৃতার্থ হইয়া বলিল—"আাগ্যে,—আপনাদের হুকুম পেলেই হোল। কিন্তু বাবু যদি জানতে পারেন—"

"কুচ পরোয়া নেই, আমি আছি।"

"আজ্ঞে, তাহলেই হোল।"

পরামর্শ স্থির হইয়া গেল।

সে রাত্রে রজনীবাবু ঘুমাইলে, রাত বারোটার সময় প্রতাপ ও পশুপতি বাগ নিঃশব্দে সদর বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রাত তিনটার পর তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল।

সে রাত্রে বীরভদ্রবাবুর খরচে কে কত মদ খাইয়াছিল, জানা গেল না। তবে দুজনেই পরম আরামে গাঢ় ঘুমে ঘুমাইল, বেলা নয়টা পর্য্যন্ত।

বেলা নয়টার সময় দশ বারোজন প্রতিবেশী সাক্ষীসহ ভবতারণ দাস আসিয়া রজনীবাবুর দরবারে বিচারপ্রার্থী রূপে দাঁড়াইল। নিজের সর্ব্বাঙ্গে প্রহার চিহ্ন দেখাইয়া জানাইল, গতরাত্রে তাঁহার ভায়রাভাই প্রতাপবাবু ও তাঁহার পাইক পশুপতি বাগ,—বীরভদ্রবাবুর পুত্র গুণানন্দের সঙ্গে অন্যান্য লোকজন লইয়া গিয়া তাহার দুয়ার ভাঙিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়াছে। তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঁধিয়া দারুণ প্রহার করিয়াছে। তাহার স্ত্রী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠায়—সে স্পর্দ্ধার দণ্ড-স্বরূপ গুণানন্দ তাহাকে প্রহার করিয়াছে এবং প্রতাপবাবু বলপূর্ব্বক তাহার গলার স্বর্ণহার ও হাতের সোণা বাঁধানো শাঁখা দু-গাছি ছিনাইয়া লইয়া পকেটস্থ করিয়াছেন।

প্রতিবেশীরা সাক্ষ্য দিল—পলাইবার সময়ে তাহারা প্রতাপ ও পশুপতি বাগকে চিনিয়াছিল। কিন্তু রজনীবাবুর আত্মীয় ও ভৃত্য বলিয়া তাহারা খাতিরে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল।

ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে ন্যায়পরায়ণ ভদ্রচেতা রজনীবাবু অগ্নিবৎ

তৎক্ষণাৎ প্রতাপ ও পশুপতির ডাক পড়িল। ঘুম হইতে সদ্যঃ জাগিয়া উভয়ে দরবারে হাজির হইল।

রজনীবাবু উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "শোন, এঁরা কি বলছেন।"

শুনানী সমাপ্ত হইল। রক্তচক্ষে পশুপতি বাগের দিকে চাহিয়া রজনীবাবু বলিলেন "সত্যি কথা বল, করেছ এ সব কায ?"

পশুপতির পশুত্ব যতই থাক, সে সাহসী। তা ছাড়া জানা আছে, সত্যনিষ্ঠ রজনীবাবু মিথ্যা কথাকে—তথা মিথ্যাবাদীকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। মিথ্যা কথা ধরা পড়ায়, তুইবার তুইজন গমস্তাকে তিনি জরিমানা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, পশুপতি স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

সে যোড়হাত করিয়া বলিল "হাঁ হুজুর, করেছি।"

"কেন করেছ ?"

"আঁগ্যে, প্রতাপবাবুর হুকুম।"

প্রতাপের ঘুমের ঘোর এবার ভালরূপেই কাটিল। মাথা চুলকাইয়া, পরম নিরীহভাবে একান্ত বিনয় নম্রতার সহিত বলিল "সব মিথ্যে কথা। আমি এ সবের কিছুই জানি না।"

প্রতিবেশীরা বলিল "আমরা আপনাকে সেখানে স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখেছি।"

ভবতারণ বলিল "এই ভদ্রলোক আমার স্ত্রীর গা থেকে গহনা খুলে নিয়েছেন, নিজের পকেটে পুরেছেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

মাথা চুলকাইয়া প্রতাপ বলিল "তাই কখনো আমি পারি ? আপনাদের ভুল হয়েছে, আমার মত আর কাউকে দেখে থাকবেন।"

রজনীবাবু বলিলেন "পশুপতি, সত্যি কথা বল। প্রতাপ গেছল সেখানে ?"

পশুপতি বিনা দ্বিধায় বলিল "আঁগ্যে হাঁ।"

"গয়না নিয়েছে প্রতাপ ?"

"আঁগ্যে হাঁ।"

গর্জ্জিয়া প্রতাপ বলিল "পশু, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।"

পশু সর্দ্দার সতেজে বলিল "বাবু, জেল খাটবার কাষ তো করেছি! মিথ্যে বলব কেন? আপনার বিছানায় কোট খুলে শুয়েছেন। গয়না এখনো তার পকেটে আছে।"

রজনীবাবুর ইঙ্গিতে চাকর কোট আনিল। পকেট হইতে সোণার হার ও শাঁখা দু-গাছি বাহির হইল।

রজনীবাবু ভবতারণকে বলিলেন "দেখুন এই আপনার জিনিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উত্তম, নিয়ে যান। আর এই একশো টাকা আপনাকে সাহায্য করছি। আপনার ইচ্ছা হয় নালিশ করে এদের জেলে দিন। আমার আপত্তি নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একশো টাকার নোট মণিব্যাগ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

লাঞ্ছিত ভবতারণ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল "আমি গরীব কেরাণী। নালিশ ফ্যাসাদ বাধিয়ে আদালত ঘর ছুটোছুটি করে চাকরি খোয়ালে, খেতে পাব না। আমার বাড়ী ঘরের জিনিস পত্র সব লুঠ করে বীরভদ্র-বাবুর দরবারে আমার জরিমানা স্বরূপ চালান করা হয়েছে। নিন্, তিনি ভোগ করুন। আপনার এই সাহায্য, আজ আমার কাছে দেবতার আশীর্ব্বাদ। এই সম্বল নিয়ে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমি আজই গ্রাম ত্যাগ করে চল্লুম। ভগবান বীরভদ্রবাবুর বিচার করবেন, আমি আর কারুর কাছে বিচার চাইব না।"

সে সদল বলে প্রস্থান করিল।

রাগ সামলাইবার জন্য কিছুক্ষণ গুম্ খাইয়া থাকিয়া রজনীবাবু বলিলেন

"পশুপতি, তোমাকে আমিই আজ পুলিশে দিতাম। কিন্তু তুমি সাহস করে সত্যি কথা বলেছ, তাই বেঁচে গেলে। যাও, তোমার আজ পর্য্যন্ত মাইনে মিটিয়ে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে আমার এষ্টেট থেকে বেরোও।"

পশুপতি বুঝিল নিস্তার নাই। তবু আত্মদোষ স্খালনের চেষ্টায় সবিনয়ে বলিল "যে আঁগ্যে। কিন্তু বিচার করবেন আমি যা করেছি, তা প্রতাপ-বাবুর হুকুমে।"

"হুঁ। তাহলে প্রতাপবাবুর হুকুমে কাল আমারও মাথা নিতে পার। বিশ্বাস নেই তোমাকে,—চলে যাও।"

গমস্তাকে পশুপতির মাহিনা মিটাইয়া দিবার আদেশ দিয়া, রজনীবাবু অন্তঃপুরে চলিলেন। বারেণ্ডার এক পাশে প্রতাপ দাঁড়াইয়া নত মুখে মাথা চুলকাইতেছিল, তার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেও রজনীবাবুর ঘৃণা বোধ হইল। মনে হইল এ লোকটা অশিক্ষিত-পশুপতি বাগের চেয়েও অধম,—কুশিক্ষিত, —ইতর। বন্য-বর্ব্বর বীরভদ্রবাবুর ঘৃণ্য প্রতিহিংসার চেয়েও ইহার নারকীয় প্রবৃত্তি, পৈশাচিক শক্তি—অধিক।

ভিতরে গিয়া তিনি স্নান করিয়া, অসময়ে এক কাপ চা পান করিলেন। স্ত্রীকে দোতলার নিভৃত ঘরে ডাকিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া গোপনে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

শান্তিময়ী স্তম্ভিত। ভদ্রবংশে জন্মিয়া, লেখাপড়া শিখিয়া, আজিকার দিনে কেহ এত বড় দস্যুবৃত্তি করিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণা বহির্ভূত। তিনি হতভম্ব হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

রজনীবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন "এবার মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে ত্যাখো, এ-হেন প্রতাপকে নিয়ে এখন কি করা যায়? অরু বেচারীর উপায় কি?"

দিদির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

দুয়ার ঠেলিয়া অরু বলিল "দিদি, জামাইবাবু, — আমি এসেছি। ভিতরে যাব?"

রজনীবাবু বলিলেন "অরু? এস।"

প্রশান্ত মুখে ঘরে ঢুকিয়া প্রসন্ন হাস্যে অরু বলিল "কুণ্ঠার প্রয়োজন নাই। আমার চোখ নেই, কিন্তু কাণ আছে। ঝি চাকর মহলে সর্দ্দারের কথা নিয়ে হৈ হৈ হচ্ছে, অতএব তার হুকুমদাতার খবরও অপ্রকাশ নেই। আমি সব শুনেছি।"

স্বামীর এ শ্রেণীর ঘৃণ্য আচরণকে, শ্রদ্ধাবহ বীরত্ব ভাবিয়া গর্ব্বে গৌরবে আটখানা হইবে, অরু সে শ্রেণীর নির্ব্বোধ মেয়ে নয়। তবু তার এ সময় এতখানি প্রফুল্লতা দেখিয়া দিদি ও জামাইবাবুর ধাঁধা লাগিল। এ বলে কি? স্বামীর কদর্য্য নীচতার সব সংবাদ শুনিয়াও সে স্ফূর্ত্তি প্রফুল্ল!...... অরুর সচেতন মনটা কি সহসা অচেতন অসাড় হইয়া পড়িল?

শান্তভাবে রজনীবাবু "কি শুনেছ বল?

"সব—সব। এবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আজ কদিন থেকে আমি একান্ত প্রাণে প্রার্থনা করেছি—"হে ভগবান, কপটতার মুখোসটি খুলে দাও। ওঁর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে সবাইকে দেখাও।" ভগবান সে প্রার্থনা শুনেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের সব সংশয়—এবার ঘুচেছে ত?"

ঘুচিয়াছে বটে। তবু স্ত্রীর মনে আঘাত লাগিবার ভয়ে, তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রজনীবাবু নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। দিদি বেদনা ভরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "উঃ, প্রতাপের হাতে তোকে দিয়ে,—জ্যাঠামশাই তোর কি শত্রুতাই করে গেছেন!—"

শান্ত হাস্যে অরু বলিল "পশ্চাত্তাপ বৃথা। সে কথা যাক। জামাই-বাবু, বলুন—আপনার এখন কর্ত্তব্য কি ?—"

"তুমিই বল, কি করা উচিত ?

"লোক-নিন্দার ভয়ে আপনি আইনের সাহায্যে অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এরপর আমাদের দু-জনকে দূর করে দিতে আর তো কোন বাধা নাই।"

"তোমাকেও ?"

"হাঁ নিশ্চয়।—এবং আজকেই।"

"তোমার দোষ কি ?"

সবিদ্রূপ হাস্যে অরু বলিল "আমি তাঁর সহধর্ম্মিনী যে!—"

এমন অবস্থায়ও অরু হাসিতে পারে? স্বামী স্ত্রী উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া অরুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অরু বলিলেন "লোকচক্ষে এই সম্পর্কটা ছাড়া আর স্বতন্ত্র সত্তা আমার নেই। বিনা দ্বিধায় তাই সইলাম। কিন্তু পৃথিবীতে যখন কেউ কারুর নয়,—এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্ম্মফল ভুগছে, তখন আমার-ই বা কিসের দায়? মাথা ব্যথা, মনস্তাপকে আর আমল দিতে রাজী নই। আমি এবার 'মোরিয়া'! বিদায় দিন।"

"কেন ?"

"আপনাদের সংস্রব ছেড়ে, দূরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, যথাশাস্ত্র—নাঃ! বলাটা ভুল হোল। শাস্ত্র অধর্ম্মাচারীকে সমর্থন করে না। বরঞ্চ বলা উচিত—'যথা-সমাজ' সহধর্ম্মিনীত্ব পালন করব।"

রজনীবাবু নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় সিগারেট ধরাইতে মনোযোগী হইলেন। কথা কহিলেন না।

দিদি রুদ্ধশ্বাসে থানিক শুদ্ধ থাকিয়া সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "প্রতাপের সঙ্গে যেতে চাস? গিয়ে কোথা থাকবি?"

"আমার বাপের ভিটে আছে। ওঁরও পৈতৃক ভিটে আছে, বাগান আছে। যেখানে হোক গিয়ে আড্ডা নেব।"

১১

স্বামী স্ত্রী উভয়েই নির্ব্বাক। দু-জনের মনের ভিতর যুগপৎ শত দুশ্চিন্তার ঝড় বহিতেছে, স্পষ্ট বোঝা গেল।

অরু বলিল "সেখানে গিয়ে টিকতে পারব কি না,—শান্তি পাব কি না,—কোন প্রশ্ন করবেন না। কোন বাধা তুলবেন না। সোজাসুজি—এক কথায় বিদায় দিন। দিদি—তুমিও।"

দিদি ভয়ে ভয়ে বলিলেন "কিন্তু, প্রতাপ তো ওই মানুষ। যদি তোকে খুন করে?"

নির্ভীক হাস্যে অরু বলিল "মরণকে একদিন ভয় করেছিলাম, যখন মা, বাবা বেঁচেছিলেন। এখন আমি বে-পরোয়া। তবে ভয় নাই, নিজের প্রাণের উপর ওঁর যথেষ্ট দরদ আছে। ফাঁশি কাঠকে ভয় করেন। দগ্ধে দগ্ধে মারবার সুযোগ থাকতে অমন নির্বুদ্ধিতা করবেন না, সে ভরসা আছে।"

রজনীবাবু বলিলেন "ভাল কথা। কিন্তু তুমি বিদায় সম্ভাষণ করতে এলে,—প্রতাপের ইঙ্গিতে না কি?"

"নিশ্চয়। আপনারা দোতলায় আসতেই, ঝিকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। দুয়ারের কাছে গিয়ে দেখা করলুম। বল্লেন তিনি যা বীরত্ব করেছেন তারজন্য গ্রামশুদ্ধ লোক জয় জয়কার দিচ্ছে—"

রজনীবাবু এবার সামলাইতে পারিলেন না। হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "গ্রামশুদ্ধ মানে? বীরভদ্রবাবু?"

"সম্ভব। যাই হোক, হুকুম হোল—'রজনীবাবু সে বীরত্বের মর্য্যাদা বুঝলেন না। পরের কাণ-ভাঙানিতে তিনি রেগে গেলেন। অতএব আজই উনি আমাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যাবেন।' আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে বিকাল পর্য্যন্ত সময় দিয়ে গেছেন।"

"গেছেন? কোথায়?"

"বীরভদ্দর বাবুর বাড়ীতে। আজ সেখানে খাসি কাটা হয়েছে। ভোজের নিমন্ত্রণ। বলে গেলেন ঠিক তিনটার সময় গাড়ী নিয়ে আসবেন। আমি যেন টাকা কড়ি আপনাদের কাছে বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকি। এসেই আমাকে নিয়ে যাবেন।"

রজনীবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন "হুঁ। প্রতাপের আসল দরকার এখন কাকে? তোমাকে, না তোমার টাকাকে?"

"প্রাঞ্জল ভাষায় সেটা ব্যক্ত না করাই ভাল। বুদ্ধিমান মানুষ আপনি,—বুঝেছেন ঠিক। কিন্তু সমস্ত টাকা হাতে পড়লে রক্ষা থাকবে না। তিনদিনে উড়িয়ে দেবেন।—অতএব বলতে হবে, সমস্ত টাকা এখন আপনার হাতে নেই। উপস্থিত আমাদের সংসার পাতবার জন্যে একশো টাকা দিচ্ছেন—পরে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে দেবেন।—"

রজনীবাবু সাগ্রহে বলিলেন "কুড়ি কেন? প্রতাপ যদি সংপথে থাকে, আমি চল্লিশ টাকা করে মাসে মাসে—নিজে পকেট থেকে দেব!"

বাধা দিয়া অরু বলিল "অসৎ প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাতে? মাফ করবেন। তাহলে শত্রুতা করা হবে। ওই কুড়িই ভাল?"

রজনীবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "বেশ, তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলুম। তুমি যখন যেতে চাইচ আমরা বাধা দেব না। ভগবান করুন, তোমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় হোক, প্রতাপের মতি গতি ফিরে যাক্। কিন্তু বলে রাখছি।—যদি উৎপীড়িত হও,—যদি সেখানে টিকৃতে না পারো—তোমার দিদির এই বাড়ী রইল। যখনি তুমি আসবে, এখানে সসম্মানে আশ্রয় পাবে।"

অরু বলিল "এই আদেশটুকুই যথেষ্ট। সসম্মানে আশ্রয় পাবার ঠাঁই আমার আছে, এটুকু টের পেলে উনি হিংসায় অশান্তি ভোগ করবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিকার হাতছাড়া হবার ভয়ে বোধ হয়—অসম্মান উৎপীড়নের মাত্রা একটু কম্‌লেও কম্‌তে পারে। ভাত তরকারি জুড়িয়ে যাচ্ছে। এখন খাবেন চলুন।"

বাড়ীশুদ্ধ সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইল।

অরু ক্ষিপ্রহস্তে নিজের জিনিস পত্র গুছাইয়া লইল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা তখন আড়াইটা।

প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনাভরে অরু এতক্ষণ শক্তির অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করিয়া, মনকে প্রফুল্ল রাখিয়াছে, দেহকে সবল রাখিয়াছে। এবার আর পারিল না। প্রবল অবসাদ ভরে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গুলিকে প্রতাপের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে রক্ষা

করিবার জন্য,—সে নিজে আজ কাহার সঙ্গে কোন অনিশ্চিতের অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতে চলিয়াছে, সে মর্ম্মান্তিক রহস্য জানেন শুধু অন্তর্যামী। আর কেহ নয়। কিন্তু তবু,—আত্মপ্রকাশ করা চলিবে না। নিজের ভয়, ভাবনা, উৎকণ্ঠা সব কিছুকে নিঃশব্দে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহাঁদের চোখের সামনে আছে, নিজের মনের দৃঢ়তা ও মুখের প্রফুল্লতা বজায় রাখিতে হইবে ;

উঃ, এই বাকী আধঘণ্টা কাটে কিরূপে ?

দিদি ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া কাছে বসিলেন। বিষণ্ণভাবে বলিলেন "অরু, তোর জামাইবাবু পাঁজি দেখলেন। আজ বিকালেও দিন ভাল আছে, কাল সকালেও। প্রতাপ এমন রাগারাগি করে তোকে নিয়ে যাবেন, এটা আমার ভাল লাগ্‌ছে না। প্রতাপ এলে তুই বুঝিয়ে বল, আমিও বল্‌ব—আজ রাতটা থেকে কাল সকালে—"

ম্লানভাবে হাসিয়া অরু বলিল "এখনো চিন্‌লে না তাঁকে ? একটু অনুগ্রহের ফলে এখনি বিশ পঁচিশ হাজার টাকার দাবি হাজির হবে। এই যে আজই নিয়ে যাবার নোটিশ,—এ একটা চাল্। তোমরা আমাকে স্নেহ কর, ঠিক জানেন—স্নেহের খাতিরে তোমরা স্তুতি মিনতি করে এই হঠাৎ যাওয়াটা রদ বদল করতে চাইবে। তখন মারণাস্ত্র প্রয়োগ করবেন। মাধুর্য্যভাব ছেড়ে,—প্রকাশ হবে ঐশ্বর্য্যভাব,—টাকার দাবি।—"

"সে তখন দেখা যাবে।"

"শুধু তাই নয়। এক রাত্রের মধ্যে অনেক অনর্থ ঘটাবার ক্ষমতা ওঁর আছে। ভবতারণ দাসের কথা মনে কর। কাল এমন সময় কে জান্‌ত—যে রাতারাতি সে সপরিবারে এমনভাবে উৎপীড়িত হবে ?"

সত্য বটে। দিদির অন্তরে অন্তরে আতঙ্কের শিহরণ বহিয়া গেল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া তাঁহাকে এখানে বাস করিতে হইতেছে! স্বামী?...আগে ভরসা ছিল, প্রতাপ তাঁহাকে খাতির করিয়া চলে। এখন সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। ভবতারণের ব্যাপারে প্রমাণ হইয়াছে, প্রতাপ তাঁহাকে ত অগ্রাহ্য করেই—বিশ্বস্ত ভৃত্যকেও বিশ্বাস-ঘাতক করিবার ক্ষমতা রাখে!

তা ছাড়া রজনীবাবু নিজেও ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়াছেন। নালিশ করিয়া উহাদিগকে জেল খাটাইবার পরামর্শ ভবতারণকে দিয়াছেন।... হউক, ইহা তাঁহার নিষ্কপট ন্যায় পরায়ণতা। প্রতাপ শ্রেণীর মানুষরা এ ন্যায়ের মর্য্যাদা বোঝে না। উহারা ন্যায়ের বিরুদ্ধে চির বিদ্রোহী। অন্যায়ের পথে চলিতে—বাধা পাইলে উহারা হিংস্র জন্তুর মত প্রতি-হিংসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

তা ছাড়া এখন ত রাগারাগির পালা। পূর্ব্ব হইতে,—ঠাণ্ডা মাথায় প্রতাপ যে সব সাংঘাতিক মতলব অরু ও রজনীবাবুর বিরুদ্ধে স্থির করিয়া রাখিয়াছে,—সেগুলি উপেক্ষার নয়।

দিদি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

একখানা হিসাবের খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রজনীবাবু ঘরে ঢুকিলেন! তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি দেখা গেল।

দিদি বিষাদ ভরে বলিলেন "হ্যাঁগা, প্রতাপ আজই অরুকে নিয়ে যাবে? তোমারও এই মত?"

তিনি উত্তর দিলেন "যার কাণ্ডজ্ঞান বলে কোন জিনিস নেই, তাকে না ঘাঁটান-ই ভাল। প্রতাপের আহম্মকি ছাখো। শ্রাদ্ধের দান—তাও নিয়ে জোচ্চুরি! বারোয়ারি ব্যাপারে দানের জন্যে ওর হাতে তিনশো টাকা দিয়েছিলাম। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দান করে, বাকী সমস্ত টাকা—"

পাংশু মুখে অরু বলিল "নিজে নিয়েছেন?"

সে প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া রজনীবাবু বলিলেন "আজ তদন্ত করে জানলাম, যার নামে যা খরচ লেখা হয়েছে, তারা তার সিকির সিকিও পায় নি। তা ছাড়া তিনটে ভুয়ো ক্লাবের নামে খরচ লিখে মোটা টাকা উড়িয়েছে,—যে ক্লাবের অস্তিত্বই পৃথিবীতে নেই! দেখে হাসব, না রাগ করব? আশ্চর্য্য ওর প্রবৃত্তি!"

দৃঢ়স্বরে অরু বলিল "আপনারা আশ্চর্য্য হোন, আমি হব না। আমার টাকা থেকে একশো টাকা আমায় দিয়েছেন, আর ওই আড়াই-শো কেটে নিন্। যার যা ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিন।—"

হাসিয়া রজনীবাবু বলিলেন "বাঃ, তুমি দণ্ড দেবে কেন? ব্যবসা করবার জন্যে প্রতাপকে কিছু দান করব মনে করেছিলাম, ধরো ওটা সেই দান। বারোয়ারির টাকা আমি আলাদা মিটিয়ে দেব।—"

"ওঁকে আর একটি পয়সাও দেবেন না। এই অনুরোধটি রাখবেন।"

"পয়সার সদ্ব্যবহার যে জানে না, তাকে পয়সা দেওয়া মূর্খতা। তবে তোমাকে বলে রাখছি, যখনি দরকার হবে তোমার দিদিকে জানিও, সঙ্কোচ কোর না।"

অরু ক্লান্ত হাস্যে বলিল "চুপ করুন। এ কথা যেন ওঁর কাণে না যায়। তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। আমি আপনাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের যন্ত্র হয়ে দাঁড়াব।"

চাকর আসিয়া বলিল "মাসিমা, মেসোমশাই গাড়ী নিয়ে এসেছেন। আপনার জিনিস পত্র নিয়ে শীগ্রি যেতে বললেন।"

অরু নিজের বিছানা বাক্স মোট ঘাট দেখাইয়া বলিল "এগুলো গাড়ীতে তুলে দাও।"

দিদি ও জামাইবাবুকে প্রণাম করিয়া, বাড়ীর আশ্রয়ভুক্ত সকলের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া, অরু অশ্রু সজল নয়নে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। দিদি জামাইবাবু এবং বাড়ীর সকলে তাহার সঙ্গে গাড়ীর কাছে আসিলেন।

প্রতাপ গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়াছিল। রজনীবাবুকে দেখিবামাত্র সজোরে মুখ ফিরাইয়া, দ্রুতপদে গিয়া মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখে অন্য দিকে চাহিয়া, গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীবাবু গম্ভীর, নিশ্চুপ।

"গাড়ী মোড়ের মাথায় পৌঁছিলে প্রতাপ গাড়ীতে উঠিল। ইঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এতদিন যাঁহাদের আশ্রয়ে রহিল,—কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, বিদায়কালে সৌজন্য শিষ্টাচারের অনুরোধেও তাঁহাদিগকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিল না।

গাড়ীতে উঠিয়া প্রতাপ দাঁতে দাঁত ঘসিয়া সক্রোধে রজনীবাবুর উদ্দেশে গালি বর্ষণ সুরু করিল—"নচ্ছার, ছোটলোক—"

—অর্থাৎ সে নিজে অতি মহৎ—ভদ্রলোক। অরু নীরব। চোখের জল মুছিয়া, স্থির হইল।

বহুক্ষণ বহুবিধ ছন্দে গালি বর্ষণের পর, গায়ের জ্বালা বোধ হয় কিছু কমিল। হঠাৎ থামিয়া প্রতাপ বলিল "তোমার টাকা আদায় করে এনেছ ত ?"

অরু সংক্ষেপে বলিল "হুঁ।"

"ব্যস্, আর ওই ছোটলোকগুলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইল না। জীবনে তোমাকে আর এ-মুখো হতে দিচ্ছি না। একবার পয়সা হলে হয়, তারপর ওদের দেখে নেব।—"

অরু তথাপি নিশ্চুপ।

প্রতাপ গর্জ্জিয়া বলিল "শুনতে পাচ্ছ না? কথার জবাব দাও। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল ত?"

অরু জবাব দিল "যেদিন কাকিমা গেছেন, সেইদিন চাকরিও ঘুচেছে, সম্পর্কও চুকেছে। এ নিয়ে রাস্তার মাঝে চেঁচামেচি না করাই ভাল। গাড়োয়ানটা কি মনে করবে?"

যুক্তিটা প্রতাপের মন্দ লাগিল না। শান্ত হইল। একটু ভাবিয়া বলিল "চাকরির জন্যে কারুর খোসামদ করব না। তোমার বাবার বাড়ীটা বিক্রি করে হাজার দুই আড়াই টাকা পাব। সেই টাকায় নিজের গ্রামে বসেই আমি ধানের ব্যবসা করব, বুঝলে?"

অধিকতর শান্তভাবে অরু বলিল "খুব ভাল কথা।—"

প্রতাপ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "ব্যবসায় আমি নিশ্চয় লাভ করব। তখন অমন কত বাড়ী তৈরী করতে পারব।—"

"বেশত। খদ্দের ঠিক কর।"

নিজের পৈতৃক ভিটায় পৌঁছিয়া প্রতাপ জন মজুর ডাকিয়া বাড়ী পরিষ্কার করাইল। মিস্ত্রী মজুর লাগাইয়া ঘর দুয়ার মেরামত করাইল।

অমিত ব্যয়িতার সঙ্গে প্রতাপ গৃহস্থালীর জিনিস পত্র কিনিতে লাগিল। অরু বাধা দিয়া বলিল "অত খরচ করলে সংসার চালাতে পারব না।"

"পারব না মানে? তোমার হাতে ত হাজার টাকা আছে।—"

অরু সসঙ্কোচে নিবেদন করিল, মাত্র একশো টাকা সে লইয়া আসিয়াছে। হাতে না থাকায় বাকী নয়শত টাকা তাঁহারা দিতে পারেন নাই। মাসে মাসে তাহা পাঠাইবেন।

রাগিয়া প্রতাপ বলিল "তাহলে সে টাকা বাজেয়াপ্ত হোল।"

তাঁরা সে মানুষ নন। শয়তানকেও তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত করেন না। সিমলে গিয়ে তুমি ব্যবসা করবে বলে হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তা আমাদের যাওয়া হোল না ত। কিন্তু শ্রাদ্ধের তহবিল থেকে তুমি না-বলে আড়াইশো টাকা নিয়েছ—"

সদর্পে প্রতাপ বলিল "নিয়েছি ত নিয়েছি। বেশ করেছি! ধরতে পেরেছে কেউ?"

"পেরেছেন বই কি।"

অরু সরল ভাষায় রজনীবাবুর মন্তব্য ব্যক্ত করিল।

প্রতাপ রাগভরে জুতা পায়ে দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। চারদিন তাহার দেখা পাওয়া গেল না।

জ্ঞাতি প্রতিবেশীগণ প্রতাপকে বিশেষ আমল দখল দেন নাই। সকলেই সাধ্যপক্ষে তাহার সংস্রব এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু মেয়ে মহলে প্রায় সকলেই অরুকে স্নেহ-প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল। প্রায়ই সকলে অরুর কাছে আসা যাওয়া করিত, খোঁজ খবর লইত। তাহাদের কাছে কথা প্রসঙ্গে অরু খবর পাইল, শ্বশুরের বাড়ী বিক্রয়ের জন্য খরিদ্দার ঠিক করিতে প্রতাপ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

উৎকণ্ঠা দমন করিয়া অরু শান্ত ধৈর্য্যে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্ব্বান্ধব পুরীতে একা রাত্রে থাকা অসম্ভব। জ্ঞাতি প্রতিবেশী গৃহিণীদের বলিয়া-কহিয়া দুইটি মেয়েকে রাত্রে আনিয়া কাছে রাখিতে লাগিল।

পঞ্চম দিনে প্রতাপ আসিল। বিনা ভূমিকায় বলিল "বাড়ীর খদ্দের ঠিক হয়েছে। লেখাপড়া হয়ে গেছে। কাল তোমাকে রেজিষ্ট্রি অফিসে যেতে হবে।"

অরু বিনা দ্বিধায় প্রস্তুত।

দুই হাজার টাকায় বাড়ী বিক্রয় হইল।

টাকা হাতে পাইয়া প্রতাপ পরম সন্তুষ্ট। স্ত্রীর প্রতি সহসা তাহার প্রীতির তুফান উথলিয়া উঠিল। পাড়া প্রতিবেশীরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল অরুর অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। উৎপীড়িতা পত্নীকে প্রতাপ সসম্মানে ভালবাসিতেছে, তাহার জন্য ভাল ভাল কাপড় ও ছোটখাট গহনা গড়াইতেছে। এমন কি সাংসারিক কাযে অরুর শ্রম লাঘবের জন্য ঝি, চাকর, রাঁধুনী পর্য্যন্ত রাখিয়াছে।

কিন্তু যাহার জন্য এত আড়ম্বর, সে—অর্থাৎ অরু প্রতাপচন্দ্রের দরাজ হাতে ব্যয়ের বহর দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সসঙ্কোচে বলিল "করছ কি? নিয়মিত উপার্জ্জন থাকলে, এগুলা সাজত। সঞ্চয় ভেঙে এমনভাবে টাকা উড়ালে ক'দিন চলবে?"

প্রতাপ সজোরে বলিল "আমি বুঝেছি তাই খরচা করছি। তুমি চুপ করে থাক।"

অরু বুঝিল,—জীবনে তাহার একটি মাত্র দায়িত্ব আছে,—সেটা চুপ করিয়া থাকা।

চুপ করিয়াই রহিল। কিন্তু দুশ্চিন্তা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অশান্তি বাড়িতে লাগিল। অরু আত্মপ্রশান্তি রক্ষার জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিল। দায়ে ঠেকিয়া, সাংসারিক কর্ত্তব্য যতটুকু করিতে হয়, করিত।—তার বেশী নয়।

প্রতাপ নিজের বাটী-সংলগ্ন বাগান সাফ করাইয়া তার কতকটা জায়গা লইয়া ঘর দুয়ার তৈরী করাইল। আড়ম্বর করিয়া সেখানে ধানের আড়ত খুলিল। বছর দুই বেশ তেজের সহিত ব্যবসা চলিল। প্রচুর লাভ হইল।

প্রতাপ নিজেকে আর ঠিক রাখিতে পারিল না। পূর্ব্ব জীবনের কদভ্যাস আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আবার মদ চলিল। প্রসাদপ্রার্থী অসৎ বন্ধু-বান্ধব জুটিল। টাকার তহবিল দ্রুত শূন্য হইতে লাগিল।—

যত্ন, তদারক, তদ্বির তাগাদার অভাবে ব্যবসা মাটী হইতে লাগিল। অরু উদ্বিগ্ন হইয়া একবার সতর্ক করিল। দুইবার সতর্ক করিল। তৃতীয়বারে প্রতাপ চোখ রাঙাইয়া বলিল "নিজে গিয়ে ব্যবসা দেখ্‌তে পারো ত ছাখো। নইলে চুপকরে থাক।"

নিজে দেখিবার নয়। অগত্যা চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

পার্ব্বত্য নদীতে বন্যা আসিলে,—উন্মত্ত উত্তেজনায় আছড়াইয়া ঘুরপাক খাইয়া সবেগে ধাবমান জলস্রোতের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মণ বালুকণা অনায়াসে নিশ্চিহ্নরূপে মিশিয়া আবেগভরে ছোটে। কিন্তু স্রোতের টান কমিলে

তাহারা নিজের ভারে থিতাইয়া, জলের নীচে পড়ে। স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

স্বামীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া,—একাত্মা হইয়া, জীবন-স্রোতে ভাসিয়া যাইবার ঐকান্তিক আগ্রহ,—অরুর কিশোর-জীবন হইতে প্রাণে বদ্ধমূল ছিল। তারুণ্যের মত্ত আবেগে, সাংসারিক স্বার্থের খরস্রোতের টানে—এক সময় মিশিয়াছিলও বেশ ভালরূপে। কিন্তু অরুর ভাগ্যদোষে, তথা প্রতাপের বুদ্ধি-দোষে দিনের পর দিন—আঘাতের পর আঘাতে, সব বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। অরুর সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে দুপায়ে দলিয়া, নৈতিক চেতনাকে তীব্র আঘাতে যন্ত্রণা-জর্জ্জর করিয়া, দুর্নীতিপরায়ণ প্রতাপ, অরুর হৃদয়টা পিষিয়া গুঁড়াইয়া দিয়াছে। মনটা ভাঙিয়া দিয়াছে। কদাচার মত্ত প্রতাপ অভ্যাসের টানে নীচ পথে গড়াইয়া চলিল—। হতাশা ক্লান্ত অরু অনাসক্তির মাঝে স্থিরতা লাভ করিল।

পঞ্চ বৎসর ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। পাওনাদারগণের প্রাপ্য প্রতাপ যেখানে পারিল, ফাঁকি দিল। যেখানে পারিল না,—অর্থাৎ যাহারা নিতান্তই আইনের সাহায্যে গলা টিপিয়া আদায় করিল, তাহাদের প্রাপ্য মিটাইতে আড়তের ঝড়তি পড়তি মাল বেচিল। পাওনাদারের দাবী মিটাইয়া, নগদ চৌদ্দ টাকা সাড়ে সাত আনা অরুকে দিয়া প্রতাপ জানাইল, —ব্যবসায়ের গ্রাস হইতে মাত্র ইহাই বাঁচিয়াছে।

অরু নির্ব্বাক।

বস্তুতঃ সংবাদটা সত্য নয়। পরের টাকা আত্মসাৎ করিবার ব্যাপারে প্রতাপ জীবনে কখনও ভুলিয়া সত্য কথা বলে নাই, আজও বলিল না। প্রকৃতপক্ষে সে দুইশত টাকা, নিজের পকেটে রাখিয়া দিল।

পরদিন বিছানা বাঁধিয়া স্যুটকেস গুছাইয়া, চাকরির চেষ্টায় প্রতাপ কলিকাতা গেল।

ছোট দরের চাকরি করা প্রতাপের সাধ্যাতীত। মাস দুই ধরিয়া সে বড় বড় চাকরির চেষ্টা করিল। পূর্ব্ব জীবনের পরিচিত বড়লোক বন্ধুদের মোসাহেবি করিল, উমেদারি করিল। কিন্তু প্রতারক প্রতাপের কোথাও অন্ন সংস্থান হইল না।

উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার আঘাতে এবার প্রতাপের চিত্তের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সে বিভ্রান্ত হইয়া সাইনবোর্ড দেখিয়া, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী গণকদের দ্বারস্থ হইতে লাগিল। বারোজন গণক তাহার বারো রকম ভবিষ্যৎ ফল নির্দ্দেশ করিলেন এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য মোটা টাকার দ্রব্যাদির ফর্দ্দ দিলেন।

প্রতাপ হিসাব করিয়া দেখিল, ততগুলা টাকা সংগ্রহ করা আপাততঃ অসম্ভব। কূটবুদ্ধি জাগিল। ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।

মনের মত পাত্র জুটিল প্রতাপের চেয়েও বেশী ধাপ্পাবাজ, অল্প শিক্ষিত, কিন্তু অতি ধড়িবাজ একজন দৈবজ্ঞ সাড়ম্বরে জানাইল 'প্রতাপের কপালে সে রাজদণ্ড দেখিতেছে। শান্তি স্বস্ত্যয়নের জোরে গ্রহ-বৈগুণ্য সংশোধন করিয়া প্রতাপকে সে নিশ্চয় লক্ষপতি করিয়া দিবে।'

প্রতাপ বলিল 'আমার গ্রামে চলুন। আমার বাড়ীতে বসিয়া স্বস্ত্যয়ন করিবেন। আমি বলিয়া কহিয়া চার পাশের সমস্ত গ্রামে আপনার এমন প্রসার প্রতিপত্তি জমাইয়া দিব যে……ইত্যাদি।'

চাল চুলা হীন দৈবজ্ঞ মহাশয় প্রতাপের ভাগ্যোন্নতির ছুতায় নিজের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইলেন।

শুভ দিন ক্ষণ দেখিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে দৈবজ্ঞকে সঙ্গে লইয়া প্রতাপ আসিয়া গ্রামে পৌছিল।

১৩

প্রতাপের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মধ্যে যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই অল্প বিস্তর পরিমাণে অমার্জ্জিত, বর্ব্বর, উগ্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে না ছিল সদ্ভাব, না ছিল শান্তি। দলাদলি, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, গ্রাম্য-কলহ প্রায় লাগিয়া থাকিত। মামলা, মোকদ্দমা লাঠালাঠিরও ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু অন্য গোষ্ঠির যে সকল মেয়েরা বধূরূপে এ গোষ্ঠিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ছিল, ভিন্ন ভিন্ন রূপের। বিশেষতঃ যাহাদের বয়স ছিল অল্প, তাহাদের চিত্ত ছিল কোমল ও স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ। জেল ফেরৎ আসামীর স্ত্রী হইলেও, দুর্দ্দশা-নিপীড়িতা শান্ত— নিরীহ অরুকে তাহারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিত।

প্রতাপ যখন অরুকে অসহায় অবস্থায় একা রাখিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন মেয়েরা কেহ কেহ আসিয়া প্রথম প্রথম খোঁজ খবর লইল বটে,— কিন্তু এ-হেন বিপজ্জনক আবেষ্টনের মধ্যে এ শ্রেণীর অক্ষম সহানুভূতির মূল্য কতটুকু? চারিদিকে বর্ব্বর উদ্ধত জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মধ্যে যে ভয়াবহ হিংসা বিদ্বেষের উষ্ণ-ঝড় বহিতেছে, তার উত্তাপের আঁচ হইতে আত্মরক্ষার পথ নাই। যতই শান্ত নির্লিপ্ত থাকা যাক, দৈবাৎ একপক্ষের শুভদৃষ্টিতে পড়িলে, প্রতিপক্ষের কোপদৃষ্টির লক্ষ্যঃস্থল হওয়া অনিবার্য্য।

অচিরাৎ অরুর ভাগ্যেও সে অবস্থা উপস্থিত হইল। দলাদলির উত্তেজনা-পরায়ণা, প্রবীণা গৃহিণী মহলের মেজাজের উত্তাপ, নিরতিশয়

অকারণে অরুর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অরুর চিত্তের নিভৃত শান্তিটুকু বিপন্ন হইয়া উঠিল।

জেল ফেরৎ দাগী আসামীর স্ত্রী বলিয়া, উপার্জ্জন-অক্ষম অপদার্থ স্বামীর স্ত্রী বলিয়া,—স্বামীর নির্য্যাতন, নিষ্পীড়ন, কটূক্তি অপমানের পাত্রী বলিয়া,—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে বলিয়া, বহুবিধচ্ছন্দে বাচনিক অত্যাচার চলিল। যে হেতু পূর্ব্বে প্রতাপের অরক্ষিত বাগানটায় গরু ছাগল চরাইবার, ফল মূল ভোগ দখল করিবার, অবাধ স্বাধীনতা অনেকের ছিল। প্রতাপ ধানের আড়ৎ খুলিয়া সেটার চারিদিকে প্রাচীর ঘিরিয়া লইয়াছে। প্রতাপ সশরীরে সামনে বিদ্যমান থাকায় এতদিন রাগ প্রকাশের সাহস হয় নাই। এবার অসহায় অরুর উপর প্রতিহিংসা সাধন চলিল।

রাঁধুনী, চাকরকে, ধানের ব্যবসা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরু বিদায় দিয়াছিল। হাট বাজার, ও বাসন মাজার জন্য একটি মাত্র রাখিয়াছিল। তাহাকে নানারূপে প্রলুব্ধ করিয়া দিনকয়েক পরে জ্ঞাতিগণ ভাঙাইয়া লইলেন।

কিন্তু উপায় নাই। উপার্জ্জন চেষ্টা ছাড়িয়া প্রতাপ তাহাকে আগলাই-বার জন্য ঘরে বসিয়া থাকিবে, এ যুক্তি সমীচীন নয়। তার চেয়ে এ যন্ত্রণা ঢের ভাল।—ঘরে আলু আছে, চাল আছে,……চলিয়া যাইবে।

বার বার মনে পড়িত একমাত্র শান্তির আশ্রয়, দিদিকে! কিন্তু প্রতাপের উপদ্রব ভয়ে সে আশ্রয়টির দিকে তাকাইতেও সাহস হয় না।……আহা, তাঁহারা সুখে শান্তিতে থাকুন। নিজের দুঃখের জ্বালায় তাঁহাদের জ্বালাতন করা স্বার্থপরতা, নীচতা!

অরু তাঁহাদের কিছু জানাইল না।

অরুর মন হতাশার চরম সীমায় উপস্থিত হইল। পার্থিব ব্যাপারে দিনের পর দিন প্রবল অনাসক্তি আসিয়া পড়িল। একান্ত ব্যাকুলতায় সে পরম নির্ভরতার সঙ্গে ভগবানের উদ্দেশে জানাইতে লাগিল,—"হে পরমেশ্বর, বিনা অপরাধে যত শাস্তি আসে, আসুক। জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া তাহা মানিয়া লইবে। কিন্তু যথার্থ অপরাধ করিবার দুর্ভাগ্য হইতে তাহাকে রক্ষা কর। ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে তাহাকে অটল রাখ।"

এমনই নিঃসহায় অবস্থায় প্রায় দুই মাস কাটিল।

সেদিন দুপুরে আহারান্তে অরু যখন কুয়াতলায় বসিয়া বাসন মাজিতে-ছিল, তখন অকস্মাৎ শান্তি দিদির বুড়া গমস্তা রায় মশাই, "অরু দিদিমণি" বলিয়া হাঁক দিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ঝি হরির মা এবং শম্ভু চাকর মোট ঘাট ঘাড়ে লইয়া বাড়ী ঢুকিল।

অরু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "এ কি, হঠাৎ তোমরা এলে ? খবর সব ভাল ?"

রায় মশাই বলিলেন "প্রতাপবাবু কলকাতা গেছেন, আপনি একা এখানে রয়েছেন, খবর পেয়ে বাবু এদের আপনার কাছে থাকবার জন্তে পাঠালেন।"

অরুর মুখ শুকাইল। এ কি বিপদ! স্বল্প আয়ে নিজেদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন,—আবার দাস দাসী! ইহাদের খোরাক, পোষাক, মাহিনা সে যোগাইবে কোথা হইতে ?

রায় মশাই ততক্ষণে পুনশ্চ বলিলেন "আটমণ চাল, দু বস্তা আলু, কলাই, মুগ,আর মাসকাবারি বাজার আপাততঃ এনেছি। এগুলো শেষ হয়ে এলে জানাবেন, ফের এনে পৌছে দিয়ে যাব।"

বিমূঢ়ের মত অরু বলিল "কেন ?"

"এরা থাকবে এখানে, খরচ পত্র আছে ত ? আসুন জিনিসগুলা কোথা রাখা হবে, দেখিয়ে দিন।"

একখানা গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিস পত্র আসিয়াছিল। গাড়োয়ান ও চাকরের সাহায্যে সেগুলা ভাঁড়ারে পৌছাইয়া দিয়া রায় মশাই বলিলেন "জিনিস পত্র মিলিয়ে নেন। আজই সিমলেয় দিদিমণিকে একটা চিঠি দেবেন, যে এরা এসে পৌছেচে, জিনিসগুলি পেয়েছেন।"

"কিন্তু এত কাণ্ডের মানে ত বুঝলাম না। আমি এখানে একা রয়েছি, এ খবর তাঁদের দিলে কে ?"

"আমি।"

"জানলে কি করে ?"

"আমি তো প্রায় এ গাঁয়ে আসি। প্রতাপবাবুর রাগ রোষের ভয়ে আপনাদের বাড়ী ঢুকি না, দেখা করি না। দূর থেকে আপনাদের খবর নিয়ে যাই। বাবুর হুকুম, দিদিমণির হুকুম, আপনাদের সব খবর তাঁদের জানাতে হয়।"

অরু অবাক ! মানুষ, মানুষকে এতটা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারে,—এ যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়াও সে ধারণা করিতে পারিতেছিল না।

লজ্জা বোধ হইল, বিন্দুমাত্র প্রতিদান দিবার সামর্থ্য নাই, এত অনুগ্রহ সে গ্রহণ করিবে কোন হিসাবে ?

কিন্তু সে কৈফিয়ৎ দিতে রায় মশাই বাধ্য নহেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী মাত্র।

অরু বিপন্নভাবে চুপ করিয়া রহিল।

গমস্তা নিজের পকেট হইতে শান্তিদেবী ও রজনীবাবুর পত্র বাহির করিয়া অরুকে দিল। পত্রে গমস্তাকে অন্যান্য আদেশের সঙ্গে, অরুর প্রতি

এই উপদেশ ছিল, "যদি প্রতাপ বাড়ীতে আসিয়া হরির মা ও শম্ভু চাকরকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়, তবে অরু যেন তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিদায় করিয়া দেয়। সংসার খরচের জিনিস পত্র শান্তিদেবীর আদেশমত প্রেরিত হইয়াছে, ইহাও যেন প্রতাপ না জানিতে পারে। অরু যেন বলে উহা সে নিজের টাকায় খরিদ করিয়াছে।"

বিষণ্ণ ম্লান মুখে অরু বলিল "কিন্তু আমি যে মিথ্যে বল্‌তে পারি না।"

"অভ্যাস করুন দিদি। বাঁকা-চোরা বুদ্ধির মানুষ নিয়ে যাদের ঘর করতে হয়, সব সময় সত্যি কথা বল্‌লে কি তাদের বাঁচোয়া আছে? গিন্নি-মার অসুখের সময় দেখেছি, কত কথা বলে তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌তেন, প্রতাপবাবুকেও তেম্নি করে ভুলিয়ে দেবেন।"

হায় রে! স্বামী সম্পর্কটা সে যদি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত, তা হইলে স্বামীর হীনতা-দুর্গতিতে সে বুঝি এত তীব্র মর্ম্মব্যথা ভোগ করিত না! প্রতাপের ব্যক্তিত্ব, অরুর পক্ষে যতই পীড়াদায়ক হউক, সম্পর্কটা সে আজও মনে প্রাণে পূজনীয় বলিয়া জানে। প্রতাপের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সে প্রস্তুত, কারণ সে বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য প্রতাপকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করার চেষ্টা। সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছে, অরু প্রচুর লাঞ্ছনা সহিয়াছে, সব সত্য। তবু স্বামীকে মিথ্যা বলিয়া ঠকাইতে আজও তার ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগে, নৈতিক চেতনা আহত হয়। হউক উচ্ছৃঙ্খল, হউক দুরাচার,—হউক নির্দ্দয় শাস্তিদাতা! তবু সম্পর্ক জ্ঞানটা—?

অরু ঠিক বুঝিতে পারে না। হয়ত সে সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের খাতিরে অন্ধভাবে শ্রদ্ধা করে ওই সম্পর্ক-বন্ধনকে। সেখানে নিজের সততা কোন-ক্রমে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না।

কাকিমা রুগ্ন, দুর্ব্বল, শিশুপ্রায় ছিলেন। তাঁহার কাছে মাতৃ জনোচিত কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে বিবেকে বাধে নাই। কিন্তু স্বামীর কাছে সে যে, পত্নী মাত্র!

এ সম্পর্ক ছলনায় বিষাক্ত করিবার নয়, নয়!

অরুকে বিমর্ষ ম্লান অন্যমনস্ক দেখিয়া রায় মশাই অন্য কথা পাড়িলেন। ঝি চাকরকে অরুর তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া, বহুবিধ প্রকারে সতর্ক করিয়া দিলেন। তারপর পুনশ্চ অরুকে প্রশ্ন করিলেন "প্রতাপবাবু প্রায় দু-আড়াই মাস কলকাতায় গেছেন, চাকরি বাকরি কিছু ঠিক হোল?"

"খবর পাই নি।"

"চিঠি পত্র লেখেন তো?"

"সে অভ্যাস তাঁর নাই। বিদেশে যখনই বেরোন, তখনি নিরুদ্দেশ হন।"

"বরাবর?"

"বরাবর।"

"আশ্চর্য্য! আপনি একা এই নির্ব্বান্ধব অবস্থায় কি করে দিন কাটাচ্ছেন, তার খোঁজ পর্য্যন্ত রাখেন না? এই কি সম্ভব?"

অরু ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল "পৃথিবীতে অনেক মানুষের প্রকৃতিতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। এখানে অসম্ভব বলতে কিছু নেই।···যাক গে, এ সব কথা দিদিকে জামাইবাবুকে জানিও না, তাঁরা উদ্বিগ্ন হবেন।"

তারপর সে কথা চাপা দিয়া, শম্ভুকে দিয়া জল খাবার আনাইয়া, অরু অতিথি সংকারে মনোনিবেশ করিল।

রায় মশাই বিদায় লইলেন।

যে অসহায়, অরক্ষিত দৈন্যদশাগ্রস্ত জাতি বধূটার দুই পয়সার সরিষার তেল বা এক পয়সার নুন আনিয়া দিবার পর্য্যন্ত লোক ছিল না, তার ভাগ্যে হঠাৎ প্রচুর জিনিস পত্র সহ দুইটা ঝি চাকর জুটিয়া যাওয়ায় জাতি-শত্রুপক্ষ চমক খাইয়া স্তব্ধ হইল। অরুকে যাঁহারা অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাঁহারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া, অরুর খুড়তুত বোন ও ভগিনী-পতির বদান্ততার প্রচুর সুখ্যাতি করিলেন।

নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের চক্ষে অরু সম্ভ্রমের পাত্রী হইয়া উঠিল।

দিন কয়েক পরে সিমলা হইতে ঝি চাকরের মাহিনা ও অরুর নিজস্ব খরচ বাবদ মোটা টাকার মণিঅর্ডার আসিল।

অরু দুঃখের সহিত হাসিল। কাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইবে?—মানুষের কাছে,—না মানুষের অন্তরে যিনি দয়ারূপে আছেন, সেই কৃপাময় দেবতার কাছে?

মাস খানেক-দেড় নিরুপদ্রবে কাটিল।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া প্রতাপ বাড়ী ঢুকিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সন্ধ্যাহ্নিক, খাওয়া ও থাকার সুবন্দোবস্ত, শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন লইয়া মহা ব্যস্ততায় প্রতাপ সোরগোল বাধাইয়া তুলিল।

রজনীবাবুর উপর যত হিংসা বিদ্বেষ থাক, তাঁহার প্রেরিত লোকজনের উপর প্রথম দৃষ্টিপাতে যতখানি রোষ কটাক্ষক্ষেপে যত পৌরুষই প্রকাশ করা যাক,—দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সেবা যত্ন তদ্বির তদারক, শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফর্দ্দমত হাটবাজার বহিয়া আনায়, দেখা গেল ইহারা ছাড়া গতি নাই।

নিরতিশয় অসন্তুষ্ট চিত্তে প্রতাপ তাহাদের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইল। কিন্তু রজনীবাবু ও শান্তিদেবীর উপর তাহার অর্থহীন ক্রোধ ও হিংসা

ভীষণ মাত্রায় বাড়িল। "বড়লোক আত্মীয়দের স্নেহপাত্রী" বলিয়া অক্রূর উপর রিষের ঝাল ঝাড়িতে লাগিল।

বাগানের আড়ত ঘর সাফ করাইয়া, প্রতাপ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সঙ্গে নিজেরও দিন রাত সেখানে থাকার স্থান স্থির করিল।

মহা সমারোহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন সুরু হইল। ব্যাপারটা ভগবানের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ আরাধনা, উপাসনার পরিবর্তে,—আসুরিক দম্ভপূর্ণ উৎসব-বিশেষে দাঁড়াইল।

গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া, এ-উহার মুখ পানে চাহিতে লাগিল।

শাস্ত্র সদাচারে আস্থাহীন, আজীবন দম্ভভরে অসৎ কার্য্যের উপাসক প্রতাপচন্দ্রকে সহসা একান্ত ব্যাকুলতায়, অন্ধ-বিশ্বাসে শান্তি স্বস্ত্যয়নের আচার অনুষ্ঠানে উদ্‌ভ্রান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়া, বুদ্ধিমান লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল "হোল কি?"

গ্রামের প্রবীণ বৃদ্ধ চাটুজ্যে খুড়ো নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "রাজার আইনকে অমান্য করে, শেষে কনেষ্টবলের রুলের গুঁতোকে পূজা করা হচ্ছে। দেখা যাক, ঘুসের জোরে গ্রহ দেবতারা খুশী হয়ে ঘুঁসি গুটোন কি না?"

মহা আড়ম্বরে কয়দিন ধরিয়া পঞ্চ গ্রহের শান্তি হইল।

কিন্তু লক্ষপতি হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ পকেটে অবশিষ্ট যে টাকাগুলি ছিল, তাও নিঃশেষিত হইল। দৈবজ্ঞের দক্ষিণা বাকী পড়িল।

প্রতাপ বিভ্রান্ত হইল। ব্যাকুল হইল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর পুনশ্চ পাঁজি পুঁথি খুলিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে প্রতাপের কোষ্টিফল গণনা করিয়া বলিলেন "আপনার ধনস্থানের অধিপতি পত্নীস্থানে তুঙ্গী। এ হচ্ছে অর্দ্ধেক রাজত্ব শুদ্ধ রাজকন্যা লাভের যোগ।"

প্রতাপের লালসা-পরায়ণ চিত্তের মধ্যে অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজনন্দিনী লাভের আশা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! নিস্ফল আক্রোশে তক্তপোষে চড় মারিয়া সরোষে বলিল "শ্বশুরব্যাটা ভাঁহা জোচ্চোর ছিল, নেহাৎ ছোটলোক। ঠকিয়েছে আমায়!"

"বিবাহে যৌতুক পেয়েছিলেন কেমন? ধন-রত্ন, ভূসম্পত্তি?—কিম্বা শ্বশুরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে?"

প্রতাপ অম্লান বদনে বলিল "কিছু না। এ স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করব। ···ফের বিয়ে করি, কি বলুন?"

যেন অর্দ্ধরাজ্য সহ রাজকন্যা দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ইঙ্গিত করিলেই, তাহা প্রতাপের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে! শুধু দৈবজ্ঞ ঠাকুরের অনুগ্রহের অপেক্ষা!

হিংসা বিদ্বেষের সঙ্গে প্রচণ্ড লোভ মিশিয়া প্রতাপচন্দ্রের কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল!

চতুর দৈবজ্ঞ অবস্থাটা বুঝিলেন। প্রতাপের ধনস্থান পত্নীস্থান ও বুদ্ধিস্থানে গ্রহ কোপের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া পুনশ্চ বিপুল ব্যয়জনক নবগ্রহ হোমের ফর্দ্দ দিলেন।

লোভে জ্ঞানশূন্য প্রতাপ, "ধারে হাতী কিনিতে" প্রস্তুত হইল। বসতবাড়ী ও বাগান বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিল।

তান্ত্রিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি নিজে যোগাড় করিবেন বলিয়া, দৈবজ্ঞ ঠাকুর এবার সমস্ত টাকা নিজের হাতে লইলেন এবং দুই দফা হোম স্বস্ত্যয়নের পারিশ্রমিক বাবদ মোটা টাকা আগে কাটিয়া লইলেন। তারপর হোমের নামে নানাবিধ শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া, আরও দুইজন তান্ত্রিক সহকারী জুটাইয়া অপরিসীম আড়ম্বরে নবগ্রহ হোম জুড়িলেন।

অরু স্তব্ধ নির্ব্বাক। প্রতাপচন্দ্র কঠোর শাসনে তাহাকে বার বার স্মরণ করাইতে লাগিল—তাহার একমাত্র অধিকার শুধু চুপ করিয়া থাকায় এবং আদেশ মাত্রেই তাহা নিঃশব্দে পালন করায়!

অরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল এবং যথাসাধ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিল। ব্রাহ্মণগণের জল খাবার, হবিষ্যের যোগাড় এবং রাত্রের লুচি তরকারি, ক্ষীর, সন্দেশ তৈয়ার করিবার কাযে নীরবে অর্থ যোগাইতে লাগিল এবং নিঃশব্দে খাটিতে লাগিল।

দিনের পর দিন হোম চলিল। হোমাগ্নিশিখার প্রতি সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রতাপচন্দ্র কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের অপেক্ষা না রাখিয়া মাথা মুড়াইল। গেরুয়া বস্ত্র পরিল। হবিষ্য সুরু করিল। খড়মও বাদ গেল না।

কিন্তু বাহিরের দিকে ধর্ম্মোন্মাদনার হুজুকে প্রাণহীন আচার-নিষ্ঠার ও তামসিক ক্লেশ বরণের আড়ম্বর যতই বাড়িতে লাগিল, অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, লোভ, লালসা, পরশ্রীকাতরতার কলুষ ততই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চিত্তশুদ্ধির অভাবে চিত্তের জড়তা ঘুচিল না, বুদ্ধির মালিন্য মোচন হইল না। বিবেকের নিদ্রা ভাঙিল না।

শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফলে প্রতাপের আভ্যন্তরিক অশান্তি উন্মাদনা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

একদিন কথা প্রসঙ্গে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাছে শুনিল, ভগবান রামচন্দ্রের রাজত্বকালে কাহারও অকাল মৃত্যু ঘটিত না। কিন্তু একজন শূদ্র ঋষির আত্মোন্নতি চেষ্টার তপস্যার ফলে, এক বিপ্র বালকের অকাল মৃত্যু ঘটে। রামচন্দ্র সন্ধান করিয়া—অনাচারটা টের পাইলেন, এবং ঋষিটির শিরচ্ছেদ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ বালক বাঁচিয়া উঠিল।

সংবাদটা শুনিবামাত্র প্রতাপের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল!

সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল, এত যে খরচপত্র করিয়া প্রমত্ত আবেগে শান্তি স্বস্ত্যয়ন চালাইতেছে, তবু কিছুমাত্র সুফল যে ফলিতেছে না, তার কারণ—পাপিষ্ঠা শূদ্রা-নারী, অক্রুর নিভৃত জপ তপ!—

অক্রুর তপস্যা-শক্তির ধাক্কায় দৈবজ্ঞ ঠাকুরের হোম স্বস্ত্যয়ন ফল, হোঁচট খাইয়া মুখ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব সেই জন্যই প্রতাপ লক্ষপতি হইতে পারিতেছে না।

মোহান্ধ প্রতাপ ভাবিয়া দেখিল না যে, যদি প্রাণহীন আচার-নিষ্ঠায় শুধু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিলেই লক্ষপতি হওয়া চলিত, বা অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজকন্যা লাভ করা যাইত, তবে মহাজ্ঞানী দৈবজ্ঞ ঠাকুর নিজের স্বস্ত্যয়ন

করিয়া, করিয়া, নিজেকে সে অবস্থায় উন্নীত করেন নাই কেন? নিজে দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছেন কেন?

কিন্তু এ সব তর্ক, যুক্তির শক্তি তখন প্রতাপের মস্তিষ্কে ছিল না। তাহার মন তখন অন্ধ এক জাত্যভিমানে ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ!

তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধের সহিত প্রতাপচন্দ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, অরুকে শাসাইল। স্পষ্টাক্ষরে জানাইল,—অতঃপর অরু যদি ফের "জপ তপ" করে, তবে প্রতাপ স্বয়ং রামচন্দ্র হইয়া তাহাকে শূদ্র তপস্বীর মত বধ করিবে। অরুর স্বর্গগত পিতা বা পিতামহের সাধ্য নাই, তাহাকে রক্ষা করে!

অরু হতবুদ্ধি হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বহুকাল পূর্ব্বে শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজে উদ্যোগ করিয়া কুলগুরুকে আনাইয়া, প্রতাপের মত লইয়া অরুকে মন্ত্র-দীক্ষা দেওয়াইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া সে নির্ব্বিবাদে গুরুমন্ত্রের উপাসনা করিতেছে। জীবনের বহু বহু দুঃখ দুর্য্যোগ অশান্তির মুহূর্ত্তে এই মন্ত্রের সহায়তায়, শ্রীভগবানে আত্ম-নির্ভর স্থাপন করিয়া, ভক্তিযোগের পথে সে শান্তি পাইয়াছে।

আজ আচম্বিতে এ কি জুলুম!

হায়রে নৈতিক চেতনাশূন্য, যুক্তিহীন বিচার! কোন ধর্ম্ম ইহার ভার সহ্য করিবে? ভ্রান্ত প্রতাপকে কে বুঝাইবে,—মানুষ নিজেই নিজের কর্ম্মফলের নিয়ন্তা। নিজের শান্তি স্বস্ত্যয়নের ক্ষমতা মানুষের নিজের হাতেই আছে, অপরে উপলক্ষ্য মাত্র। কে প্রতাপকে বিশ্বাস করাইবে,— অযথা পরপীড়নকারী, অত্যাচারী, হিংস্র, অধর্ম্মার্জ্জিত ধন ভোগকারীর মঙ্গল সাধন করিতে পারে,—এমন নির্ব্বোধ. উৎকোচগ্রাহী, গ্রহদেবতা কেউ নাই। যাহার আত্মশুদ্ধির তপস্যা নাই, যে নিজের মঙ্গল চায় না,

তাহার মঙ্গল সাধনের সাধ্য,—গ্রহদেবতাগণের নাই, তাহাদের সৃষ্টি কর্ত্তারও নাই।

অত্যাচার পীড়িতা অরু, নিভৃতে অনাড়ম্বরে নিষ্কণ্টকে ভগবৎপদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া,—আত্মিক কল্যাণ চেষ্টায় আহ্নিক পূজায় যে শান্তিটুকু পাইতেছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য প্রতাপ উদগ্র হইয়া উঠিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই মহৎ কার্য্যের দ্বারাই সে লক্ষপতি হইবে, অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজকন্যা লাভ করিবে!

অরু সমস্ত শুনিয়া নির্ব্বিবাদে, অতি শান্তভাবে স্বীকার করিল—সে আদেশ পালনে প্রস্তুত। আসনে বসিয়া আহ্নিক পূজা আর করিবে না।

১৫

বৈশাখ মাস। অসহনীয় গরম পড়িয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, তবু রৌদ্রের উত্তাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

কড়া রোদে মাথা তাতাইয়া, খড়মের খটাং খটাং শব্দে চারিদিক চমকাইয়া প্রতাপ অসময়ে অন্তঃপুরে ঢুকিল। পরিধানে গৈরিক কাপড়, কাঁধে গৈরিক উত্তরীয়। কপালে হোমের ফোঁটা।

কয়দিনের অনিয়মিত পরিশ্রম, অসময়ে অনভ্যস্ত হবিষ্য গ্রহণ, রাত্রি জাগরণ, মানসিক উদ্‌ভ্রান্ততায়, দেহ শীর্ণ হইয়াছে। চোখে মুখে বিরক্তি, অসন্তোষ, ক্ষোভ,—মূর্ত্তিমান অশান্তির আকারে সুব্যক্ত। দৃষ্টি বড় চঞ্চল, বড় অসহিষ্ণু।

আজ হোম শেষ হইয়াছে। তান্ত্রিক সহকারী দু'জন দুপুরে আহারান্তে নিজেদের ভাগের জিনিস পত্র মোট বাঁধিয়া, সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

কিন্তু দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে প্রতাপ ছাড়ে নাই। অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজকন্যা শীঘ্র শীঘ্র লাভের জন্য আরও না কি দুই একটা সুদুশ্চর তপস্যা বাকী আছে, সেগুলা সমাধা করিবার জন্য দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

প্রতাপ বাড়ী ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই। শুধু পাচীলের মাথায় একটা অস্থির স্বভাবের শালিখ পাখী তিব্‌বির্ করিয়া লাফাইয়া, অর্থহীন ক্ষোভে অনর্থক কিচির্ মিচির্ শব্দে চীৎকার করিতেছে।

সেটার দিকে লক্ষ্য পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য পড়িল দাওয়ার প্রান্তে কয়েকটা ছোট ছোট মাটীর টবের দিকে। সেগুলায় কয়েকটা ছোট ফুল-গাছ ও তুলসীগাছ রহিয়াছে, দেখা গেল।

প্রতাপ রুদ্র দৃষ্টিতে সেগুলার দিকে চাহিয়া, রুষ্ট পাদক্ষেপে বারেণ্ডায় ঢুকিল।

বারেণ্ডার কোণের ঘরে হরির মা ঘুমাইতেছে। এ পাশের ঘরের কাছে বসিয়া অরু বঁটিতে তেঁতুল কাটিতেছে। অদূরে একটা আসনের উপর "ভক্তমাল" গ্রন্থ খোলা রহিয়াছে। বোধ হয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে, বইখানি পড়িতেছিল।

প্রতাপ খড়ম ঠুকিয়া, উদ্ধতভাবে বলিল "সমস্তই কৃত্রিম! সব কুসংস্কার! সব অনাচার!"

কিসের ভূমিকা বোঝা গেল না। অরু তেঁতুল রাখিয়া সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল!

প্রতাপ সরোষে বলিল "বাড়ীতে তুলসীগাছ কেন ?"

"ও, তো বরাবর ছিল।"

"এখন কেন ?"

কুণ্ঠিত হইয়া অরু বলিল "রোজ দু-চারটে তুলসীপাতা খেলে শরীর ভাল থাকে শুনেছি। তাই খাই। তুলসীগাছের হাওয়াও উপকারী— মানে গেরস্ত বাড়ীর পক্ষে—"

"অত উপকার চাও তো, আজই আমার বাড়ীথেকে দূর হও! রজনী-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে থাক, ঢের উপকার পাবে, বুঝলে ?"

কথাটার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত নিহিত ছিল, তাহা অরুর মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। সে সব সহিতে পারিত, কিন্তু চরিত্রের বিরুদ্ধে, ইতর-আক্রমণে তাহার ধৈর্য্যলোপ হইত।

কিন্তু প্রতাপের প্রকৃতির মধ্যে হিংস্র বৃত্তির প্রভাব উত্তরোত্তর যে মাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে,—তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আজকাল এ সব অর্থ-হীন প্রলাপের প্রতিবাদ করা বন্ধ করিয়াছে।

ধীরভাবে বলিল "হরির মা উঠুক। তুলসীগাছ বাড়ীথেকে বিদেয় করে দিচ্ছি। চেঁচামেচি কোর না।"

"ফুলগাছগুলো কেন রয়েছে ? এখনও বুঝি পূজো আর্চ্চার ভড়ং চল্‌ছে ?"

"যেদিন থেকে বারণ করেছ, সেদিন থেকে আর তো বাইরের উপকরণ দিয়ে পূজা করি না।"

"তবে ? মনে মনে জপ তপ চল্‌ছে ?"

রুদ্ধশ্বাসে অরু বলিল "মনে মনে ?…………তাতেও দৈবজ্ঞ ঠাকুরের আপত্তি ?"

গর্জ্জিয়া প্রতাপ বলিল "আলবৎ! স্বস্তেন ক্রিয়ায় তাই ব্যাঘাত পড়ছে। স্বামীর আজ্ঞা অমান্য করা! দুশ্চারিণী, কুলটা! বেরোও বাড়ীথেকে।"

বাড়ী হইতে বাহির হইবার আদেশটা আজকাল দিনান্তে পঁচিশবার শুনিতে হয়। অতএব গা-সহা ব্যাপার। সুপ্রচুর ব্যয়বহুল হোমাগ্নি-শিখা যতই উর্দ্ধে উঠিতেছিল, হোম-শিখার কল্যাণে, ঋণদায়ের উত্তাপ যতই মর্ম্মদাহ করিতেছিল, প্রতাপচন্দ্রের মেজাজও তত অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিতেছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে অরু বলিল "যা আমার সাধ্যের বাইরে সেই আজ্ঞাগুলি ছাড়া—বাকী সব আজ্ঞাই এতদিন প্রাণপণে মান্য করেছি। আমি বাড়ী-থেকে দূর হলে যদি তোমার আপদ বিপদ ঘোচে,—আমি তাতেও রাজী। কিন্তু যে আজ্ঞা দিচ্ছি, তার মানেটা বুঝে, ভেবে চিন্তে আজ্ঞা দিও। তার ফলে যা ঘটবে, তারজন্যে আমি দায়ী হব না।"

এ কথার সদুত্তর কি থাকিতে পারে, প্রতাপ খুঁজিয়া পাইল না। অরু তাহার বাড়ী হইতে দূর হইলে, অরুর লোকসান নাই, কিন্তু প্রতাপের সমূহ লোকসান। শান্তিদেবীর বাড়ীতে অরু সসম্মানে আশ্রয় পাইবে, অন্ন পাইবে। কিন্তু প্রতাপ?···

মনে পড়িল, যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে তারপর আর সেদিকে পা বাড়ানো চলে না। অরু এখানে আছে, তাই রজনীবাবু ও শান্তিদেবী—প্রতি মাসে অরুর নামে মণিঅর্ডার পাঠাইয়া প্রতাপের সংসার খরচ জুটাইতেছেন, অরুকে তাড়াইলে তাহা জুটিবে না।

হিন্দুশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই প্রতাপ জানে না, মানে না, বুঝিতেও পারে না। কিন্তু একটা তত্ত্ব সে খুব ভালরূপে শিখিয়াছে যে—অন্য স্বামীরা,

যেমন রজনীবাবু শ্রেণীর সাধারণ স্বামীরা বিনা পীড়নে স্ত্রীর প্রেম, অনুরাগ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সম্মান লাভে সন্তুষ্ট আছেন,—এটা তাঁহাদের পক্ষে স্বামীত্ব মর্য্যাদা হানিকর—কাপুরুষতা! শাস্ত্রমতে যখন স্বামীর আসন পরমেশ্বরের ঊর্দ্ধে,—তখন অপ্রমেয় পরাক্রমে পরম-পরমেশ্বরোচিত শক্তি প্রকাশে স্ত্রীকে উৎপীড়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ পরমেশ্বরের চেয়ে স্বামী দেবতার ঊর্দ্ধত্ব প্রমাণ হয় কিসে? স্বত্ত-সাব্যস্ত হয় কিরূপে?

অতএব নিজের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য—পরমেশ্বর যাহা পারেন না,—এমন অ-পরমেশ্বরীয় অত্যাচার-শক্তি স্ত্রীর উপর সর্ব্বদা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ শান্তিদেবী ও রজনীবাবুকে ঠকাইয়া টাকা আদায় করিয়া প্রতাপকে দিয়া,—যথাশাস্ত্র স্বামীভক্তি প্রদর্শন করিতে যে স্ত্রী অসম্মত, অপরিসীম স্পর্দ্ধাভরে যে স্ত্রী—পরমেশ্বরের ঊর্দ্ধস্থানীয় পূজনীয়, সম্মান পাত্র—স্বামীর ন্যায়, অন্যায়কে ভক্তিহীন দৃষ্টিতে অপক্ষপাতে বিচার করে, বাচনিক ও শারীরিক শক্তির সাহায্যে সে স্ত্রীকে নির্দ্দয়ভাবে পিষিয়া গুঁড়া করাই—একমাত্র স্বামীধর্ম্ম!

অতএব প্রতাপ স্বধর্ম্ম পালনে ব্যগ্র হইল। কিন্তু বাহির মহলে এখন দৈবজ্ঞ ঠাকুর ও শম্ভু চাকর আছে, ভিতর মহলে হরির মা বর্ত্তমান। স্ত্রীর প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধানের শাস্ত্র সম্মত অধিকার প্রতাপের থাকিলেও এই স্থূল বুদ্ধি মানুষগুলা অত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবে না। হয়ত ভবতারণ দাসকে শায়েস্তা করা ব্যাপারের মত শেষে একটা অশোভন কাণ্ড ঘটিবে, সেটা আরামদায়ক নয়।

নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করিয়া প্রতাপ বলিল "হুঁ দাসী হবে না!···বাপ লেখাপড়া শিখিয়ে তোমার মাথা খেয়েছে। যত রকমে

মেয়েছেলের অধঃপাতে যাবার পথ আছে, সব রকমে তোমায় তৈরী করে গেছে। স্বামীকে অভক্তি! স্বামীকে অমান্য করা।—

"স্বামীকে নয়,—স্বামীর অন্যায়কে।" প্রবল অভিমানে বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে অরু বলিল "চুরি করে, জোচ্চুরি করে পরকে ঠকিয়ে টাকা এনে স্বামীকে দিতে পারলে—আমার স্বামীভক্তি প্রমাণ হোত,—তোমার বিচারে। কিন্তু তা পারি নি, কেন না ভদ্রলোকের মেয়ে তা পারে না।"

"আলবৎ পারে। যার স্বামীভক্তি আছে, সে মেয়ে, স্বামীর জন্যে চুরি করতে পারে, খুন করতে পারে,—ব্যাভিচার করতে পারে,—কি না পারে সে?"

প্রতাপ মিথ্যা বলে নাই। তাহাদের বংশের ইতিহাসে এমন মহিমময় পাতিব্রাত্য-ধর্ম্মপরায়ণা নারীর দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহারা সমাজত্যক্তা হন নাই, সমাজ পূজিতা ছিলেন। তাঁহাদের রক্তধারা এখনও প্রতাপচন্দ্র এবং তাহার জ্ঞাতিদের ধমনীতে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু তাঁহারা এখন গতায়ু এবং গুরুজন। অতএব তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণে ন্যায়বোধ যতই তীক্ষ্ণ থাক, অরুকে রসনা সংযত করিতে হইল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া—নত মুখে কাটা-তেঁতুলগুলা হাঁড়িতে তুলিতে তুলিতে বলিল "আমার ধর্ম্মবুদ্ধি অত উজ্জ্বল নয়, রুচিও অত মার্জ্জিত, উদার নয়।"

ক্রুদ্ধ প্রতাপ কি একটা কুৎসিত দুর্ব্বাক্য বলিতে উদ্যত হইয়াছিল—সহসা উঠান হইতে মেয়েলি গলায় কে ডাক দিল—"কাকি কই?"

প্রতাপ থামিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিল। দুয়ারটা পাশে ছিল বলিয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইল না কিন্তু মুহূর্ত্তে মাথায় আধা ঘোমটা টানিয়া, অরু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ যাহাকে দেখিতে পাইল না, চিনিতে পারিল না,—স্ত্রী হইয়া

অরু তাহাকে চট্ করিয়া চিনিল এবং সম্মান জ্ঞাপনের জন্য মাথায় ঘোমটা টানিল, প্রতাপের মনে হইল—এটা অরুর অপরিসীম স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা ! কেবল স্বামীকে অভক্তি করা এবং স্বামীর অজ্ঞতাকে অবজ্ঞাভরে 'টেক্কা' দেওয়া মাত্র !

রূঢ় কণ্ঠে চেঁচাইয়া, যেন বিশেষভাবে ওই অদৃশ্য আগন্তুকের উদ্দেশেই শাসন সঙ্কেত ঘোষণা করিয়া প্রতাপ বলিল "কে, কে ? কাকে দেখে অত খাতির হচ্ছে শুনি ?"

বাহিরে যাহারা আসিতেছিল, তাহারা এই আকস্মিক গর্জ্জনে বোধ হয় ভয় পাইল,—থমকিয়া দাঁড়াইল।

অরু, উঠানে আহ্বানকারীর মানসিক অবস্থা এবং সামনে গর্জ্জনকারীর গূঢ় মনোভাব,—দু-পক্ষের অবস্থা অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করিল। নিজের সম্বন্ধে সঙ্কট বিপন্নতা বোধ করিল। একটু আড়ালে সরিয়া, কুণ্ঠিতভাবে অস্ফুট স্বরে প্রতাপের উদ্দেশে বলিল "ও বাড়ীর বট ঠাকুরের মেয়ে ক্ষেমি এসেছে, সঙ্গে ওর মাসিমা এসেছেন।"

রুক্ষ উদ্ধতভাবে প্রতাপ বলিল "কি করতে এসেছে? কি দরকার তোমার কাছে ?

সভয়ে অরু "বলিল কিছু না। অনেকদিন পরে ক্ষেমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, তাই দেখা করতে এসেছে।"

উগ্র অসন্তোষ ভরে ঝাঁঝিয়া প্রতাপ বলিল "দেখা করার মানেটা কি ? মতলব কি ? কেন আসে ?"

উৎকট প্রশ্ন ! অরু ঘামিয়া উঠিল।

অতি সাধারণ সামাজিক-সৌজন্য-মূলক তুচ্ছ ব্যাপারেও প্রতাপ আজকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে সর্ব্বদা অসন্তোষে জ্বলিয়া রহিয়াছে, অরুকেও

জ্বালাইয়া ছারখার করিতেছে। এ অবস্থায় ওই আগন্তুকাদের সম্বন্ধে অরুর কর্তব্য কি, অরু খুঁজিয়া পাইল না। এখন স্বামীর "ইচ্ছানুযায়ী সহধর্ম্মের" তাল বজায় রাখিয়া চলিতে হইলে, তাহার উচিত এই মুহূর্ত্তে ওই মেয়ে দুটিকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে বিদায় করা!—এবং স্বামীর আদর্শানুযায়ী—রূঢ়-দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ-বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখানো!

কিন্তু হায়! অভ্যাস নাই!

এই ধরণের অবস্থাদ্বন্দ্বের সঙ্কটে পড়িয়া এই হতভাগিনী নারী, ক্ষোভের সহিত অনেকবার যে কথাটা স্মরণ করিয়াছে, আজও গভীর অনুতাপের সহিত তাহা স্মরণ করিল!···ভুল করিয়াছেন তাহার পিতা মাতা! মূঢ় কন্যাকে এ-হেন প্রকৃতির স্বামীর ঘরে 'ঘর করিতে' পাঠাইবার পূর্ব্বে, তাঁহাদের উচিত ছিল,—কন্যাকে হাড়ি, চোয়াড়ের ঘরের আচার ব্যবহারে সুশিক্ষিতা করা! তাহা হইলে এই অনভিজ্ঞা অরু, নিজের প্রকৃতিগত সমস্ত মূঢ়তা সংশোধন করিয়া, হয়ত আজ স্বামীর যোগ্যা-সহধর্ম্মিনী হইতে পারিত! তাহার জীবনের অনেক দুঃখ ঝঞ্ঝাট কমিয়া যাইত!

দুর্ভাগ্য সঙ্কট পীড়িত মানুষ, যখন বিশেষ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া নির্ব্বিচারে নির্য্যাতন সহ্য করিতে বাধ্য হয়, তখন তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মন যে কত অদ্ভুত—কাল্পনিক উপায়ের মধ্যে আত্মরক্ষার পথ খোঁজে, তার হিসাব নাই।

স্তব্ধ বিমূঢ়ভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া অরু কোণের-ঘরের দিকে সরিয়া গেল। হরির মাকে ডাকিয়া বলিল "বেলা গেছে, ওঠো। আগে ওই টবথেকে ফুলগাছ তুলসীগাছগুলা উপড়ে, পুকুরধারে ফেলে এস। দেরী কোর না, বুঝলে?"

হরির মা জাগিয়াছিল। প্রতাপের তর্জ্জন গর্জ্জনের বহর দেখিয়া ভয়ে

ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপের ক্রোধের সময় তাহারা সাধ্যপক্ষে গা-ঢাকা দিয়া থাকিত।

এবার হরির মা উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে পা দিয়াই—সে যেন এইমাত্র আগন্তুকাদের অস্তিত্ব টের পাইল এমনিভাবে বলিল "কারা বেড়াতে এসেছেন গো দিদিমণি, বসতে আসন দাও।

প্রতাপের দিকে চাহিয়া অরু অনুনয়ভরা অস্ফুটস্বরে বলিল ওঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এইখানে ডাকি, কি বল?"

নিতান্তই দীনতাপূর্ণ, ভিক্ষার স্বর!

প্রতাপের পৌরুষ প্রতাপ সাড়ে সাতাশগুণ উর্দ্ধে চড়াইল! সগর্জ্জনে বলিল "যা খুশী কর্ সে যা। আমায় তুই মান্‌বি কেন?"

সাধারণতঃ স্ত্রীকে সে "তুমি" বলিত। কিন্তু রাগের সময় কোন বাহিরের লোক বাড়ীতে আসিলে—তাহার সামনে, স্ত্রীর প্রতি "বিশেষ-অবজ্ঞা" প্রকাশের উদ্দেশ্যে "তুই" বলিত। প্রতাপ মনে করিত,—ইহাতে অর্থাৎ স্ত্রীকে হীন প্রতিপন্ন করিলেই তাহার স্বামীত্ব মর্য্যাদা লোকচক্ষে বিশেষ সম্ভ্রমজনক হইয়া উঠে!

স্বামীকে অমান্য করিবার অপরাধ হইতে ভগবান অনুগ্রহ করিয়া অরুকে নিষ্কৃতি দিলেন। বাহিরে যাহারা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এই সময় তাহারা কে জানে কি ভাবিয়া আগাইয়া আসিলেন। উঁকি দিয়া বারেণ্ডার ভিতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একজন পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিলেন "শুধু যুগল রূপ! আমি বলি বুঝি, পাড়া নেমন্তন্নের যজ্ঞি হচ্ছে।"

কথাটা যিনি বলিলেন তিনি একজন প্রৌঢ়া, বিধবা। পরণে শাদা থান ও গায়ে চাদর জড়ানো। হাতে হরিনামের মালা। রং আধ ময়লা, চক্ষু দুটি প্রসন্ন-উজ্জল, মুখখানি বুদ্ধির দীপ্তি মাখা।

ইনি অরুর জ্ঞাতি-যায়ের সহোদরা। ইহাঁর দুটি ছেলে এখানে মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়ে, তাই ইনিও মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া বোনের বাড়ীতে থাকেন। পরিহাস-প্রিয়, সদানন্দ, নির্ব্বিরোধী মানুষ। কাহারও সহিত জ্ঞাতি-শত্রুতা নাই। হিংসা বিদ্বেষের ধার ধারেন না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে হক্ কথা ঠক্ করিয়া বলিতেও বাধে না।

পাড়ার মেয়েরা ইহাঁকে ভালবাসে। এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অরু অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে। ইনিও অরুকে স্নেহের চক্ষে দেখেন।

ইহাঁর পিছনে যে মেয়েটি দাঁড়াইয়াছিল, সে মেয়েটি ইহাঁর বোন-ঝি। নাম ক্ষেমঙ্করী—সংক্ষেপে, ক্ষেমি। বয়স বছর ষোল সতের, হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী চেহারা। রং উজ্জল শ্যামবর্ণ। চোখে মুখে অকাল-পক্ক গ্রাম্য-বালিকা সুলভ চাঞ্চল্য ও প্রগল্ভতাসূচক ভাব বিরাজমান।

মেয়েটির সাজ সজ্জাও গ্রাম্য রুচি অনুযায়ী। পরিধানে চৌখুপী ডুরে শাড়ী, গায়ে নীল রংয়ের শিল্কের জামা। গলায় চিক ও নেকলেস, খোঁপায় ফুল, চিরুনী, মাথায় টায়রা। কাণে মাকড়ি, নাকে নোলক। হাতে চওড়া লতাপাতা কাটা সোণার চুড়ি, বালা, তাগা। অল্পদিন বিবাহিতা

মধ্যবিত্ত গৃহের গ্রাম্য বালিকার উপযুক্ত গহনা কাপড় লাভের সৌভাগ্য, তাহার মাথার ফুল চিরুনীতে সুরু হইয়া পায়ের আঙুলের রূপার চুটকি হইতে রূপার মলে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

মেয়েটি সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। অতএব জ্ঞাতি-কাকা প্রতাপকে এবং অরুকে প্রণাম করিল। অরু প্রৌঢ়া সুভদ্রা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিল।

অরুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তিনি পায়চারী-রত প্রতাপের দিকে চাহিয়া বলিলেন "শরীর ভাল তো?"

ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্নটার জবাব দেওয়া আবশ্যক, প্রতাপ এরূপ মনে করিল না। অরুর দিকে চাহিয়া বলিল "দেশলাই দাও, সিগারেট ধরাই।"

—অরু দেশলাই দিল। প্রতাপ ঘরে ঢুকিয়া সিগারেট সেবন করিতে লাগিল।

দু-খানা আসন পাতিয়া অরু উভয়কে বারেণ্ডায় বসাইল। ম্লানমুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া, সাময়িক কুশল প্রশ্ন করিল। ক্ষেমঙ্করী কবে আসিল, কতদিন থাকিবে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া, ক্ষেমঙ্করী কৌতূহল উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "হয়েছে কি? কাকা অত রেগে রয়েছে কেন?"

অন্তরে অন্তরে বিপন্ন বিব্রত হইয়া অরু চুপি চুপি বলিল "চুপ কর বাছা, শুনতে পেলে আবার তোমার উপর চটে যাবেন।"

সুভদ্রা দেবী মৃদুহাস্যে বলিলেন "গৃহীর গেরুয়া? তার ওপর ক্রোধ রিপুর দাসত্ব! সর্ব্বজয়ীরা সব জয় করে, শুধু আত্ম-জয়টা শিকেয় তুলে রাখে কেন? পত্নী-পীড়ন ব্রত সুসম্পন্ন করবার জন্যে?"

ক্লিষ্টভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া অরু বলিল "ও কথা জিজ্ঞাসা করে আমার অপরাধ বাড়াবেন না, সবই তো জানেন।"

তপ্ত তেলে যেন লঙ্কা ফোঁড়ন পড়িল। মাঝখান হইতে হঠাৎ চড়বড় করিয়া ক্ষেমি বলিল "হ্যাঃ! অপরাধ অম্নি হোলেই হোল! কাকিকে তো চিন্‌তে আমাদের বাকী নেই!...তাই কাকা যা দোষ দেবে, তাই বেদবাক্যি বলে মান্‌তে হবে!"

প্রতাপের সম্বন্ধে কে কোথায় প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য প্রতাপ যে কাণ খাড়া করিয়া আছে, শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী এতটা ভাবে নাই। কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই প্রতাপ গর্জ্জিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল "কি হয়েছে ক্ষেমি? তোর কাকি আমার বিরুদ্ধে কি বল্‌লে রে? তুই ও কথা কেন বল্‌লি?"

সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়া বারেণ্ডার চৌকাঠ চাপিয়া, উবু হইয়া বসিল। কটমট চক্ষে ক্ষেমির দিকে চাহিয়া, দাঁতে সিগারেট চাপিয়া বলিল "কি বল্‌লে, ও?"

উৎকণ্ঠা ভীত মুখে বার বার ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে ক্ষেমি বলিল "সত্যি না, কালীর দিব্বি,—মা দুগ্‌গার দিব্বি। কাকি তোমার কথা কিচ্ছু বলে নি বাপু—"

ধম্‌কাইয়া প্রতাপ বলিল "তুই বলেছিস্?"

থতমত খাইয়া ক্ষেমি ভয়ে ভয়ে বলিল "হ্যাঁ বাপু, তা দোষই বল, ঘাটই বল,—আমি বলেছি বটে যে,—কাকির...তেমন...দোষ নাই।"

ওই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষেমি সুর বদ্‌লাইয়া আত্মরক্ষার পথ প্রস্তুত করিতে বসিল। ন্যায়পরায়ণ হইয়া, নিষ্কপটে সত্য উচ্চারণ করা ক্ষেমিদের জ্ঞাতি গোষ্ঠির মাঝে নিষিদ্ধ ব্যাপার! অত্যাচার পীড়িত দুর্ব্বলের জন্য সুবিচার

প্রার্থনা,—সেখানে দণ্ডার্হ অপরাধ। বরঞ্চ দুর্ব্বলের মাথায় মুগুর মারিয়া প্রবলের মনোরঞ্জন করা—আরামপ্রদ ব্যাপার!

পায়ের আঙ্গুলের চুটকিটা ঘুরাইয়া এদিক ওদিক সরাইতে সরাইতে শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী কণ্ঠ নামাইয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল "তা বাপু, আমরা কাকির দোষ গুণের কথা কি করে জান্‌ব? আমরা ন'মাস ছ'মাস অন্তর দু-দণ্ডের জন্যে আসি।—চোখের দেখা দেখি,—চলে যাই। দু-দণ্ডের দেখায় কাকি ভাল লোক কি মন্দ লোক তা'কি জানা যায়? সে জান্‌বে তোমরা, যারা কাকিকে নিয়ে ঘর করছ।"

থামিয়া,—ঢোক গিলিয়া ক্ষেমি পুনশ্চ নরম স্বরে বলিল "তা ছাড়া তুমি সোয়ামী। তুমি যদি কাকিকে ভাল না বল্‌লে, তবে বাইরের লোক হাজার ভাল বলুক, সে কথা টিক্‌বে না। টিক্‌বে তোমার কথা। তুমি যদি ভাল না বল, তাহলে কাকির 'ভালাই' কিসে? বলে "সোয়ামী যাকে করে হেলা, রাখাল তাকে মারে ঢেলা"—তা সে কাকিই হোক, আর রাজার রাজরাণীই হোক!"

প্রতাপ ইহাই চায়। সে যখন একটা স্ত্রীর স্বামী হইয়াছে, তখন সে অবশ্যই স্ত্রীর উপর যথেচ্ছ উৎপীড়নের অধিকারী। ইহাতে বাহিরের লোক-সমাজ যেন দুরভিসন্ধিবশে তাহার স্বামীত্ব,—তথা দেবত্ব মর্য্যাদায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের সাহস না রাখে! সে যত বড় হীন কার্য্যে লিপ্ত হউক,—সে যখন স্বামী, তখন দেবত্ব তাহার অজর, অমর! কোন অতি বড় কুকার্য্যেও দেবতার দেবত্বে, পাপ স্পর্শে না!

হায় প্রতাপ! অপরাধী ইন্দ্রদেবও গৌতমের অভিশাপে দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়াছিলেন,—স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও অন্যায় কার্য্যের ফলে, বানরী তারার অভিসম্পাতে আজীবন

যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন! দেবতাকেও অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে হয়, ইহা ভুল নয়!

কিন্তু আপাততঃ ক্ষেমঙ্করীর যুক্তিতে প্রতাপ খুশী! বলিল "হ্যাঁ—লেহ্য কথা বল। বলুক তোর মাসি! বল গো সুভদ্রা দিদি,—ঠিক কি না?

খুড়া ভাইঝির মধ্যে হঠাৎ আপোষে মিটমাট হইল, এবং কোথাকার তর্ক কোথায় গিয়া সন্ধিলাভ লাভ করিল, মনোযোগের সহিত সেটুকু লক্ষ্য করিতে করিতে, সুভদ্রা ঠাকুরাণী নিঃশব্দে হাসিতেছিলেন। এবার মধ্যস্থতার ভার পাইয়া, হরিনামের মালা মাথায় ঠেকাইয়া, কোলে রাখিলেন। স্মিতমুখে বলিলেন "খুড়োর ধমকের জোরও যেমি, ভাইঝির যুক্তির দৌড়ও তেমি, দুই—রাজযোটক! এরপর ওই গরীবের বাছার জন্যে সুবিচার বল্‌তে কিছু আছে কি না, ভাবা বৃথা।"

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া প্রতাপ বলিল "তোমার এই মোড়ালিপনার জন্যে পাড়াশুদ্ধ লোক তোমার ওপর হাড়েচটা। তোমার কত বদনাম হয়েছে জানো?"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী আর যাহাই হউন, তিনি ক্ষেমি নহেন। ধমকের উত্তরে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন "এ পাড়ায় সৎনাম যোগাড়ের যোগ্যতা আমার নেই,—শুনে সুখী হলাম। কিন্তু লালচোখ আর ধমকের জোরে কুতর্কে জিৎতে চাও তো আমাকে সত্যি কথা বল্‌তে কেউ ডেকো না।"

রূঢ়স্বরে অসংলগ্ন ভাষায় প্রতাপ বলিল "এখন হয়েছে কি তোমার? আরও অনেক লাঞ্ছনা তোমার বাকী আছে! স্বামীকে অভক্তি করতে শেখানো, অমান্য করতে পরামর্শ দেওয়া! তোমার শ্রাদ্ধ করব আমি!"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী স্তব্ধ! বিস্মিত হইয়া সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে প্রতাপের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া,—অরুর দিকে চাহিলেন; দেখিলেন অরুর মুখ পাংশু বিবর্ণ!

বুঝিলেন বর্ব্বর স্বামীর অশোভন উক্তিতে সে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে ব্যাপারটা সংশোধন করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। সে যেন একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু কণ্ঠে শক্তি নাই। নিরুদ্ধ ব্যাকুলতায় একবার স্বামীর দিকে,—একবার সুভদ্রা ঠাকুরাণীর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিতেছে।

নিরুপায় বধূটির অবস্থা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সহৃদয়া সুভদ্রা ঠাকুরাণীর করুণা বোধ হইল। হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার জন্য, স্মিতমুখে বধূর উদ্দেশে বলিলেন "শ্রাদ্ধের নোটিশ! মন্দ কি? কি বল বৌ? প্রেতত্বটা যদি জ্যান্তেই লাভ করে থাকি, শ্রাদ্ধটা হাত-নাগাদ চুকিয়ে দেওয়াই তাহলে হিতৈষীদের কর্ত্তব্য।"

তারপর প্রতাপের দিকে চাহিয়া, নম্র বিনয়ে বলিলেন "রাগের মাথায় আমার ওপর উল্টো চাপ দিয়ে খুশী হতে চাও, হও। কিন্তু তুমিও মনে মনে জানো, আমিও জানি—ভক্তি, সম্মান,—ও বস্তু জমিদারের খাজনা নয়, যে পাইক পেয়াদার হুঙ্কারের চোটে আদায় মিল্‌বে। নিজের মান নিজের কাছে ভাই,—স্বামীর নিজের গুণই, স্ত্রীর অন্তর থেকে ভক্তি আকর্ষণ করে,—সম্মান আদায় করে। আমার পরামর্শ সেখানে চলেও না দিইও না।

সরোষে প্রতাপ বলিল "দিচ্ছ না? নিশ্চয় দিচ্ছ। না দিলে,—ওই গৌটা এত আস্কারা পাচ্ছে কোথা থেকে? তোমরাই কুপরামর্শ দিয়ে ওর মাথা খেলে!"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী ইহাও পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। বলিলেন "আবার আমরা! আমি তো এখানে একা! আর ক্ষেমি? ও তো মানুষের মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়। ধরলেও আধখানার বেশী নয়।"

পূর্ব্বাহ্নেই ক্ষেমঙ্করী.—প্রতাপের মনোরঞ্জনের জন্য তৈল ব্যয় করিয়া

রাখিয়াছে। অতএব আসামীর তালিকা হইতে প্রতাপ তাহাকে নিষ্কৃতি দিল। সগর্জ্জনে বলিল "তুমি একাই একশো!"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী এবারও হাসিলেন। অরুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখলে বৌ,—এক নিঃশ্বাসে নিরানব্বুইটা হিসেব মিলে গেল! কি সুন্দর বিচার প্রণালী! রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ!"

মালা তুলিয়া, তিনি প্রসন্ন মুখে জপ সুরু করিলেন। আর কথা কহিলেন না।

ক্ষণেক সবাই স্তব্ধ।

প্রতাপ দাঁতে দাঁত পিষিয়া, বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা, কত বদনাম উঠ্ছে তোমার, শুনো এর পর। দেখো তখন মজা।"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী নীরব, নির্ব্বিকার। ক্ষেমঙ্করী হতবুদ্ধি বিহ্বল!

বিপন্ন অরু আর নীরব থাকিতে পারিল না। দু-হাতের নখে নখ ঠেকাইয়া, অবগুণ্ঠন-কুণ্ঠিত মুখে,—প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদের স্বরে বলিল "উনি এখানকার কুটুম মানুষ। কারুর খানও না, পরেনও না। কারুর সাতে পাঁচেও থাকেন না। ওঁর বদনাম উঠছে, অনেক লাঞ্ছনা বাকী আছে, এ সব গাঁজাখুরি ঠাট্টার মানে কি? সকলেরই সীমা আছে,—"

আর বলিতে হইল না। গর্জ্জিয়া প্রতাপচন্দ্র বলিল "কি? কি বল্লি তুই? গাঁজাখুরি ঠাট্টা? আর বল্‌বি? বল্‌বি?"

হঠাৎ উঠিয়া সে অরুর ঘাড় চাপিয়া ধরিল। সজোরে বার দুই ঝাঁকানি দিয়া বলিল "বল্‌বি আর? স্বামীকে অমান্য করবি আর?"

শান্ত ধীর স্বরে অরু বলিল "না, ছাড়।"

"পিশাচী, নারকী,—" বলিয়া সজোরে আর একটা ঝাঁকানি দিয়া অরুকে ছাড়িয়া প্রতাপ খড়ম পায়ে দিল। খটাং খটাং শব্দে স্থান ত্যাগ করিল।

সদর দুয়ারের চৌকাঠ পার হইয়া আবার দাঁড়াইল। জোর গলায় হাঁকিয়া বলিল "আমি বারণ করে দিচ্ছি,—আমার বাড়ীতে পাঁচজনকে নিয়ে 'রাসনীলে'—'টিলে' করা চল্‌বে না। ও সব করতে হয় তো আমার বাড়ী থেকে এক্ষুণি বিদেয় হ'।"

তারপর ক্রুদ্ধ পাদক্ষেপে সে সদরের ঘরে চলিয়া গেল।

১৭

এবার সুভদ্রা ঠাকুরাণী রীতিমত স্তব্ধ। ক্ষেমঙ্করী ভয়ে, লজ্জায়, আড়ষ্ট।

অরু নীরব। সন্তর্পণে শুধু একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছু বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে জোর করিয়া বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া,—সুভদ্রা ঠাকুরাণী ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বৌ—?"

অরু মাটীর দিকে চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, বাহ্যজ্ঞান হারার মত কি ভাবিতেছিল,—নিজেই জানে না। ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিল! বিহ্বল দৃষ্টিতে সুভদ্রা ঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সুভদ্রা ঠাকুরাণী বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "প্রতাপের মেজাজ কতদিন থেকে এমন হয়েছে?"

"অনেক—অনেকদিন থেকে, দিদি।"

"কই, আমরা তো, এতদূর দেখি নি।"

"লক্ষ্য করেন নি।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুভদ্রা ঠাকুরাণী বলিলেন "বাইরের লোকজনের সঙ্গে ত আচার ব্যবহারে বেশ সংযত,—শুনি।"

অরু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, আত্মদমন করিয়া বলিল "বাইরের লোক তো ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী ন'ন। সেখানে এত জুলুম কে সইবে? সে জ্ঞান ওঁর ছিল।"

অরুর চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন,—তাতে বোধ হচ্ছে সে কাণ্ডজ্ঞান টুকুও এবার শেষ হোল! স্ত্রী আমি, অত্যাচার সইতে বাধ্য ছিলাম, সয়ে গেলাম—! কিন্তু অত্যাচারের নেশার উত্তেজনায় উনি কোথায় চলেছেন, ভেবে এখন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি।—বলতে পারেন,—অত্যাচারীর মঙ্গল করতে পারেন, এমন ভগবান কেউ আছেন?"

অরুর চোখ ছাপাইয়া, দর বিগলিত ধারে, বেদনাভরা অভিমানের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

এ অভিমানটা স্বামীর উপর নয়। বোধ হয় স্বামীর যিনি 'স্বামী'—যিনি বিশ্ব-নিয়ন্তা, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী,—তাঁহার উপর! অরু বিশ্বাস করে, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ স্বকৃত পাপের ফলে, শাস্তিভোগ করে। কিন্তু অরু, জীবনে যে পথ দিয়া চলিয়াছে, সে পথে তো কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট সাধন করে নাই। সে সাধ্যও যে তাহার নাই! তবে—তবে কোন মহাপাপে স্বামীর জন্য তাহার এত বড় মর্ম্মদাহী শাস্তি? প্রতাপ বহুদিন হইতে অধঃপতনের পথে চলিয়াছে,—অরুর অনুনয় বিনয়, অশ্রুজলের বাধা,—দম্ভভরে নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। নিরুপায়-স্ত্রী অরু,

নিঃশব্দে মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু আজ প্রতাপ যেখানে গিয়া পৌছিয়াছে,—সেখানের হীনতা-গ্লানি স্ত্রী হইয়া সহ্য করিতে অরু আর পারে না! পারে না!

কোন পাপে এ দুঃসহ শাস্তি নারায়ণ!

সুভদ্রা দেবী ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। অরু যে প্রশ্ন তাঁহাকে করিয়াছে, সে প্রশ্নের উত্তর তিনি জানেন, কিন্তু বলিতে পারেন না। কারণ সেটা অপ্রিয়।

অরুর পিঠে হাত রাখিয়া সনিঃশ্বাসে তিনি সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন "চুপ কর বৌ, গোবিন্দ, গোবিন্দ!···বৌ, গোবিন্দ মঙ্গলময়। যা করেন মঙ্গলের জন্তে। এ বিশ্বাস রাখ ভাই,—শান্তি পাবে।

আর্ত্তকণ্ঠে অরু বলিল "দিদি, আমার যথা সর্ব্বস্ব ধ্বংসের পথে চলেছে, স্পষ্ট দেখছি! মঙ্গল কই? বলুন দেখি, কি এমন মহাপাপ করেছি, যার জন্তে এত বড় শাস্তি?"

"হয় তোমার জন্মান্তরের কর্ম্মফল,—নয় নিরপরাধকে অযথা উৎপীড়ন করে প্রতাপ নিজের জন্তে সঞ্চয় করছেন জঘন্য কর্ম্মভোগ। ঈশ্বর জানেন। তবে এটা যে তোমার জীবনে এক ভয়ানক পরীক্ষা এসেছে, তার সন্দেহ নাই। ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখ, তিনি এক কূল ভাঙেন,—আর এক কূল গড়বার জন্যে।"

অরু চমকাইয়া উঠিল! হতাশার গাঢ় অন্ধকারের মাঝে কে যেন পরম আশাপ্রদ উজ্জল আলো জালিয়া দিল।—এই শাস্তিভোগ,—অত্যাচার ভোগ, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা ভরা,—পরম কল্যাণ!

তাই ত বটে! সব জানিয়া শুনিয়া অরু এ কি ভীষণ ভুল করিতে বসিয়াছে? মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহারা হইয়া সে ভগবানের বিচারে

বিশ্বাস হারাইতে উন্মত্ত হইয়াছে?··· পৃথিবীতে যখন কেহ কাহারও নয়, —তখন কাহাকে 'আমার স্বামী' ভাবিয়া মমতায় অন্ধ হইতেছে? কাহার অধঃপতনে বেদনা পাইতেছে!

পত্নীত্বের অভিমানে, দুর্বার আসক্তিবশে—কাহাকে ভালবাসিতে চাহিতেছে? স্বামীকে?—না নিজের জড়ীয়-ভোগ-বাসনা সঙ্কুল—স্বার্থকে? হায় আত্ম-প্রবঞ্চনা!

অরু চকিতে আত্মস্থ হইল। চোখের জল মুছিল। ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল "দু-দণ্ডের জন্যে বেড়াতে এসে, আপনি অযথা গালমন্দ খেয়ে, মনে ব্যথা পেয়ে চল্লেন, এতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। এ পাপ পুরীতে আর আসবেন না দিদি,—"

সহাস্যে সুভদ্রা ঠাকুরাণী বলিলেন "আসব বই কি, আবার আস্‌ব! তোমার জন্যে আসব। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমার যখনি দরকার পড়বে খবর দিও, আমি সব কায ফেলে আগে ছুটে আস্‌ব। কিছু দুঃখ কোর না। যাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাদের কথায় আমি কাণ দিই না।"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী উঠিলেন। অরু তাঁহাকে প্রণাম করিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন "বিষয় পঙ্কক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন—" এই খাঁটি সত্য কথাটি মনে রেখ। জীবনের অসহ্য দুঃখকে,—সহ্য করা সহজ হবে।"

সুভদ্রা ঠাকুরাণী ক্ষেমঙ্করীকে সঙ্গে লইয়া বিদায় হইলেন।

অরুর অন্তরের ভার অনেকখানি হাল্কা হইল। শান্তচিত্তে গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য পালনে মন দিল।

প্রতাপের তর্জ্জন, গর্জ্জন, উৎপাত, আস্ফালন, চলিতে লাগিল। অরু

এবার বেশ অবহেলার সঙ্গে সেগুলা উপেক্ষা করিতে লাগিল। দুর্ব্যবহার ও গালাগালির মাত্রা বাড়িল। তবু সে কিছু গায়ে মাখিল না, কোন প্রতিবাদ করিল না।

প্রতাপ অধীর হইয়া উঠিল! অরুর উপর যত অন্যায় আচরণ করিতেছে, সবই যে সে অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে,—প্রতাপ স্পষ্ট বুঝিল অরুর এই সহনশীলতার অর্থ স্বামীকে অগ্রাহ্য করা!—অর্থাৎ স্বামীকে অমান্য করা, অভক্তি করা!

প্রতাপ আরও রুখিয়া উঠিল! কিন্তু অরু অনড়, অটল!

নিষ্ফল আক্রোশে প্রতাপ ঝি চাকরের উপর ঝাল ঝাড়িতে সুরু করিল। কারণ, তাহারা ছাড়া ত্রিতল্লাটে আর জনপ্রাণী নাই।

আর আছেন, এক দৈবজ্ঞ ঠাকুর! কিন্তু তিনি অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজ-কন্যা দানের কর্ত্তা,—অতএব নিঃসন্দেহে ভয় ও ভক্তির পাত্র! তা ছাড়া নিজের ব্যবসার উন্নতি সাধনে তাঁহার যথেষ্ট মনোযোগ, কতকটা স্বাবলম্বী তিনি, প্রতাপের নিরুপায় গলগ্রহ নহেন। প্রতাপের অপ্রসন্নতা অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি আজকাল গ্রামের লোকেদের বৈঠকখানায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকলের কাছে উপযাচক হইয়া কোষ্ঠি-বিচার করিয়া পয়সা কামাইয়া বেড়াইতেছেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কখনও প্রতাপের বৈঠকখানায়, কখনও লোকের বাড়ীতে গিয়া হোম স্বস্ত্যয়ন করিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং আটক রাখিলেও, প্রকারান্তরে তিনি মুঠার বাহিরে। জবরদস্তি সেখানে চলিবে না।

অতএব ঝি চাকরের কাযের ছুতা ধরিয়া প্রতাপচন্দ্রের নির্দ্দয় উৎপীড়ন শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল।

অরুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিল। সে আবার অস্থির হইয়া পড়িল। অবিচারে আক্রান্ত ঝি চাকরের পক্ষ লইয়া,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইল।

ফলে ঘোর অনর্থ বাধিল। অশান্তির আগুনে অরুর মন বুদ্ধি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। সাংসারিক অ-সাংসারিক প্রত্যেক কাযে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতাপ খিটিমিটি বাধাইয়া, অযথা উৎপাত করিয়া ঝি চাকরদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহারা আগামী মাসে চাকরি ছাড়িয়া দিবে, বলিয়া জানাইল।

প্রাণপণে আত্মসংযমের চেষ্টা করিয়াও—অরু ক্ষণে ক্ষণে মানসিক স্থৈর্য্য হারাইতে লাগিল। মন,—পাগলের মত হইয়া উঠিল!

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—স্বামী,—দেবতা। সন্দেহ নাই। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচার—শক্তি ব্যয় করিয়া, দুর্ব্বলকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পীড়ন করিয়া,—সে দেবত্ব কোনদিকে যাই-তেছে? জিতের দিকে,—না হারের দিকে?

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল।

অর্দ্ধ রাজ্যসহ রাজকন্যার কোন সন্ধান মিলিল না।

প্রতাপ এবার অন্তরে অন্তরে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের উপর রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্দেহ হইতে লাগিল দৈবজ্ঞ ঠাকুর কোন কিছু প্যাঁচ কসিয়া প্রতাপের আসন্ন লভ্য—অবশ্য প্রাপ্য, রাজ্য ও রাজকন্যা আটক করিয়াছেন।

যজমান বাড়ী হইতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন বাবদ উপার্জ্জনের জিনিস পত্র লইয়া, প্রতাপের সদর বাড়ীর আড্ডায় ফিরিলেই দৈবজ্ঞ ঠাকুরও প্রতাপের মেজাজের উত্তাপ এক একদিন টের পাইতেন। কিন্তু তিনি সেয়ানা-শয়তান—! বোকা-শয়তান প্রতাপকে দৈবশক্তির দোহাই দিয়া বাক-চাতুর্য্য জালে আবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিতেন না। নূতন নূতন প্রলোভনের উত্তেজনায় প্রতাপ মাতিয়া উঠিত! দৈবজ্ঞ ঠাকুরের জয় পতাকা উড়াইয়া,—তাঁহার অসাধারণ দৈবশক্তির সম্বন্ধে ধাপ্পাবাজির ঢাক বাজাইয়া, আবার তাঁহার নূতন শিকার যোগাড় করিয়া দিত।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর খুশী হইতেন। বৃহৎ বৃহৎ আশীর্ব্বচন বর্ষণ করিতেন।

তবু রাজত্ব বা রাজকন্যা কিছুই জুটিল না।

সেদিন পাশের গ্রামে একজন মোটা-যজমানের মাথা কামাইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর বেশ ভাল দক্ষিণা ও সুবৃহৎ মোট লইয়া গ্রামে ফিরিতেছিলেন। পথে কয়েকজন রোগ-পীড়িত, ভাগ্যান্বেষী, অলস কৌতূহলী লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ঘোরতর উৎসাহের সহিত প্রত্যেকের শ্রুতি-সুখকর

আশা ও আনন্দের বাণী শুনাইয়া মোটা মোটা টাকার স্বস্ত্যয়নের ফর্দ্দ দিয়া, পরম সন্তোষের সহিত হাসিমুখে আলাপ করিতে করিতে প্রতাপের সদরে পৌঁছিলেন।

বৈকালিক নিদ্রাভঙ্গের পর প্রতাপ নিরতিশয় রুক্ষ-চিত্তে সদরের বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিল। দূর হইতে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাণ্ড দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল!..... সে দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে পথ দেখাইয়া এ গ্রামে আনিল, নিজের গৃহে রাখিল—খাওয়াইল, পরাইল। এত টাকা খরচ করিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিল,—নিজে কত কষ্ট স্বীকার করিয়া গেরুয়া, হবিষ্য পর্য্যন্ত ধরিল, তথাপি দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কৃপার যোগ্যপাত্র হইতে পারিল না। অর্থাৎ রাজত্ব ও রাজকন্যা আদায় করিতে পারিল না। আর ওই রাস্তার লোকগুলা হইল কি না দৈবজ্ঞ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র।

হিংসায় চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল! মনে হইল তাহার অনুগত দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ওই লোকগুলা আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে দৈবজ্ঞ ঠাকুর প্রতাপেরই আয়ত্তাধীন এবং প্রতাপ-ই তাঁহার আশ্রয়দাতা।

দ্রুত অগ্রসর হইয়া প্রতাপ অনাবশ্যক প্রভুত্বসূচক স্বরে হাঁক দিল—"এত দেরী করলেন! অ-ভট্‌চাজ মশাই, শীগ্‌গীর শুনুন —"

প্রতাপের রুধির শোষণ করিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর আপাততঃ বেশ স্ফীতোদর হইয়াছেন। সুতরাং প্রতাপের দ্বারা তিনি যে উপকৃত হইয়াছেন, এ কথাটা প্রাণপণে নিজে বিস্মৃত থাকিতে চাহিতেন এবং লোক সমাজকেও বেশ জোরের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে প্রতাপচন্দ্র নামক অপদার্থ জীবটি তাঁহার অবজ্ঞাভাজন উপহাসের পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তবে কি না ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ সেবক, তাই কৃপা করিয়া ভক্তির অত্যাচার সহ্য করেন।

অতএব হাঁক শুনিয়া দাঁড়াইলেন। লোকগুলিকে শুনাইয়া চাপা গলায় ব্যঙ্গভরে বলিলেন "এই আরম্ভ হোল! দু-দণ্ড আমি কাছে না থাকলে মিত্তির চোখে সর্ষে ফুল দেখে!"

দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে খুশী করিবার জন্য লোকগুলি পরস্পরের পানে চাহিয়া উপহাস ভরে হাসিল।

প্রতাপ দূর হইতে ব্যাপারটা দেখিল। অর্থ বুঝিল না, মনে মনে ভয়ানক চটিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর প্রতাপের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "যাচ্ছি। চাকরকে বলুন এক ছিলিম তামাক সাজুক।"

তারপর লোকগুলির মধ্যে রোগজীর্ণ চেহারার এক ব্যক্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন "গ্রহশান্তি করলেই আপনার হাঁপানির ব্যায়রাম সেরে যাবে, কোন চিন্তা নাই। তিনটে গ্রহশান্তিতে কম্‌সে-কম্ তিন তেরং উনচল্লিশ টাকা লাগবে। টাকা যোগাড় করে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কালীঘাটে গিয়ে কম খরচায় সেরে দেব। নিশ্চয় ভাল হবেন, কোন ভয় নেই।"

লোকটি কৃতজ্ঞভাবে বলিল "যে আজ্ঞে।"

প্রতাপ অধীরভাবে আবার হাঁকিল "ও ভট্চাজ মশাই—"

"আঃ, জ্বালাতন করলে! আচ্ছা টাকা যোগাড় হলে আসবেন, আসি এখন।"

লোকগুলি নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর আসিয়া বারেণ্ডায় উঠিলেন। নূতন গামছায়-বাঁধা, ভারী মোটটা দুয়ারের পাশে নামাইয়া রাখিয়া মোলায়েম হাস্যে বলিলেন "এত তাগাদা কেন? ব্যাপার কি?"

ক্রুদ্ধস্বরে প্রতাপ বলিল "ওদের সঙ্গে কি অত কথা হচ্ছিল ?"

"আরে মশাই, ভট্চাজ আপনি ছাড়া আর কারুর নয়। ওরা দায়গ্রস্ত হয়ে এসেছিল, তাই দুটো সদুপদেশ দিচ্ছিলাম। তাই বলছিলাম ওদের, যে—যে যতই বল বাবা, প্রতাপবাবুর মত এমন মহৎ অন্তঃকরণ আর দেখলাম না। এমন ভক্তি, বিশ্বাস কারুর নেই।"

স্তব গান শুনিয়া প্রতাপ গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। হাঁকিয়া বলিল "এই শম্ভু শূয়োর, পা ধোবার জল আন্। ভট্চাজ মশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছিস না ?"

দেখিতে পাইবার কথা নয়। শম্ভু ঘরের ভিতর আলো সাফ করিতেছিল।

বিনা প্রতিবাদে সে জল আনিয়া দিল। পা ধুইয়া, গায়ের উড়ানি খুলিয়া, দৈবজ্ঞ ঠাকুর মোটটা তুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নিজের তক্তপোষের তলায় নিরাপদ স্থানে মোটটি সযত্নে রাখিয়া তক্তপোষে বসিলেন। নিজের দেহে পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিলেন "শম্ভু তামাক দে।"

প্রতাপও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ঘরের অন্য পাশে প্রতাপচন্দ্রের বিছানা আলাদা তক্তপোষে পাতা ছিল। সে বিছানার শতরঞ্জি হইতে বালিশের ওয়াড়, চাদর, মায় মশারী পর্য্যন্ত গেরুয়া রঙে ছোপানো।

প্রতাপ যখন যা করিত,—সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাটাই ভালবাসিত। বিশেষতঃ তাহার জানা ছিল, মনুষ্য সমাজ হইতে দেবদেবীদের সমাজে পর্য্যন্ত গৈরিক রঙটা বেশ আতিশয্যের সঙ্গে খাতির পায়। থাকুক মনের ভিতর সহস্র পাপ-পঙ্কিল কদর্য্য বাসনার দুর্গন্ধময় নরককুণ্ড! থাকুক চিত্ত অশুদ্ধ! আত্মশুদ্ধির তপস্যা-শ্রম অনাবশ্যক,—নাই-বা রহিল ভগবানে বিশ্বাস, নাই-বা রহিল নীতিজ্ঞান বা সদ্ অসদ্ বিবেক-বিচার! নাই-বা করা

হইল—ভগবৎ বিধানের অনুকূলে পবিত্র জীবন যাপন! চাই শুধু লোক ঠকাইবার জন্য বাহিরের দিকে ধূপ ধুনার সুগন্ধ, চাই ফুল চন্দনের বাহ্যাড়ম্বরের উৎসব,—সকলের উপর চাই—গেরুয়া রঙের চোখ ধাঁধানো মনোরম দীপ্তি! ইহাতে মানুষ তো ছার—ভগবান বলিতে যদি সত্যই কোন ভদ্রলোক থাকেন, তবে তিনিও আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য! তখন তাঁহাকে ধরিয়া, নিজের স্বার্থের অনুকূলে যে কোন দুষ্কর দুষ্কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া চলে।

অতএব গেরুয়া রঙের উপর প্রতাপের মোহ পড়িয়াছিল উদ্দাম আবেগে!

দৈবজ্ঞ ঠাকুর ভাবাবেশে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে বলিতেন "তারিপ না করে থাকা যায় না। আহা, এমন ভক্তি আর দেখলাম না।"

শয্যায় গা ঢালিয়া, অলস আরামে গড়াগড়ি দিতে দিতে এই ভাবের তোষামোদে, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ভণ্ডামির মাত্রা যত উর্দ্ধে উঠিতেছিল,—প্রতাপের বুজরুকির মাত্রাও তত চড়িতেছিল।

দুজনেই ভাবিতেন সত্যের সাধনা নিরর্থক! জ্ঞান, কর্ম্ম, বিবেক কাহাকেও আমল দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।—চাই শুধু অলস আরামে শুইয়া শুইয়া,—ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের রঙীন কল্পনায় মশগুল থাকা এবং দৈবের মুখাপেক্ষী হইয়া সৎকর্ম্ম-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখায়!

এদিকে আলস্যের চর্চ্চায়, মানসিক জড়তা বুদ্ধির জড়তা উৎপন্ন হইয়া,—তাঁহাদিগকে যে প্রমাদের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কাহারও ছিল না।

দৈব নির্ভরশীল, অলস, শ্রম বিমুখ অসদুপায়ে অল্প শ্রমে বিপুল-লাভ-তৃষ্ণার্ত্তের জীবনে,—দৈব এমনই দুর্দ্দৈবের আকারে আবির্ভূত হয়!

বিছানায় হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া, তাকিয়াটা মাথার নীচে টানিয়া

প্রতাপ বলিল "সব তো হোল ভট্‌চাজ মশাই, আপনার তো বেশ পয়সা আসছে।—কায কম্ম বেশ জুটে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যে এত খরচ করলুম, স্বস্তেনের ফল ফল্‌ল কই? তিন দিনের মধ্যে ফল্‌বে বলেছিলেন,—তিন হপ্তা পার হোল, কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি নে।"

চাকর তামাক সাজিয়া আনিল। নিজের তাকিয়ায় হেলিয়া, আধা-শোয়া আধা-বসা অবস্থায় আরামে হুঁকা টানিতে টানিতে দৈবজ্ঞ ঠাকুর মোলায়েম সুরে বলিলেন 'হবে হবে। সবই সময় সাপেক্ষ।' বলে "সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে—"

প্রতাপের স্বাভাবিক উত্তেজনা—প্রবণ চিত্ত তাতিয়া উঠিল! তক্তপোষে সজোরে চাপড় মারিয়া রুষ্ট স্বরে বলিল "তাহলে আমার এতগুলা টাকার শ্রাদ্ধ করালেন কেন মশাই?"

"শুধু টাকার শ্রাদ্ধই দেখছেন, সেই সঙ্গে কত দুর্ভোগ আপনার কাট্‌ল, তা তো জানছেন না। শুনেছেন তো, জ্যোতিষীরা বলেছে—শনি এখন আপনার রন্ধ্রগত, সামনে মৃত্যুসঙ্কট যোগ উপস্থিত।"

"আরে মশাই, এ যে 'মরার বাড়া গাল' হোল! ভিটে শুদ্ধ, বন্ধক দিয়েছি। হাতে একটি পয়সা নেই,—করি কি?"

হুঁকায় একটা সুদীর্ঘ টান দিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন "আসবে পয়সা, নিশ্চিন্ত থাকুন। একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা আপনি বিপুল অর্থ সম্পত্তি লাভ কর্‌বেনই করবেন। আমার গণনা অব্যর্থ, আমার ক্রিয়াফল অমোঘ। ব্রাহ্মণ সন্তান আমি, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি—"

বলিতে বলিতে দৈবজ্ঞ ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। গর্ব্বভরে বুক চিতাইয়া, যাত্রাদলের ভীমসেনের অনুকরণে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "আমার কথা

কক্ষণো মিথ্যা হতে পারে না। পারেই না। একজন স্ত্রীলোক,—তিনি কুমারী হোন, সধবা হোন, বিধবা হোন—"

প্রতাপ বাধা দিয়া বলিল "ধনী মহিলা?"

"মহিলা" শব্দটার অর্থ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ভালরূপ জানা ছিল না। থতমত খাইলেন। কিন্তু হটিবার পাত্র তিনি নহেন। মুহূর্ত্তে আত্মদমন করিয়া সদর্পে বলিলেন "হাঁ, তাও হতে পারে। মোট কথা স্ত্রীলোকের অর্থ আপনি পাবেন-ই পাবেন।"

অতীতের স্মৃতি মনে জাগিল। ফিরিঙ্গি বারবনিতাগুলিকে ঠকাইয়া এক সময় বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছে। অরুকেও ‥! কিন্তু সেটা প্রতাপ ধর্ত্তব্য মনে করে না। যেহেতু ক্রীতদাসের সম্পত্তিতে প্রভুর সর্ব্বদা অধিকার! স্ত্রী তো তার চেয়ে অধম, এবং স্বামী তো সেখানে সাক্ষাৎ দেবতা। সে ক্ষেত্রে অধিকার তত্ত্বের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠাই অন্যায়, অস্বাভাবিক!

তা ছাড়া সেটা অতীতের কথা। সেটা ভুলিয়া থাকাই আরামপ্রদ। কৃতজ্ঞতার সহিত সেটা স্মরণ রাখা স্বস্তিদায়ক নয়! প্রশ্ন এখন—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে!

সে সম্ভাবনা আর কোন দিক হইতে সফল হইতে পারে?

এ কয়দিনের বিরক্তিকর নিষ্ফল প্রতীক্ষায় প্রতাপচন্দ্র বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে,—প্রতাপের মত অবস্থার পত্নীবান আটত্রিশ বছর বয়সের সুপাত্রকে অর্দ্ধরাজ্য সহ রাজকন্যা দিবার জন্য কোনও রাজা ব্যগ্র ব্যাকুল হয় নাই। অন্ততঃ এ বাংলা দেশে তাহা থাকা, একান্ত অসম্ভব।

তবে? আর বাকী কে?

অবচেতন মনের দ্বারে ধাক্কা হানিয়া, নিরুদ্ধ বাসনা অসামাজিক মূর্তিতে, সন্তর্পণে কল্পনার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিল!

প্রতাপ আড়চোখে নিজের মনের গুপ্ত অন্তঃপুরের দিকে চাহিল। পাপাত্মার কৃতঘ্নতা-কলুষিত চিত্তপটে জাগিল সাভরণা, সভর্তৃকা, সন্তানবতী, ধনী ভদ্র মহিলা—শান্তিদেবীর নিষ্কলুষ, পবিত্র, স্নেহময়ী মূর্তি!

রক্তের গন্ধে যেমন বাঘ মাতিয়া উঠে, পরস্ব—এবং পরস্ত্রী-লোলুপ প্রতাপের সারাচিত্ত তেমনি হিংস্র লুব্ধতায় মাতিয়া উঠিল। প্রতাপ উত্তেজিত ভাবে বলিল "বলুন দেখি, তিনি কি সন্তানবতীও হতে পারেন?"

হুঁকা টানা স্থগিত রাখিয়া,—কিঞ্চিৎ চিন্তার ভাণ করিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "হাঁ, তাও হওয়া অসম্ভব নয়!"

সোল্লাসে নিজের উরুদেশে সশব্দে চপেটাঘাত করিয়া প্রতাপ বলিল "ব্যস, মিল্ গিয়া! কিন্তু প্রতিবন্ধক রয়েছে যে?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর বুঝিলেন প্রতাপের মনের মধ্যে কোনও একটা কদর্য্য ফন্দি আবির্ভূত হইয়াছে। নিশ্চিন্ত হইলেন। আপাততঃ এই খেয়ালের খোরাক যোগাইয়া কয়েকদিন তাহাকে মুগ্ধ বশীভূত রাখা যাইবে।

অতএব সর্ব্বজ্ঞ জনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বিজ্ঞভাবে বলিলেন "তা তো রয়েইছে।"

প্রতাপ দমিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া, একটু সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল "কি প্রতিবন্ধক বলুন দেখি ?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর কাশিলেন। মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া কলিকার নির্ব্বাপিত প্রায় আগুনটা পরীক্ষা করিতে করিতে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন "তাঁকে পাবার পথে !"

চরম মীমাংসা !

হতভাগ্য প্রতাপ যদি লোভে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য না হইত, তাহা হইলে ভক্তিপাত্র দৈবজ্ঞ ঠাকুরের উত্তরের ফাঁকিটুকু ধরিতে পারিত।

কিন্তু সর্ব্বনাশা বুদ্ধি তাহার সহজ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অতএব উত্তরটা নিরঙ্কুশ কবিত্ব পূর্ণ স্থির করিয়া, সানন্দে বলিল "রাইট্—ও !"

খুশীর আতিশয্যে প্রতাপ সিগারেট ধরাইল। বার কতক জোরে টান দিল। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল শম্ভু চাকর কাছাকাছির মধ্যে নাই।

নিম্নস্বরে বলিল "এখন ব্যবস্থা করুন দেখি,—যাতে প্রতিবন্ধকটি সমূলে নির্ম্মূল হয়! ঝাড়ে বংশে যেন কেউ না থাকে !"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর ফাঁফরে পড়িলেন। ব্যাপার কিছুই জানা নাই, অথচ সবজান্তার ভাণ করিতে হইবে! নচেৎ উদ্ধত-স্বভাব প্রতাপচন্দ্রের কাছে নিস্তার নাই।

বিপন্ন হইয়া বলিলেন "তা—তা—"

অধীর হইয়া প্রতাপ রূঢ়স্বরে বলিল "তা—তা করলে চলবে না। অনেক পয়সা আমার নিয়েছেন। আলবৎ আমার উপকার দেখান চাই। দেখাতে আপনি বাধ্য!"

হায়! স্বস্ত্যয়ন বাবদ সমস্ত উপার্জ্জনের টাকা, মায় অন্যান্য স্থানের পর্য্যন্ত দৈবকার্য্যে লব্ধ বাসন ও বসন বিক্রয়ের লাভের টাকা পর্য্যন্ত, সব যে এই তক্তপোষের নীচে, তালাবদ্ধ ট্রাঙ্কের অভ্যন্তরে মজুত! গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রতাপ যদি দৈবজ্ঞ ঠাকুরের বেয়াল্লিশ বছরের পুরাতন, টাক-ধরা মাথায় একটি বিরানব্বই সিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া দেয়, তবে তিনি সদ্যঃ গঙ্গালাভ করিবেন। আহৃত সম্পদ ভোগ করিবে কে? অথবা যদি সব টাকাগুলি কাড়িয়া লইয়া, এখনই তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দেয়—?

শেষোক্ত চিন্তা আরও দুঃসহ!

উৎকণ্ঠা বোধ হইল। কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। নীরস কণ্ঠে দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "হাঁ দেখাব বই কি। নিশ্চয় উপকার দেখাব। সেইজন্যে ত···দাঁড়ান আগে একটু জল খাই।"

ঘরের কোণে মাটীর কলসীতে জল ছিল। উঠিয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর খুব খানিক জল পান করিলেন। তারপর বলিলেন "উপকার আপনি পাবেন-ই একদিন। আমার যা কর্ত্তব্য, যথাশাস্ত্র ঠিক ঠিক কায করেছি। কোথাও কসুর করিনি—"

সরোষে প্রতাপ বলিল "আমি হাতে হাতে ফল চাই! তার ব্যবস্থা কি করছেন; করুন!"

প্রতাপ নিজেকে মস্ত ঐন্দ্রজালিক বলিয়া অক্রূর কাছে বড়াই করিয়া-ছিল!—যেহেতু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা সহধর্ম্মিণীর বিরুদ্ধে আক্রোশবশে মিথ্যা কুৎসা প্রচারে সে অবহেলায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল। জনসাধারণ বিনা

দ্বিধায় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল! সে কৃতিত্ব না কি প্রতাপের অপরিসীম শক্তিশালী ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে ঘটিয়াছিল!

কিন্তু প্রতাপ জানিত না,—তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে গুলিয়া—খাইবার শক্তি, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের আছে! তিনি প্রতাপের চেয়ে ঢের বড় তথা-কথিত—ঐন্দ্রজালিক!

প্রতাপের জুলুমের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চট্ করিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর এক অদ্ভুত ফন্দি আবিষ্কার করিলেন! গম্ভীর হইয়া বলিলেন "ছ-মাসের পথ ছ'দিনে পার হতে চান? তাহলে মশাই—খেচরী মুদ্রা সাধন করুন!"

"খেচরী মুদ্রা? তাতে কত মুদ্রা ব্যয় পড়বে?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর বিচক্ষণ ব্যক্তি। জানা ছিল—প্রতাপের মুদ্রার তহবিল শূন্যপ্রায়। এখন ব্যয়ের ফর্দ্দ দাখিল করিলে প্রতাপ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে! চাই কি, স্বার্থ সাধনের জন্য দৈবজ্ঞ ঠাকুরের তহবিল আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না!

অতএব পূর্ব্বাহ্নে তিনি সাবধান হইলেন। মাথা নাড়িয়া পরম হৃদ্যতার সহিত বলিলেন "না না, ব্যয় এক পয়সাও নয়!"

লুব্ধ ব্যগ্রতায় প্রতাপ বলিল "তবে? তবে কি চাই?—"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "চাই শুধু আপনার শারীরিক মানসিক সংযম। সে তো আপনার যথেষ্টই আছে। উপরন্তু এই ক'দিন কোন স্ত্রীলোকের—এমন কি আপনার স্ত্রীর পর্য্যন্ত মুখদর্শন নিষেধ।"

"বেশ ত দিনান্তে দু একবার খাবার জন্যে বাড়ী যেতাম, তা না হয় যাব না। এখানেই খাবার আনিয়ে খাব। আর কি চাই?"

"কাল আপনাকে একটা বিশেষ মন্ত্র দেব। সেই মন্ত্র জপ করলেই, ঐশীশক্তি আপনার বশীভূত হবে। তখন সেই শক্তিকে আকর্ষণ করে,—আপনি যেমন ভাবে খুশী অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করতে পারবেন।—যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন।"

কথাটা নূতন নয়। পূর্ব্বেও দুই দফা শান্তি স্বস্ত্যয়নের ফর্দ্দ বাবদ ঐশী-শক্তি বশীকরণের কথা প্রতাপকে শোনানো হইয়াছিল।

অতএব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রতাপ বলিল "শুধু এতেই হবে? আর কিছু লাগবে না?"

চতুর দৈবজ্ঞ ঠাকুর বুঝিলেন প্রতাপ সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দুই দফা ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং পুনশ্চ ব্যর্থতার আশঙ্কা প্রতাপের পক্ষে স্বাভাবিক! অতএব এবার একটা বড় রকমের চাল দেওয়া আবশ্যক।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহ নাই। কাশিয়া গলা সাফ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "ওই সঙ্গে আর একটি প্রক্রিয়া সাধন করা প্রয়োজন। কিন্তু সে বড় গোপনীয় তত্ত্ব,—কারুর কাছে প্রকাশ না করেন ত বলি।—"

গুপ্ত-তত্ত্বের—রহস্যের আকর্ষণ বড় তীব্র। উদগ্র কৌতূহলে প্রতাপ বলিল "না না, কাউকে বলব না, বলুন।"

"এ শুধু আপনাকে বলেই—বলছি। অন্য কেউ যদি হোত, আমাকে যদি লাখ টাকা দিত,—তাহলেও, এ গুহ্য সাধন কাউকে দিতাম না। প্রাণান্তেও এ কথা প্রকাশ করতাম না।"

ভণিতার বহর দেখিয়া প্রতাপের লোভ ও কৌতূহল চরম সীমায়

পৌঁছিল। অধীর আগ্রহে লাফাইয়া উঠিয়া, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "পায়ে ধরছি আপনার! বলুন, বলুন —"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর দর বাড়াইলেন। গম্ভীরতর হইয়া বলিলেন "বড় শক্ত সাধন মশাই, যন্ত্রণাও কিছু আছে। বল্‌ছি যে,—লাখ টাকা কি! দশ লাখ টাকা দিলেও এ সাধনের রহস্য আমি কাউকে—"

"দোহাই আপনার! পায়ে পড়্‌ছি,—বলুন। হোক শক্ত সাধন, থাক যন্ত্রণা—"

"কিন্তু হাতে হাতে সিদ্ধি! তখন ইচ্ছা মাত্রেই—চক্ষের পলকে সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধি! বসুন, বসুন।"

প্রতাপ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের পাশে বসিল। উত্তেজিত হইয়া বলিল "ইচ্ছা মাত্রেই চক্ষের পলকে কার্য্য সিদ্ধি? বলেন কি? ধরুন যদি আমার কোন শত্রুকে জব্দ করতে চাই?"

"তৎ-ক্ষণাৎ পারবেন!"

উৎসাহের আতিশয্যে প্রতাপের রসনা অর্গলমুক্ত হইল! অকুতোভয়ে বলিল "ধরুন আমার ভায়রাভাই রজনীবাবু! তাঁর মস্ত চাকরি, বহুৎ পয়সা, আবার শ্বশুরবাড়ীর দিক থেকে পেয়েছেন অনেক বিষয়! কিন্তু দারুণ শত্রু তিনি আমার! যদি তাঁর চাকরিটা খেতে চাই?"

অবজ্ঞাসূচক হাস্যে দৈবজ্ঞ ঠাকুর নির্ভয়ে বলিলেন "অনায়াসে।"

"যদি তাঁর দেহে কঠিন রোগ উৎপাদন করতে চাই?"

গাম্ভীর্য্যের সহিত দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "অক্লেশে! অক্লেশে! মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাতে পারেন—অবহেলায়!"

ভীষণ উত্তেজিত হইয়া প্রতাপ বলিল "পারব? পারব?—ঠিক বলছেন?"

"বলছি ত, অনায়াসে!—ওরে শস্তু কোথা গেলি? এক ছিলিম তামাক দে—"

"ড্যাম ইওর তামাক! সিগারেট নিন্।……এখন বলুন তো মশাই, কি কি করতে হবে আমায়?"

শিকার মুষ্টিগত দেখিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন। আত্ম-রক্ষায় পথ প্রস্তুত। এবার তিনি অসম সাহসে শাস্ত্র-তন্ত্রের পিণ্ড চট্‌কাইয়া,—কুহক-তন্ত্রের আঁধার গহ্বরে প্রতাপচন্দ্রের জন্য সমাধি রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

সিগারেটে পরিতৃপ্তির টান দিয়া আড় হইয়া বাঁ কাৎ'এ তাকিয়া ঠেসান দিয়া, ডান পায়ের হাঁটু উঁচু করিয়া, অলসভাবে দোলাইতে দোলাইতে দৈবজ্ঞ ঠাকুর জাঁকাইয়া গল্প সুরু করিলেন,—"মশাই এই খেচরী মুদ্রা সাধনের ফলে, বুঝলেন কি না?—চাই কি, সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য পায়ের তলায় এসে হাজির হয়! আমার গুরুদেব—"

প্রতাপ তখন কল্পনা নেত্রে দেখিতেছিল—রজনীবাবুর মৃত্যু ঘটাইয়াছে। বিধবা শান্তিদেবীর বৈষয়িক ব্যাপার অভিভাবকত্বের পদ প্রতাপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং পরম আরামে অতিশয় নিরাপদ পন্থায় বিধবা ও নাবালক-গণকে দিনের পর দিন সুকৌশলে ঠকাইয়া ঠকাইয়া তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছে! প্রতাপ এখন সে সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু!… শান্তিদেবী এখন তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী অসহায় নিরাশ্রয়,—মামুলি হিন্দু বিধবা!……প্রতাপের সর্ব্ববিধ প্রভুত্ব তিনি সবিনয়ে শিরোধার্য্য করিতেছেন।

অপরূপ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ভরা—মনোরম সুন্দর স্বপ্ন! প্রতাপ বিভোর-চিত্তে জাগ্রত স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর বুঝিলেন এই অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছে গুরুদেব সংক্রান্ত সুখের গল্প শুনাইলে লেশমাত্র সুখ মিলিবে না।

কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন "তারপর মুদ্রা সাধনের বিশেষ প্রক্রিয়াটি অতিশয় গুপ্ত ব্যাপার। এটি প্রাণান্তেও কারুর কাছে প্রকাশ করা নিষেধ, বুঝ্‌তে পারছেন কথা?"

প্রতাপ সচকিত হইয়া বলিল "হাঁ হাঁ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। বলুন সে ব্যাপারটা কি?"

"এখন নয়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আহ্নিক সেরে, ওই জপের আসনে বসে বল্‌তে হবে। দেখবেন সে সময় যেন কেউ এদিকে না থাকে। খুব সাবধান, এ সব তন্ত্র মন্ত্রের ব্যাপার, নিয়ম কানুন ভয়ানক কড়া! একটু— এদিক ওদিক হলে বুঝলেন কি না মহা মুস্কিলে পড়তে হয়!"

প্রতাপের ভয়-ভক্তি গাঢ়তর হইল। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সে আর বল্‌তে হবে না। থাকতে ওই এক শম্ভু ব্যাটা? ওকে এদিক মাড়াতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে সমস্ত ব্যাপারের মর্ম্ম বুঝিয়ে দেবেন।"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর চিন্তা গম্ভীর মুখে বলিলেন "কিন্তু এ সব সাধনায় খুব সাহসের দরকার! শেষ পর্য্যন্ত আপনি যদি নিজে ভয় পেয়ে পেছিয়ে যান, তাহলে বলে রাখছি মশাই, আমার দায় দোষ নেই! আপনার সিদ্ধি অসিদ্ধির জন্যে আমায় দুষবেন না।"

গর্ব্বভরে প্রতাপ বলিল "প্রতাপ মিত্তির ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাবে,— এ দুনিয়ায় এমন দুঃসাহসিক কায নেই। রাত দুটোর সময় ইন্সিওরেন্স অফিসের পাঁচীল টপ্‌কে তেতলায় উঠে, তালা ভেঙে, বড় সাহেবের খাস

কামরায় ঢুকেছি। টর্চের আলোয়, ডকুমেণ্টের পর ডকুমেণ্ট জাল করেছি। চুরি করে কপি টুকেছি।—কেউ ধরতে পারে নি, জানেন?"

এ সকল নির্ভীক আইন ভঙ্গের ঐতিহাসিক বীরত্ব কাহিনী আশ পাশের প্রতিবেশীদের মার্ফৎ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাণে উঠিয়াছে। শেষে কেহ ধরিতে পারিয়াছিল কি না, সে রহস্যও তাঁহার অবিদিত নয়। তথাপি প্রাণের দায়ে তাঁহাকে অজ্ঞতার ভাণ করিতে হইল; নিপুণ এবং দক্ষতায় মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল—"হাঁ! আপনি তো তাহলে গুণীলোক মশাই!"

ক্ষোভের সহিত প্রতাপ বলিল "কিন্তু অদৃষ্ট এখন মেরে রেখেছে! আসুক সুদিন, তখন দেখিয়ে দেব—আমি কে!"

"দেখবেন মশাই, সেদিন এ হতভাগাকে ভুলবেন না।—"

"সে প্রবৃত্তি আমার নাই। যার কাছে উপকার পাই, তাকে আমি চিরদিন মনে রাখি। তবে রাগ আমার শুধু ওই রজনীবাবুর ওপর!—লোকটা আমায় না-হক্ অপমান করেছে, ভয়ঙ্কর ঠকিয়েছে! ওকে আমি একবার বাগে পেলে হয়।—"

নিজের অবিবেক-মূঢ়তার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষমতা যদি প্রতাপের থাকিত, নিজের কৃতঘ্নতায় সে নিজেই শিহরিয়া উঠিত! কিন্তু মন বুদ্ধি তাহার তখন তামসিক জড়তায় আচ্ছন্ন। উপকারকের ধ্বংস সাধনের রাক্ষসী প্রবৃত্তি তখন তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সান্ত্বনার স্বরে দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "কোন চিন্তা নাই। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, শত্রুকে স্বচ্ছন্দে সাবাড় করুন।"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর দিনের বেলা সদরের একটা ঘরে স্বপাক হবিষ্য করিতেন, প্রতাপও তাঁহার সঙ্গে খাইত। সকাল সন্ধ্যায় জল খাবার গ্রামের এক সদ্ ব্রাহ্মণের দোকান হইতে আসিত। রাত্রের লুচি তরকারি অরু তৈরী করিত। প্রতাপ নিজে আসিয়া উভয়ের খাবার সদরে বহিয়া লইয়া যাইত—ঝি চাকরের ছোঁয়া খাস্ত অচল। যেদিন দৈবজ্ঞ ঠাকুর স্থানান্তরে শান্তিকার্য্য করিতে যাইতেন, সেদিন সেখানে আহার কার্য্য সমাধা করিতেন।—প্রতাপ তখন বাড়ীতে বসিয়া খাইতে বাধ্য হইত, এবং সাধ্যমত নানা অনাচারের ছুতা ধরিয়া বাড়ীর প্রাণী তিনটিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত।

খেচরী মুদ্রা সাধনের হাল হদিশ সমস্ত নিভৃতে জানিয়া লইয়া সেদিন রাত্রি নয়টার সময় প্রতাপ যখন খাবার লইয়া যাইবার জন্ম বাড়ী ঢুকিল, তখন তাহার চোখে মুখে হর্ষোত্তেজনা ফাটিয়া পড়িতেছে!—যেন এইমাত্র সে রাজ্য জয় করিয়া আসিতেছে!

অরু রান্নাঘরে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। উৎসাহিত পদে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতাপ শশব্যস্তে এক নিঃশ্বাসে বলিল "শোনো, শোনো। কাল থেকে আমি এক নতুন সাধন সুরু করব! সেটা দিন দশ পনের চলবে।—ভারি কড়া নিয়ম। আমি কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখব না, বাড়ী ঢুকব না। সারাক্ষণ সদরে থাকব। হরিরমাকে বারণ করে দিও। ও যেন প্রাণান্তেও সদরের ঘরে না ঢোকে। তুমিও যেন যেওনা ওদিকে, বুঝলে?"

বুঝিবার চেষ্টায় অরু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। ওদিকে কড়ায় ঘি জলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, আবার লুচি ভাজার কাযে মন দিতে বাধ্য হইল। ব্যাপারটা ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে অবকাশ মত বুঝিয়া লইবে ঠিক করিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল "আচ্ছা।"

প্রতাপ দ্রুতস্বরে বলিল "ভয়ঙ্কর শক্ত সাধন। একটু এদিক ওদিক হলে অনর্থের শেষ থাকবে না। বুঝতে পেরেছ?"

অরু পূর্ব্ববৎ জবাব দিল "হুঁ।"

প্রতাপ পুনশ্চ বলিল "আর একটা কথা। আমি তো কাল থেকে বাড়ী ঢুকব না। রাত্রের খাবার,—মানে ভটচাজের আর আমার—তুমি নিজে নিয়ে গিয়ে সদরের ওই ছোট ঘরে রেখে এস। শম্ভুকে সঙ্গে নিয়ে যেও। সে আমাদের ডেকে দিয়ে তোমার সঙ্গে চলে আসবে। তারপর আমরা ও ঘরে গিয়ে খাব। শুনলে?"

অরু সংক্ষেপে বলিল "বেশ ত।"

অরুর এই নির্লিপ্ততায় প্রতাপচন্দ্র অন্তরে অন্তরে অধীর হইয়া উঠিল! দৈবজ্ঞ ঠাকুর যে অত ভালবাসিয়া, অত অনুগ্রহ করিয়া,—দশলাখ টাকার চেয়ে, উচ্চ মূল্যের গুপ্ত সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য তাহাকে আজ এইমাত্র বলিয়া দিয়াছেন, সেটা যত বড় গুপ্ত ব্যাপার হউক, এবং অন্য সকলের কাছে গোপন রাখা যত সহজ হউক, অরুর কাছে অন্ততঃ আভাসে ইঙ্গিতে কতকটা প্রকাশ না করিলে, প্রতাপের স্বস্তি নাই।—অরুকে জানান চাই প্রতাপ কত বড় ধর্ম্মবল সম্পন্ন কর্ম্মবীর!

খামখেয়ালি প্রকৃতির মানুষদের অন্তঃপ্রকৃতির গঠন-বৈচিত্র্যের, বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ। তাহারা আজ যাহাকে অকারণে বা তুচ্ছ কারণে,—হিংস্র আক্রোশে নখে ছিঁড়িয়া খাইতে চায়, প্রয়োজনের দায়ে

ঠেকিলে কাল তাহাকে পরম সমাদরে সসৌজন্যে অভ্যর্থনা করিয়া, ঘরে ডাকিয়া লয়। কুটিল শত্রুতায়—নৃশংস বর্ব্বরতায়, কোনওখানে তাহাদের সংযমের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু অন্তরের একটা দিক এমন দুর্ব্বলতায় পরিপূর্ণ থাকে যে, অতি-বড় মিত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও তাহাদের কুণ্ঠা নাই এবং আজ যে শত্রুটির প্রতি সহসা সদয় হইয়াছে,—নিজের বা পরের গুপ্ত-রহস্য, তাহাকেই শোনাইবার সুযোগ পাইলে তৃপ্তিরও, সীমাবোধ করে না। তাতে মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, ভাল মন্দ যাহাই হউক—ইহারা সে বিচারের অপেক্ষা রাখে না।

অরুর উপর প্রতাপের যত বিদ্বেষ থাক,—অরুর মতামত গুলা যত অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করুক, এবং হিংস্র আক্রোশে অরুকে উৎপীড়ন করিয়া প্রতাপ নিজের পৌরুষ দম্ভ চরিতার্থতায় আরাম, যতই উপভোগ করুক,—তাহার প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা ছিল, অরুকে পরম-বিশ্বাসে সমস্ত গুপ্তকথা জানাইয়া দেওয়ায়। এটা যে ভালবাসার খাতিরে করিত এ কথা মনে করা ভুল।—কারণ নিজের দুর্নীতি-গত স্বার্থ-লোভ ছাড়া প্রতাপ কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই।

মুখে যতই কটুক্তি উচ্চারণ করুক, মনে মনে জানিত—অরু বিশ্বস্তা। কতকটা নিজের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার জন্য, কতকটা অরুর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের গুণে—প্রতাপ নিজের জীবনের সমস্ত মারাত্মক গুপ্তকথা অরুকে না জানাইয়া সুস্থির হইতে পারিত নাই।

আজও পারিল না।

বলিল "ছাখো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।—"

পরক্ষণে নিজেই সজোরে বলিল "নাঃ থাক। মেয়ে মানুষকে সব কথা

বলা উচিত নয়। উঃ, রান্নাঘরটা কি গরম! আমি বাইরে বসছি। শীগ্‌গির খাবার দাও।"

বাহিরে আসিয়া সে রান্নাঘরের রোয়াকে একবার বসিল। পরক্ষণে উঠিয়া খানিক পায়চারী করিল। আবার বসিল, আবার উঠিল। তারপর উঠানে নামিল। খানিক এদিক ওদিক ঘুরিল। শেষে বারেণ্ডায় গিয়া ঢুকিল।

হরির মা বারেণ্ডায় বসিয়া পান সাজিতেছিল। প্রতাপ হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ন করিল "আচ্ছা, রজনীবাবুর নিজের ভাই তো নাই। ভাইপো, কি জ্ঞাতি কেউ আছেন?"

প্রৌঢ়া ভয়ে ভয়ে বলিল "তা তো জানিনি বাবু।—"

প্রতাপ বলিল "যাও তো। তুমি একবার রান্নাঘরটা আগলে বোসো। তোমার দিদিমণিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও। একটা জরুরী কথা আছে।"

প্রৌঢ়া সভয়ে পানসাজা বন্ধ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গেল।

একটু পরে আঁচলে ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে অরু বারেণ্ডায় ঢুকিল। বলিল "লুচি ভাজা হয়ে গেছে।"

প্রতাপ অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে করিতে, ঘরের এটা ওটা জিনিস লক্ষ্য করিতে করিতে, অন্যদিকে চাহিয়া বলিল "থাক। একটু পরে নিয়ে যাব।·· আচ্ছা রজনীবাবু—"

ত্রস্তে সে থামিল।

পরক্ষণে হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সদম্ভে বলিল "হুম্বাবাঃ! এবার তোমার রজনীবাবুকে ঘায়েল করে ছাড়ব! এবার তাঁর নিস্কৃতি নাই, জেনে রাখ।"

অরু শঙ্কিত, নির্ব্বাক। প্রতাপের মাথায় কখন কোন মুহূর্ত্তে, কোন

ছুতায় খুব চড়ে, কিছুই স্থিরতা নাই। বাদ প্রতিবাদও নিষিদ্ধ। অরূপ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরূপের নীরবতা প্রতাপের অসহ্য ঠেকিল। পৌরুষ অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সতর্ক নিষেধ ভুলিয়া প্রতাপ সদর্পে খড়মশুদ্ধ পা ঠুকিয়া বলিল "অহঙ্কারে বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়? ভাবছ আমি একটা নেহাৎ হেজি-পেজি অপদার্থ! কোন কর্ম্মের যোগ্যতা নেই আমার,—না? আচ্ছা দেখে নিও, কাল থেকে কি কাণ্ড করি! খেচরী মুদ্রা কাকে বলে জানো?"

হায় দৈবজ্ঞ ঠাকুর। দৈববলে সর্ব্বজ্ঞাতা হইয়াও তিনি প্রতাপের এই তুচ্ছ দুর্ব্বলতাটুকু জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতে পারিতেন, তবে বুঝিতেন, দৈবের পরিহাস-শক্তি বড় কম সাংঘাতিক নয়!

অরূ সংক্ষেপে জবাব দিল—"না।"

পুনশ্চ প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করিল "খেচরী মুদ্রা কি করে সাধন করতে হয়, জানো?"

অরূ মাথা নাড়িয়া জানাইল—জানে না।

"এ সাধনে সিদ্ধ হলে, কি শক্তিলাভ হয় শুনেছ কখনো? জানে তোমার রজনীবাবু এ সব?"

"বল্‌তে পারি না।"

উত্তেজিত হইয়া পুনশ্চ খড়মশুদ্ধ পা ঠুকিয়া প্রতাপ সদম্ভে বলিল "বল্‌তে পারাপারির আছে কি? তার বাবার বাবাও এ সব গুপ্ত সাধন-তত্ত্ব জানে না!"

অরূর ইচ্ছা হইল প্রতাপকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, গুপ্ত সাধন তত্ত্ব না জানিলেও, সে ভদ্রলোক সৎপথে থাকিয়া, প্রকাণ্ড পরিশ্রমের বিনিময়ে

সদুপায়ে সসম্মানে অর্থ উপার্জ্জন করিতে জানেন। আর সেই অর্থেই সাধন-তত্ত্ব জ্ঞানে সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্রের সপরিবারের আপাততঃ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। নচেৎ এই মহৎ তত্ত্ব বিদ্যার জ্ঞান গৌরব লইয়া নিরাপদে স্ত্রীর কাছে আস্ফালন করিবার সুযোগ প্রতাপের ঘটিত না।

কিন্তু সত্য কথা কোনক্রমে উচ্চারণ করাও দণ্ডনীয় অপরাধ! দণ্ডের মাত্রাটাও হয়ত এতখানি ক্ষমতাশীল হইয়া দেখা দিবে যে সেটা অরুর ভাগ্যে সদ্যঃ যমালয়ের আতিথ্য স্বীকারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। প্রতাপের ভাগ্যেও হয়ত ফাঁসি কাঠকে এড়াইবার সুবিধামত পথ খোলা থাকিবে না।

যাক, উদার চিত্ততা ও স্নেহ মমতার দায়ে ঠেকিয়া শান্তিদিদি ও রজনীবাবু যখন কুপোষ্য পোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছেন, তখন কুপোষ্য-গণের আক্রোশপূর্ণ গালাগালি তাঁহাদের অবশ্য ভক্ষ্য!

অন্নদাতার প্রতি কৃতঘ্নতায়, স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় বিচলিত হওয়াও অরুর পক্ষে রীতিমত ধৃষ্টতা! স্বামী যখন দেবতা, তখন তাঁহার সমস্ত অকার্য্য কুকার্য্যগুলা নিঃসন্দেহে দেবলীলা বলিয়া মানিয়া লওয়াই উচিত। —ইহাই সামাজিক বিধান!

তারপর? কর্ম্মফল? হাঁ, ঋণশোধের দিন যখন আসিবে, তখন প্রতাপের সঙ্গে অরুকেও ভুগিতে হইবে,—পরিত্রাণ নাই। কিন্তু স্বামীকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও—অধিকার সে পায় নাই। একমাত্র অধিকার পাইয়াছে—চুপ করিয়া থাকার!

অতএব চুপ করিয়া রহিল।

প্রতাপ উত্তেজনার ঝোঁকে নিজেই বলিতে লাগিল "আজ অনেক পীড়াপীড়ির পর তবে দৈবজ্ঞ ঠাকুরের কাছ থেকে এ সাধনার সন্ধান আদায় করেছি। আমি ছাড়া আর কেউ কক্ষণো এ সব আদায় করতে পারে নি।

পারবেও না। এ সাধনায় সিদ্ধ হলে,—হাতে হাতে ফল! তখন ব্যস্! কেল্লা মার্ দিয়া! যা খুশী তাই কর্তে পারব, যাকে খুশী তাকে সদ্যঃ ধ্বংস কর্ব।"

ক্ষণেক চুপ করিয়া পুনরায় বলিল "আগে ধ্বংস করব, ওই উল্লুক রজনীবাবুকে!—দেখে নিও তুমি, 'ও' এবার মরবেই মরবে!"

হিংস্র শ্বাপদের মত প্রতাপের চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জলিয়া উঠিল!

অরু নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

রজনীবাবুর অমঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, প্রতাপ হিংস্র আক্রোশে নিজের মন বুদ্ধিকে কোন অশুচি রাক্ষসের কবলে নিক্ষেপ করিতেছে, অরু আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল!

অসহনীয় অবসন্নতায় আপাদ মস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল! অরু ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ অস্থির চরণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সামনের জানালায় বসিল।

রূঢ়স্বরে বলিল "বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?"

শুষ্ককণ্ঠে অরু বলিল "আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি-বা এসে যায়?"

"রজনীবাবু এবার মরবেন, মরতেই হবে তাঁকে।"

"সময় হলে সবাইকেই মর্তে হবে আমাকেও মরতে হবে। চিরকাল বেঁচে থাক্তে কেউ পৃথিবীতে আসি নি।"

"কিন্তু আয়ু থাক্তেও—মরণ ঘটানো যায়।"

অতর্কিতে অরুর মুখ হইতে অশুভ অভিশাপের মত চরম সত্য নির্গত হইল—"নিজেও মরা যায়। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যে যতটা আয়ু নিয়ে এসেছে,—পাপ কাযের ফলে সে আয়ু হ্রাস করাও চলে সৎ কাযে সৎ চিন্তায়—সে আয়ু বাড়ানোও চলে। রামায়ণে দশরথের মৃত্যু—"

শুধু পৌরাণিক উদাহরণ নয়। সদ্‌-সদ্‌ বিবেক বিচারের ধার ঘেঁষিয়া কেহ কোন কথা বলিলেই প্রতাপের গাত্রদাহ উপস্থিত হইত। সজোরে হাত-নাড়া দিয়া অরুকে থামাইয়া, অসহনীয় ক্রোধে বলিল "থাক্! রেখে দাও ওসব বুজরুগি! ও সব ঢের শুনেছি। এ রামায়ণের গল্প নয়, ঠাকুরদাদার ঝুলি নয়—খাঁটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। খুব যন্ত্রণাদায়ক সাধনের খেলা! কি করতে হবে জানো তার কিছু? কচু জানো। শুনবে ব্যাপার?"

অরু হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিক ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম সীমা কোথায়,—তাহা অরু জানে বলিয়া, মনে করে না। তবে শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যের সহিত তাহার যতটুকু পরিচয় আছে, এবং যে স্থায় ও ধর্ম্মবিধির অনুশাসন পালন করিয়া সে জীবনে অসহ্য দুঃখের মাঝেও শান্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছে,—সে বিধানকে মনে প্রাণে সত্য জানিয়া শ্রদ্ধা করে। সে সত্য প্রতাপের বিচারে,—পৌরাণিক গল্প হউক, প্রাচীন কুসংস্কার হউক বা বুজরুকি আখ্যা লাভ করুক, অরুর ক্ষতি নাই।—সে নিজের জীবনে যাহাতে উপকৃত হইয়াছে, সে সত্যকে প্রাণান্তেও অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কিন্তু আদেশ যখন চুপ করিয়া থাকিবার, তখন চুপ করিতেই বাধ্য।

প্রতাপ সদর্পে বলিল "শুনবে?"

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করিয়া, নিজের জিহ্বার অগ্রভাগ কণ্ঠ তালুর দিকে উল্টাইয়া দেখাইল।

বলিল "এই যে জিভের নীচের সূক্ষ্ম জোড়টা দেখছ, এই জোড়টা ক্ষুর দিয়ে প্রথমে কেটে ফেলতে হবে। তারপর গঙ্গামাটী, গোয়ালের মাটী, আরও তিন রকম মাটী দিয়ে জিভ মেজে পবিত্র করে—জিভটা উল্টে টাক্‌রার

মধ্যে ঢুকিয়ে রাখব তারপর একাসনে জপ! ব্যস্ দশদিনে সিদ্ধি। তখন একটা অব্যর্থ ঐশীশক্তি এসে মুঠোর মধ্যে ধরা দেবে। তার দ্বারা,—যা ইচ্ছে তাই করতে পারব!"

মূর্খ প্রতাপ জানিত না, প্রকৃত খেচরী মুদ্রা সাধনের প্রণালী, স্বতন্ত্র।—লক্ষ্য বহু উর্দ্ধে। অপরের অনিষ্ট সাধনের মারাত্মক অভিপ্রায় দূরে থাক, তিলার্দ্ধ অপবিত্র চিন্তাও সে সাধনায় ত্রিসীমানায় তিষ্ঠাইতে পারে না। সে সাধনার অধিকার, শুদ্ধচেতা পুণ্যপ্রাণ যোগীর।—পরস্ব ও পরস্ত্রী-হরণ অভিলাষী কলুষিতচেতা পাষণ্ডের সাধ্য নাই সে মহৎ সাধন-রাজ্যে গায়ের জোরে অনধিকার চর্চ্চা করিতে যায়! ধড়িবাজ দৈবজ্ঞ ঠাকুর প্রতাপের অর্দ্ধরাজ্য ও রাজনন্দিনী লাভ লালসার উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শয়তানি চাল চালিয়া প্রতারণা করিয়াছেন।

অরু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল "কিন্তু গোয়ালের মাটী…?"

"হাঁ, কেন?"

"কাটা ঘায়ের মুখে?"

"কি হয়েছে তাতে?"

থতমত খাইয়া অরু ভয়ে ভয়ে বলিল "ওতে যে, মানে—গোয়ালের মাটীতে ঘোড়াশালের মাটীতে,—শুনেছি ধনুষ্টঙ্কার রোগের বীজাণু থাকে—"

কর্কশ স্বরে প্রতাপ বলিল "থাকে, থাকল! কি হবে তাতে?"

উৎকণ্ঠা রুদ্ধস্বরে অরু বলিল "কাটা ঘায়ের মুখে ও সব বিষাক্ত মাটী ময়লা দেওয়া কি উচিত? তাতে যদি রক্ত বিষিয়ে ওঠে—?"

প্রবল বিজ্ঞতাভরে প্রতাপ বলিল "হ্যাঃ, তাই কখনো উঠতে পারে? এ যে তন্ত্র মন্ত্রের ব্যাপার!"

অরু মিনতির স্বরে বলিল "রাগ কোর না। গাঁয়ে ডাক্তারের অভাব

নেই। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস্ করে—তারপর কাযটা করলে ভাল হয়—না ?"

গরম হইয়া প্রতাপ বলিল "ডাক্তাররা কি দৈবজ্ঞ ঠাকুরের চেয়ে বেশী বোঝে ? এ সব খাঁটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। ডাক্তার বদ্যিরা এর জানে কি ? তুমিই-বা এর কি বোঝ ? বুঝেছি শুধু—আমি !"

অর্থাৎ প্রতাপ নিজে সমস্তটা নির্ভুল ভাবে বুঝিয়াছে এবং তাহার বিচারশক্তি এত উচ্চ যে তাহার মধ্যে লেশমাত্র ভুল থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের তুচ্ছ জ্ঞান,—প্রতাপের অপরিসীম জ্ঞান বুদ্ধির নিকট নিতান্তই অবহেলার বস্তু !

অরু অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত বলিল "সে তো ভালই। তবু জেনে শুনে কায করাই ভাল। হঠকারিতা না করাই উচিত।"

প্রতাপ ভয়ঙ্কর তর্জ্জন করিয়া বলিল "হঠকারিতা ! হঠকারিতা ! বেশ করব, খুব করব ! রজনীবাবুর সর্ব্বনাশ হবে কি না, তাই তোর গায়ের জ্বালা ধরেছে, বটে ? আমি স্বামী, দেবতা ! আমার ওপর চাল ছাখানো ?"

ব্যাকুল হইয়া অরু বলিল "না না, তা, আমি দেখাইনি। তুমি ভুল কোর না—"

"ব্যস চুপ ! এর পর আর একটি কথা কইলে, ঘাড় ধরে আজ রাত্রেই বাড়ী থেকে দূর করে দেব। ভেবেছিস কি ? তোকেই কি ছেড়ে কথা কইব ? রজনীবাবুকে নিকেশ করে, তোকেও সাবাড় করব ! তারপর—"

বাকী মতলবটা প্রকাশ করিল না। স্মরণ হইল শান্তিদেবী সংক্রান্ত প্রতাপের কদর্য্য মনোভাবটা আভাসেও টের পাইলে,অরু ঘৃণায় ক্ষোভে অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। প্রতাপকে হয় তো কিছু বলিবে না,—নিজে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে। পিতৃ বংশের সঙ্গে প্রতাপের সব সম্পর্ক উঠাইয়া দিবে !

কিম্বা হয় ত আজ রাত্রেই সিমলায় পত্র লিখিয়া সব জানাইয়া দিবে ; গায়ের জোরে অরুর দেহটা দাবাইয়া রাখা চলে। কিন্তু তাহার মনের জোর, মস্তিষ্কের জোরকে ত দাবাইয়া রাখিবার ক্ষমতা প্রতাপের নাই !

নিষ্ফল ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করিয়া প্রতাপ কটমট্ চক্ষে অরুর দিকে চাহিল। বলিল "বাপ লেখা পড়া শিখিয়েছিল। বোন ভগ্নিপতিকে উনি চিঠি লিখে লিখে ঘরের চাল ছেয়ে দেবেন। তাদের সুসর করবেন। খবর্দার বলছি আজ থেকে সিমলেয় কোন চিঠি লিখতে পাবে না। তারা সেখানে মরুক বাঁচুক তোমার কি ? তাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা কেন ?"

"টাকার জন্যে। তুমি নিজের সংসার খরচ চালাও,—আমি নিশ্চিন্ত হই। তাঁরাও নিষ্কৃতি পান। তাঁরা আমার মুখাপেক্ষী নন। আমরাই তাঁদের গলগ্রহ। তাই চিঠি লিখ্ তে হয়।"

"আর গলগ্রহ থাকছি না। শুধু দশটা দিন। তারপর দেখে নিও কে কার গলগ্রহ হয়। কিন্তু বারণ রইল, খবর্দার চিঠি লিখো না।"

"বেশ, লিখব না।—রাত অনেকটা হোল,—খাবার নিয়ে যাবে কখন ?"

"দেবে চল।"

খাবার লইয়া প্রতাপ চলিয়া গেল। শম্ভু চাকর আলো লইয়া সঙ্গে চলিল নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অরু রোয়াকে বসিয়া পড়িল! আভ্যন্তরিক উত্তেজনার তাড়নায় স্নায়বিক বিকলতা বোধ করিতেছিল। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া মস্তিষ্কে যন্ত্রণা হইতেছিল।

অরু জীবনে প্রতাপের নিকট হইতে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা শাস্তি পাইয়াছে,—অনেক ব্যথা কাতরতা ভোগ করিয়াছে। তবু প্রাণপণে আশা রাখিয়াছিল একদিন না একদিন প্রতাপচন্দ্রের দুর্ম্মতি সংশোধন হইবে। সে সহজ মানুষের মত সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া ভদ্র-জীবন যাপন করিবে।

কিন্তু আজ অক্রূর মন সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল! স্বামীর ইহকালের—পরকালের পরিণাম চিন্তায়—হতাশাহত-অন্তর নিষ্ফল ব্যাকুলতায় হাহাকার করিতে লাগিল!

হিংস্রচেতা প্রতাপ এ কি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক উম্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে!

আজ স্পষ্ট মনে হইতেছে—আর রক্ষা নাই! আজ আর প্রার্থনা করিতে সাহস হইতেছে না—যে হে নারায়ণ, তাহার স্বামীকে রক্ষা কর!—আজ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে—হে পরমেশ্বর, যাহা হইবার হউক। অক্রূর বা প্রতাপের যত ক্ষতি হয় হউক।—তোমার মহিমময় সূক্ষ্ম বিচারে কলঙ্ক-স্পর্শ যেন দেখিতে না হয়! ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম অক্ষত ভাবে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় জয়শ্রী বহন করিয়া তাহার বিশ্বাসী-হৃদয়ে যেন শান্তি দান করে।

২১

দারুণ গরম পড়িয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু কয়দিন হইতে এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। পল্লীগ্রামের পুকুর ডোবা শুকাইয়া গিয়াছিল, মধ্যে কয়দিন স্বল্প বর্ষণে একটু সুবিধা হইয়াছিল। আবার কড়া রৌদ্রের ঝাঁজে সব শুকাইয়া যাইতেছে। আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ তিনদিন প্রতাপ তাহার তথাকথিত খেচরী মুদ্রা সাধনে বসিয়াছে। বাহির মহলে নিভৃত ঘরে তাহাদের কি সাধন ভজন চলিতেছে,

অরু কিছু জানিতে পারিতেছে না। শম্ভু চাকর বাহির মহলে রাত্রে থাকে, দিনেও অধিকাংশ সময় ফাইফরমাস খাটিবার জন্য সেখানে থাকে। কিন্তু সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বিশেষ কারণ ব্যতীত তাহার প্রবেশ নিষেধ। তাহার কাছে জানা গেল—প্রতাপ ও দৈবজ্ঞ ঠাকুর দিনের অধিকাংশ সময় সেখানে হ্রীং শ্রীং করিয়া কি সব মন্ত্র পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে দৈবজ্ঞ ঠাকুর বাহিরে আসিয়া তামাক সাজাইয়া হুঁকার জল বদলাইয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু প্রতাপ প্রায় বাহির হয় না। প্রতাপের আহার নিদ্রাও সেই ঘরে চলিতেছে। উচ্ছিষ্ট পাত্র লইবার জন্য শম্ভু সে ঘরে দু-দশ মিনিটের জন্য ঢুকিতে পায় বটে, কিন্তু পূজার্চ্চনার ফুল চন্দন ঘট কলসী প্রদীপ পিলসুজ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু দেখিতে পায় নাই।

আরও জানা গেল, বাহিরের লোকজন কেহ আসিলে দৈবজ্ঞ ঠাকুর নিজেই বাহির হইয়া তাহাদের বড় ঘরে বসাইয়া আলাপচারী করেন। প্রতাপ বাহির হয় না। প্রতাপ যদি বা দৈবাৎ সে সময় বাহির হয়,— কাহারও সহিত কথা কহে না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শম্ভু আসিয়া জানাইল "জামাইবাবুর আজ শরীরটা খারাপ হয়েছে। রাত্রে তিনি লুচি খাবেন না। দুধসাবু করে দিয়ে আসবেন।"

অরু শঙ্কিত হইয়া বলিল "জর জ্বালা হয় নি তো?"

শম্ভু বলিল "কি জানি। বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তিনি ঘরের মধ্যে ছিলেন। দৈবজ্ঞ ঠাকুর বাইরে এসে ওই কথা বলে গেলেন।"

অরু উদ্বিগ্ন হইল। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তুমি যাও শম্ভু। বাবু যদি তোমার সঙ্গে দেখা করেন ভালই,—তাঁকেই বোলো। নইলে দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে এস, আমি একবার গিয়ে দেখলে—ক্ষতি

হবে কি? তা যদি হয়, তবে যাব না। কিন্তু ডাক্তারকে একবার আনিয়ে দেখান।"

অনেকক্ষণ পরে শম্ভু ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবু আপনাকে যেতে বারণ করলেন।"

"কি করছেন তিনি?"

"এখন তো দেখলুম আসনে বসে জপ করছেন।"

"কি বললেন?"

"কথা কইলেন না। শুধু ঘাড় নেড়ে বারণ করলেন।"

"ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছিলে?"

মাথা চুলকাইয়া শম্ভু সসঙ্কোচে বলিল "ডাক্তারের কথা বলতেই বাবু চোখ রাঙিয়ে রেগে উঠলেন। দৈবজ্ঞ ঠাকুর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "মা ঠাকরুণকে বলগে কোন ভয় নাই। আমি যখন রয়েছি, তিনি ভাবছেন কেন? ভয়ের কারণ যদি কিছু ঘটে, আমি নিজের জীবন দিয়ে বাবুকে রক্ষে করব।"

এত বড় প্রকাণ্ড দায়িত্ব দৈবজ্ঞ ঠাকুর যখন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন,—তখন নিশ্চিন্ত হইবার কথা। কিন্তু অক্রুর স্মরণ হইল, আসিয়া অবধি এমন অনেক বড় বড় দায়িত্ব গ্রহণের কথা তিনি অবলীলাক্রমে বলিয়াছেন এবং অতি সহজেই বিনা দ্বিধায় সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। জাঁক করিয়া বড় বড় কথা বলাই তাঁহার অভ্যাস,—বিশ্বাসঘাতকতা করাই তাঁহার স্বভাব। সত্য রক্ষার দায়িত্ব তিনি আদৌ গ্রহণ করেন না।

রঙ্গমঞ্চের পেশাদার অভিনেতারা পেশার খাতিরে অভিনয় করে। তাহাদের কপট আচরণ দর্শকের আনন্দ ও কৌতুক যোগায় ক্ষতি করে না। কিন্তু সংসার-রঙ্গমঞ্চে, তাহাদের চেয়ে বহু—বহুগুণে সুদক্ষ—সর্বনাশা

শক্তিশালী নিপুণ অভিনেতা অনেক আছে। তাহাদের নিখুঁত-কাপট্য-ছলনাপূর্ণ অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া,—তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া,—অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির দণ্ডভোগ করিতে হয়। ইহাদের অভিনয় দক্ষতার কাছে রঙ্গমঞ্চের বড় বড় অভিনেতারাও দুগ্ধপোষ্য শিশু! কৃপার পাত্র! সাধ্য কি তাহাদের, অভিনয় কৌশলে অতখানি কৃতিত্ব অর্জ্জন করে!

দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে অরু জানেও না, চেনেও না। কিন্তু প্রতাপের মধ্যস্থতায় এ কয়দিনে লোকটির যতটা পরিচয় পাইয়াছে,—তাহা হইতে অন্ধ-বিশ্বাসী, লালসালুব্ধ প্রতাপ না বুঝিলেও অরু অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছে লোকটির দৈবশক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে,—কিন্তু সত্যনিষ্ঠা আদৌ নাই। ছোট কথাও তিনি মোটে বলেন না।

সুতরাং শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই।

এখন তাঁহার জীবন দানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিতেও পারিল না। উদ্বেগ আরও বাড়িল। কিন্তু নিরুপায়—একান্ত নিরুপায় সে। প্রতাপ নিজেই অরুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহার মঙ্গল চেষ্টা করিবার কোন অধিকার অরুর হাতে রাখে নাই!

আসন্ন বিপদাশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যে দুঃখ এড়াইবার উপায় নাই, তাহা সহিতেই হইবে।

রাত্রে যথাসময়ে শম্ভুর সঙ্গে সদরে গিয়া প্রতাপের সাগু ও দৈবজ্ঞ ঠাকুরের খাবার পৌঁছাইয়া দিল। শম্ভুর মারফৎ আড়াল হইতে প্রশ্ন করিল "প্রতাপ কেমন আছেন?—"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর জবাব দিলেন "ভাল আছে।"

অরু ফিরিল। রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিল না।

প্রাতে শম্ভু যথাসময়ে অন্তঃপুরে আসিল।

অরু জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কেমন আছেন ?"

শম্ভু অনিচ্ছার সহিত বলিল "এখন ভাল আছেন। ঘুমুচ্ছেন।"

"রাত্রে কেমন ছিলেন ?"

শম্ভু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমর্ষভাবে বলিল "ভটচাজ মশাই বললেন—"ভাল ছিলেন।" কিন্তু আমি তো ভাল বুঝছি না।"

"কেন ? ভাল ঘুম হয় নি ?"

"আপনাকে বলতে বারণ। ভটচাজ মশাই বলে দিলেন পুরুষ মানুষদের এ সব সাধন ভজনের কথা মেয়েদের বলতে নেই। কিন্তু ডাক্তার আনতে চাইলাম, তাও তো আনতে দিলেন না। হোক না সাধন, কিন্তু অত যন্ত্রণা যখন, তখন ডাক্তার এসে ওষুদ দিলে যন্ত্রণাটা কমত তো ?"

সোদ্বেগে অরু বলিল "কি যন্ত্রণা ?"

অপ্রসন্ন মুখে শম্ভু বলিল "বলব আপনাকে ? কিন্তু ভটচাজ মশাই জানতে পারে ত—"

"পারুক জানতে। কি হয়েছে খুলে বল।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শম্ভু বলিল "রাত্রে বাবুর বড় কষ্ট গেছে। দুবার মূচ্ছো হয়েছিল। দাঁত লেগে হাত পা খেঁচে, একেক্কার! আর ভটচাজ কেবল বলছে "ও কিছু নয়, কিছু নয়।"—আরে, কিছু নয় তো মানুষ অত কষ্ট পায় কেন ? কি বলব ? ভটচাজ হয়েছেন—হাম্‌বড়া। আর বাবু হয়েছেন এক ধরণের !"

অরুর শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। হাত পা কাঁপিতে লাগিল! কথা কহিতে পারিল না।

হরির মা চেঁচাইয়া বলিল "হাঁারে, তা ভটচাজ ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছে না কেন ? তার মতলব কি ?"

"সে বলছে দৈবিক্রিয়ে অমন হয়ে থাকে। ও সব আপনা-আপনি সেরে যাবে। ডাক্তার এনে মিচিমিচি পয়সা খরচ করার দরকার নেই।—"

"নাঃ, পয়সার দরকার শুধু ভট্চাজের পেট ভরাবার জন্যে! বলি পয়সাটা কি ভট্চাজের বাবার জমিদারী থেকে দিতে হবে ? তার অত মাথা ব্যথা কেন ? চল তো দেখি—"

শম্ভু বাধা দিয়া বলিল "মেয়েদের ওদিকে যাওয়া বারণ। তা ছাড়া বাবু এখন ঘুমুচ্ছেন। চেঁচার্মেচি করলে ঘুম ভেঙে যাবে—রেগে অনর্থ করবেন। চুপ দাও।—"

তারপর ভয়ে ভয়ে বলিল "কিন্তু ভটচাজ্ যদি জানতে পারে, আমি বলে দিয়েছি—তা হলে আমার মাথা থাবে।—"

হরির মা অধিকতর জোরে চেঁচাইয়া বলিল "খেলেই হোল ? আমাদের মাথা অত তুলতুলে নরম নয়। এ কি জামাইবাবুকে পেয়েছে ?—ভদ্দো ঘরের লেখাপড়া জানা লোকের এমন কুবুদ্ধি তো কোথাও দেখি নি, মা!"

অরু অবসাদ-ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া হরির মার দিকে চাহিল।—কথাটা শ্রুতি-কটু,—হরির মার পক্ষেও হয় ত অনধিকার চর্চা। তবু সত্য ও ন্যায়ের দিক হইতে ইহা বিন্দুমাত্র অযৌক্তিক নয়!—বাস্তবিক প্রতাপের এই একরোখা অন্ধ-বিশ্বাস,—দম্ভভরা গোঁয়ার্তুমির ফল শেষ পর্য্যন্ত কোথা গিয়া দাঁড়াইবে ?

নিষ্ফল ব্যাকুলতায় মন ছটফট করিতে লাগিল। হায় হায়! কুবুদ্ধি-বশে প্রতাপ এমন অবস্থা-চক্র সৃষ্টি করিল যে, এ সময় তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিবার অধিকারে পর্য্যন্ত অরু বঞ্চিত।

হয় ত প্রতাপের দোষ নাই,—ইহাই বিধিলিপি। কিন্তু তবু না ভাবিয়া পারে না—মানুষের সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি-জাত স্বকৃত কর্ম্মফলই বিধিলিপি রচনার মূল কারণ! সে কর্ম্ম কতকটা জন্মজন্মান্তরের বটে, কিন্তু ইহজন্মের কর্ম্মও যে সেজন্য অনেক—এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে দায়ী,—তার কোন সন্দেহ নাই!

পাঁজর ভাঙিয়া, গভীর মর্ম্ম ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। ক্লান্ত-কণ্ঠে অরু বলিল "তুমি যাও শম্ভু। আজ বাজার হাট করা থাক। ঘরে যা আছে, তাতেই ভাতেভাত ফুটিয়ে নেওয়া হবে। তুমি বাবুকে দেখো গে। তিনি জেগে উঠলেই এসে আমাকে খবর দিও। তিনি কেমন আছেন, কি খাবেন জেনে এস। ভটচাজ মশায়ের কথা নয়, তাঁর মুখ থেকে কথা নিয়ে, তারপর এস।"

শম্ভু চলিয়া গেল।

অরু অতি কষ্টে স্নানাহ্নিক শেষ করিল। প্রতাপের উৎপীড়নে নিয়মিত-পূজা পাঠ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। গোপনে—অনাড়ম্বরে ইষ্টমন্ত্রটুকু মাত্র জপিয়া লয়। আজ নিভৃতে ঘরে কোণে বসিয়া জপে চিত্ত-সংযোগ করিবামাত্র—সহসা প্রতাপের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক অত্যাচার স্মৃতি মনশ্চক্ষের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল!

অন্তরাত্মার অভ্যন্তর হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"আছে আছে, কর্ম্মফল আছে! তাহার ভোগ হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যতই শক্তির দম্ভ,—যতই অহঙ্কার দর্প, প্রকাশ করা হউক,—নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেককেই স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। ভণ্ডামি করিয়া, সেই মহা বিচারকের বিচারের-ক্ষেত্রে কাহারও চোখে ধূলা দেওয়া চলে না।"

চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ পরিতাপ ভরা বেদনার অশ্রু খসিয়া পড়িল!

একটুক্ষণ পরে শম্ভু আসিয়া বলিল "বাবু জেগেছেন। কিন্তু আজ আর উঠতে পারছেন না। বসতে গিয়ে থর্ থর্ করে কেঁপে, আবার শুয়ে পড়লেন।

"খাবার কথা কি বললেন?"

"কথা তো কইতে পারছেন না। চোয়ালের খিল কেমন আটকে গেছে। ভটচাজ মশাই চোয়াল ধরে টানাটানি করলেন, সোজা করতে পারলেন না। ভট্চাজকে ফের ডাক্তার আনার জন্যে বল্লুম। উনি বল্লে—বাবু যা সাধন ভজন করছিলেন, তাতে সিদ্ধি হয়েছে। চোয়াল ধরে যাওয়া সেই সিদ্ধির লক্ষণ। দুপুর নাগাদ না কি সব সেরে যাবে। কোন রকম হৈ চৈ করতে বারণ করলেন। তাতে না কি অনিষ্ট হবে।"

অরু হতবুদ্ধি। কি বলিবে, কি করিবে ভাবিয়া পাইল না।

হরির মা রুষ্ট হইয়া বলিল "মেয়ে মানুষের বাড়ী। বাড়ীতে একটা পুরুষ মানুষ,—মানুষের মত মানুষ নেই কি না? ভট্চাজ তাই মজা পেয়েছে, নয়? যা খুশী তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুই যা তো শম্ভু আমাদের শঙ্করগঞ্জে। রায় মশাইকে, ছোট গমস্তাকে ডেকে আন। এরপর সিম্লেয় বাবুর কাছে খবর গেলে, তিনি বলবেন কি? আমরা জবাব দেব—কি?"

একান্ত হতাশা পীড়িত, অসহায় অরু আশ্বাসের আলো দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ রায় মশাইকে পত্র লিখিয়া শম্ভুকে, শঙ্করগঞ্জে পাঠাইল। শঙ্করগঞ্জের দূরত্ব এ গ্রাম হইতে চার ক্রোশ মাত্র। পাকা রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া আসা চলে।

শম্ভু ঘোড়ার গাড়ী লইয়া ছুটিল।

বাড়ীর কয়েকটা খুটিনাটি কায সারিয়া হরির মা প্রতাপের খবর জানিবার জন্য সদরে গেল।

২২

সদরে পৌছিয়া হরির মা দেখিল দৈবজ্ঞ ঠাকুর ততক্ষণে আর একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া নিজের ট্রাঙ্ক ও মোট ঘাট তাহাতে চাপাইয়া নিজে জামা জুতা পরিয়া প্রস্থানোদ্যত। হরির মা সবিস্ময়ে বলিল "এ কি ঠাকুর মশাই, আপনি যাচ্ছ কোথা ?"

মোলায়েম হাস্যে দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিলেন "কোথাও যাই নি। কেষ্টপুরে হরিশ দের বাড়ীতে আজ ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন কি না? নেমন্তন্নটা সেরে আসি।"

"তবে মোট, পুঁটুলি, তোরঙ্গ নিয়ে যাচ্ছ কেন ?"

"কাল থেকে ওঁর ছেলের স্বস্তেন করতে হবে। ওখানেই থাকব কি না। গাড়ীতে যাচ্ছি, জিনিসগুলা এই গাড়ীতেই সেখানে পৌছে দিয়ে আসি। আমি এই এলুম বলে।"

"হ্যাঁগা জামাইবাবু এখন কেমন ?"

গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর সজোরে বলিলেন "ভাল আছেন, ভাল আছেন। এখন তিনি পুজোয় বসেছেন। মা ঠাকুরুণকে বলো, আজ তিনি ভাত থাবেন। রেঁধে বেড়ে এনে পাশের ঘরে রাখুন। বাবু এখুনি উঠে খাবেন। কোন ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। গাড়োয়ান জোরে হাঁকা।—"

"এখুনি ফিরবে ত ? শীগ্রি এস বাছা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই এলুমবলে। বেলা বারোটার মধ্যেই নিশ্চয়— ফিরব।"

গাড়ী দ্রুত প্রস্থান করিল।

প্রতাপ স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিবে না। অতএব হরির মা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া প্রতাপের অবস্থা দেখিতে সাহস করিল না। অন্তঃপুরে ফিরিয়া, অরুর কাছে যথাযথ সংবাদ নিবেদন করিল।

অরুর উদ্বিগ্নতা ঘুচিল না। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করিয়া ভাত লইয়া বেলা সাড়ে বারোটায় সদরে উপস্থিত হইল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর তখনও ফিরেন নাই। প্রতাপের ঘরের দুয়ার ভেজন ছিল।—ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু শোনা গেল, ভিতর হইতে অব্যক্ত কাতর গোঁ গোঁ শব্দ আসিতেছে।

অরু ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল—প্রতাপ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় অর্দ্ধেকটা বিছানায় অর্দ্ধেকটা মেঝের ধূলায়, পড়িয়া লুটাইতেছে। প্রচণ্ড আক্ষেপের টানে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে!

অরু ঠিক ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিল! বিস্মিত হইল না। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ বোধ করিল! লোকে না জানিয়া রোগের কবলে পড়ে,—কিন্তু প্রতাপ জানিয়া শুনিয়া, কেবল মাত্র কুবুদ্ধি ও গোঁয়ার্ত্তমি বশে ইচ্ছা করিয়া দেহে এই দারুণ রোগের বিষ সঞ্চার করিল!

ইহাও কি অ-দৃষ্ট? না প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কু-পৌরুষ?

প্রতাপের মুখে চোখে জল দিতে দিতে অরু বলিল "হরির মা, তুমি গিয়ে সুভদ্রা দিদিকে ডেকে আন।"

সুভদ্রা দিদি আসিলেন। এ বাড়ী ও বাড়ীর গৃহিণীরা আসিলেন। অবস্থা দেখিয়া, অরুর কথায় নির্ভর করিয়া তাঁহারাই টাকা কড়ি ধার করিয়া দিলেন। নিজেদের বাড়ীর ছেলেদের পাঠাইয়া,—গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাশ করা ডাক্তারকে আনাইলেন।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "আরও অনেক আগে চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। এখন তো রোগ পাকাপাকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আমায় ডাকেন নি কেন?"

অরু দৈবজ্ঞ ঠাকুর সংক্রান্ত সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বলিল। ডাক্তার অচৈতন্য রোগীর জিহ্বার নিম্নস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যথার্থই সেস্থানে রীতিমত ক্ষত হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে রক্ত পুঁয জমিয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "স্ত্রীর সৎপরামর্শে অনাস্থা করে, ইনি ব্রাহ্মণ বলে—সেই চণ্ডাল-ধর্ম্মী বুজরুকটার কথায় আস্থা স্থাপন করলেন? বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মর্য্যাদা আমাদের দেশে এম্নিই বটে। প্রকৃত সাধনা মানুষের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলে। মানুষের মন, বুদ্ধি, আত্মাকে অনন্ত কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু এ তো, স্রেফ বুজরুকি, হুজুক! ইনি সাংঘাতিক ভুল করেছেন।"

অরু মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল "আজ নয়, ডাক্তার, বহু—বহুদিন আগে হইতে ওই সাংঘাতিক ভুল সুরু হইয়াছে। সে রহস্য জানিতেন শুধু অন্তর্য্যামী! আর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল শুধু—অরু। কিন্তু হিন্দু-স্ত্রী, সে। স্বামীকে অমঙ্গলের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অধিকার না কি তাহার নাই। তাই সে স্পর্দ্ধার ফলে যথেষ্ট লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছে। তাহার স্বামী জানিতেন, সমাজ-বিধি অনুসারে—স্ত্রীকে যথেচ্ছ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শাস্তিদানের অধিকার তাঁহার আছে। অতএব স্ত্রীর সমস্ত সৎপরামর্শই তিনি দম্ভভরে চিরজীবন অগ্রাহ্য করিয়া,—যথেচ্ছাচারের পথে ছুটিয়াছেন। আজ সমাজ-বিধিও সার্থক হইয়াছে, স্বামীর যথেচ্ছাচারও চরম সাফল্য লাভ করিয়াছে!

ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

বৈকালে রায় মহাশয় সদলে আসিয়া পৌঁছিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সিমলায় রজনীবাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিলে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রামেই জবাব আসিল—"যত টাকা খরচ হয় হউক,—আমাদের তহবিল হইতে দাও। আমার প্রতিনিধিরূপে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তদ্বির কর। চিকিৎসার ত্রুটি রাখিও না। প্রয়োজন হয়, সহর হইতে বড় বড় ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাও।"

টেলিগ্রামের সংবাদ শুনিয়া অরু গভীরতর বেদনাভরে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল! হায় রে, এই দেব চরিত্র, মহৎ প্রাণ, পরোপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট কামনায় প্রতাপ ঐশীশক্তির নামে পিশাচ-শক্তির উপাসনা করিয়াছিল!

উঃ, ভগবান! কে বলে তোমার বিচার নাই? তোমার অপরিসীম সূক্ষ্ম বিচার, মানুষের স্থূল চক্ষুর অগোচর,—স্থূল বুদ্ধির অতীত! নচেৎ যে প্রতাপ আজীবন বুদ্ধি চাতুর্য্যের কৌশল-গর্ব্বে, অকুতোভয়ে অনেককে প্রতারণা করিয়াছে, সেই প্রতাপ আজ অপর একজন প্রতারকের প্রতারণায় মুগ্ধ বশীভূত হইয়া, স্বেচ্ছায় মৃত্যু গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া, শোচনীয় ভাবে জীবন হারাইতে বসিয়াছে!

ইহাই ভগবানের বিচার!—পাপ-ই পাপীর শাস্তিদাতা!

তবু মানুষের কর্ত্তব্য, মানুষকে করিতে হইবে। অরু জীবনে কখনও প্রতাপকে আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। আজ পাইয়াছে। অচৈতন্য—অসহায় অবস্থায়।—আজ প্রতাপ তাহার কোন মঙ্গল চেষ্টায় বাধা দিতে পারিল না। আজ অরু প্রাণ ভরিয়া কর্ত্তৃত্ব চালাইল। সেবা শুশ্রূষা, যত্ন, চিকিৎসা মহা সমারোহে চলিল।

প্রতাপের প্রকৃতিগুণে জ্ঞাতি প্রতিবেশীরা তাহাকে সুচক্ষে দেখিত না।

কিন্তু আজ ধনী রজনীবাবুর প্রতিনিধিরূপে রায় মহাশয়কে তাহার রোগ-শয্যার পাশে উপস্থিত দেখিয়া, খাতির জমাইয়া অনেকেই রাত্রি জাগিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে আসিল।

সদর অন্দর লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপযাচক হইয়া গ্রামের উৎসাহী যুবকেরা খোঁজ তল্লাস লইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সংবাদ আনিল—তিনি পাশের গ্রাম কৃষ্ণপুরের ধনী ভদ্রলোক হরিশ দের বাড়ীতে আদৌ যান নাই। সেখানে ব্রাহ্মণ ভোজনের উৎসবও ছিল না, নিমন্ত্রণও তাঁহার হয় নাই। অধিক কি হরিশবাবু দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে মোটেই চিনেন না।

পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী মাত্র তিনখানা। সুতরাং গাড়োয়ানকে ধরা কঠিন হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া ধমক চমক দেওয়ায় প্রকৃত খবর পাওয়া গিয়াছে।—এখান হইতে সোজা রেল ষ্টেশনে গিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর পশ্চিমগামী ট্রেণের সন্ধান লইতেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা কলিকাতাগামী ট্রেণ আসিয়া পড়ে। দৈবজ্ঞ ঠাকুর অতিশয় ব্যস্ততার সহিত তাহাতেই উঠিয়া পলায়ণ করিয়াছেন।

ডাক্তারের সঙ্গে অনেকেই দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে দোষী মনে করিয়া গালাগালি দিলেন। কিন্তু অরু তাহা মনে করিতে পারিল না। তাহার স্পষ্ট মনে হইল, সে লোকটা প্রতারক হইলেও—প্রতারণার সাহায্যে প্রতাপ ছাড়া আর কাহাকেও এরূপে ধ্বংসের পথে পাঠাইতে পারিল না কেন? প্রকৃত পক্ষে সে নিমিত্তের হেতু মাত্র! প্রতাপের স্বকর্ম্মফল বা অধর্ম্মই প্রতাপকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়াছে।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাছে আর কাহাকেও এরূপ প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত করেন,

সেই ভয়ে যুবকেরা থানায় গিয়া ডায়েরী লিখাইয়া আসিল। পুলিশ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের খোঁজ লইতে লাগিল।

কিন্তু প্রতাপের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। সুচিকিৎসার গুণে মাঝে মাঝে অবস্থা ভালর দিকে ফিরিতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার নূতন নূতন উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। এ সকল উপসর্গ দমন করিবার মত মূল্যবান ইঞ্জেক্‌সনের ঔষধ পল্লীগ্রামের ডাক্তারের তহবিলে থাকে না। —যেহেতু অর্থ সামর্থ্য থাকিলেও পল্লী অঞ্চলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা নাচ গান, ভোজ আরামের বিলাস-ব্যসন উৎসবে, ইন্দ্রিয়াসক্তিগত ইতর আমোদে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করে। কিন্তু তাহাদের স্বার্থপরতা এত অধিক যে—গৃহে রোগ-যন্ত্রণায় কেহ পচিয়া মরিলেও, তাহারা লক্ষ্য করে না। সে ক্ষেত্রে তাহারা—চিকিৎসা-ব্যয়ে, মহা কৃপণ। সুচিকিৎসার মূল্য ও মর্য্যাদা তাহারা অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া এড়াইয়া যায়।

সহরে লোক পাঠাইয়া, মূল্যবান ইঞ্জেক্‌সনের ঔষধ ও বড় ডাক্তার আনান হইল। তিনিও অবস্থা দেখিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন "চিকিৎসার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে!—"

তবুও শেষ চেষ্টা চলিল। চিকিৎসায় রোগ-যন্ত্রণা মাঝে মাঝে কমিতে লাগিল। রোগী মাঝে মাঝে সুস্থ হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। সকলের আশা হইতে লাগিল, হয় ত রোগী বাঁচিয়া গেল।—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আবার রোগ-যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

অসীম যন্ত্রণা! অজানা রহস্যময়, অদৃশ্য শক্তির উৎপীড়নে, প্রতাপ অর্দ্ধ সচেতন, অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিল।

. অরু নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সে যন্ত্রণাভোগ দেখিতে লাগিল।—কি দারুণ শাস্তিবহ রোগ! কি বীভৎস ক্লেশকর শারীরিক আক্ষেপ! স্নায়ু

পেশী মজ্জা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, অস্থিগুলা সন্ধিচ্যুত হইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া যেন গুঁড়াইয়া যাইতেছে! বুক ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। পিঠের দিক হইতে আপাদ মস্তক, যেন কোন অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির টানে ধনুকের সমান্তরালে বাঁকিয়া যাইতেছে! জ্ঞান নাই,—যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষা নাই। কণ্ঠের ভিতর হইতেছে মাঝে মাঝে অব্যক্ত কাতর শব্দ!

যে স্বামী নিজের দেবত্বের মহিমা-গর্ব্বে আজীবন অজস্র যন্ত্রণা দিয়া অরুকে কাঁদাইয়াছে,—আজ সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী অত্যাচারীকে নিরুপায় ভাবে অপরিসীম রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথায় অরুর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পারিল না।—হৃৎপিণ্ড মুচড়াইয়া ভাঙিয়া নির্গত হইতে লাগিল শুধু—দীর্ঘ—দীর্ঘশ্বাস!

অন্তরাত্মার মধ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে লাগিল—"ক্ষমা কর ভগবান, ক্ষমা কর। ইঁহাকে শান্তি দাও। ইঁহাকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাও। ইঁহার আত্মার কল্যাণ কর।"

রোগাক্রান্ত অবস্থায় অরু যখন প্রতাপকে প্রথম দেখিল তখন প্রতাপের বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। সে শক্তি আর ফিরিল না। প্রতাপ একটাও কথা কহিতে পারিল না। যে রসনার সাহায্যে প্রতাপ সারাজীবন অসংখ্য মিথ্যা কথা কহিয়া বহুজনকে ঠকাইয়াছে,—বিশ্বস্তা সতী স্ত্রীর চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া স্বভাব-সিদ্ধ আক্রোশ চরিতার্থ করিয়া প্রীত হইয়াছে,—সেই অজস্র কটূক্তি-কলুষিত রসনা গঙ্গা মৃত্তিকা, গোশালা মৃত্তিকার স্থূল স্পর্শে—প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরে, পবিত্র হইয়াছিল কি না,—ঈশ্বর জানেন। কিন্তু সে রসনা প্রতাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এমন অনড় অচল হইল, যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বশে আনা গেল না।

মাঝে মাঝে যখন জ্ঞান হইতেছিল, প্রতাপ অসহায় কাতর দৃষ্টিতে অরুর দিকে চাহিতে লাগিল। বোধ হয় কিছু বলিবার ছিল,—বলিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাদায়ক কাতরোক্তি ছাড়া কণ্ঠে কিছুই ধ্বনিত হইল না!

অরু আর সহিতে পারিল না। আত্মহারা হইয়া হাহাকারে কাঁদিল।

তিনদিন জীবন মরণের সন্ধি স্থলে রোগী টিকিয়া রহিল। তারপর নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল।

ডাক্তারগণ হতাশ হইয়া জবাব দিলেন।

সিমলায় প্রত্যহ দুইবার টেলিগ্রামে রোগীর সংবাদ যাইতেছিল। শেষ দিনের সংবাদও গেল।

চতুর্থদিন ভোরে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার সহিত যুদ্ধে একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রতাপ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল তখন সিমলা হইতে শান্তিদেবীর টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিল "রায় মশাই, অরুকে সান্ত্বনা দাও, আশ্বাস দাও। ভগবান আছেন—আমরা আছি। ভয় নাই। আমরা আজই এখান হইতে রওনা হইলাম।"

২৩

রজনীবাবু সপরিবারে যথাসময়ে শঙ্করগঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন।

জিনিসপত্র, ছেলেমেয়ে ও চাকরদের বাড়ীতে রাখিয়া পরদিন স্বামী স্ত্রী গিয়া অরুকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

শোকের প্রথম ঝড় কাটিল। তারপর আসিল অবসাদ স্তব্ধতা।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। অরু আত্ম-সম্বরণ করিয়া

রজনীবাবুকে বলিল "তিনি ভিটে বন্ধক দিয়ে গেছেন। তাঁকে ঋণ থেকে মুক্ত করতে হবে। শ্রাদ্ধের খরচও আমি তাঁর টাকা থেকে চালাতে চাই। জামাইবাবু, ওখানকার বাড়ী ভিটে বিক্রী করে আমায় টাকা যোগাড় করে দিন।"

প্রতাপের ঋণমুক্তির ব্যবস্থা রজনীবাবু পূর্ব্বাহ্ণেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র আশঙ্কা ছিল,—ভিটা উদ্ধার করিলে, পাছে অরু সেখানে গিয়া বাস করিবার জন্য জেদ করে। স্বামীর ভিটার প্রতি আকর্ষণ—হিন্দু বিধবার স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা। কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাও উদার চিত্ত, হৃদয়বান রজনীবাবুর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু অরুকে এখন সেখানে একা রাখাও সুযুক্তি নয়। তিনি ব্যাপারটার সুমীমাংসার কথা ভাবিতেছিলেন।

অরুর প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "বেশ ত। ওটা বিক্রী করে দিচ্ছি। কিন্তু শ্রাদ্ধ শান্তির খরচের জন্য তুমি ভেব না। সেটা আমার টাকায়—"

যোড়হাতে সাশ্রু-নয়নে অরু বলিল "না। ক্ষমা করুন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর শেষ কথা হয়েছিল, তখন দম্ভভরে বলেছিলেন—'আর কারুর গলগ্রহ থাকবেন না।' এখন তিনি পৃথিবীর বাইরে।—তাঁর সে দম্ভের সম্মান রাখতে চাই। তাঁর টাকাতেই তাঁর শ্রাদ্ধ করব,—দানের টাকায় নয়।"

একটু ভাবিয়া রজনীবাবু সম্মত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায়,—যাঁহার কাছে প্রতাপ বাড়ী ভিটা বন্ধক দিয়াছিল, তিনিই ঋণের টাকা শোধ লইয়া, আরও আটশত টাকা দিয়া বাড়ী বাগান কিনিয়া লইলেন।

যথা নির্দ্দিষ্টদিনে সংক্ষেপে, অনাড়ম্বরে শ্রদ্ধা-সমাহিত চিত্তে অরু শ্রাদ্ধ-

শান্তি করিল। ব্রাহ্মণ ভোজন ও জ্ঞাতি ভোজন নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল।

দিন কাটিতে লাগিল। শান্তিদেবী সস্নেহ সান্ত্বনায় রজনীবাবুর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশে, তাঁহাদের পুত্র কন্যা তিনটির আনন্দময় হট্টগোলে,—অরু পূর্ব্ব-জীবনের বিষাদ ভারাক্রান্ত স্মৃতির দাহ এড়াইয়া, ক্রমে মানসিক শান্তি লাভ করিল।

শান্তিদেবীর মেয়ে সুধার বয়স এখন বার বৎসর। দুই পুত্র অমিয় ও অমৃত যথাক্রমে দশ ও সাত বৎসরের। শিক্ষিত সহৃদয় পিতামাতার সঙ্গ ও সাহচর্য্য গুণে প্রত্যেক ছেলে মেয়ে সৌজন্য, শিষ্টাচার, ও ভদ্রতার আদর্শ স্থল। বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, শিক্ষানুরাগে প্রত্যেকেই পিতার বলিষ্ঠ-মস্তিষ্কের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। এখানে মাষ্টার সঙ্গে আসে নাই। রজনীবাবু নিজেই তাহাদের পড়াইতেন। পড়ার ঘরে রজনীবাবুর অনুপস্থিতির সময় পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত কোন কিছু তথ্য লইয়া ভাই বোনের মধ্যে তর্ক বাধিলে অরুর ডাক পড়িত—"মাসিমা, অ-মাসিমা, শুনুন।"

অরু বিপন্ন হইয়া বলিত "আমি যে লেখা পড়ার কথা সব ভুলে গেছি!"

কিন্তু ভুলিলে নিষ্কৃতি নাই। তাহারা পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া, অরুকে ধরিয়া মীমাংসা না করিয়া ছাড়িত না।

ক্রমে অরু ছেলেদের পড়ার ঘরে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, তাহাদের স্নান আহার খাদ্যাখাদ্য বিচার গল্প গুজব,—এমন কি খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আলোচনার তর্কেও শোনা যাইত—"আচ্ছা, মাসিমা বলুন।"

হাতের কায স্থগিত রাখিয়া অরুকে মধ্যস্থতা করিতে হইত।

দিনগুলা বেশ আত্ম-বিস্মৃতির মাঝে আনন্দে কাটিতে লাগিল। রজনী-

বাবু চারমাসের জন্ম ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে আড়াই-মাস কাটিয়া গেল।—

একদিন কথা-প্রসঙ্গে শান্তিদিদি বলিলেন "অরু, আমাদের সঙ্গে এবার তোমাকে সিম্‌লে যেতে হবে।"

পুরাতন দিনের স্মৃতি মনে পড়িল। অরুর দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া আসিল। বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "না দিদি! পাছে তোমাদের অনিষ্ট করেন বলে, তাঁকে যেতে দিই নি। আমাকে সেখানে আর যেতে বোলো না।"

"কিন্তু তোকে কার কাছে রেখে যাব ভাই?"

"এখানে।"

"একা এই বিশাল পুরীতে? লোকজন আছে বটে, কিন্তু সবাই পর। তুই কি নিয়ে দিন কাটাবি? নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে বসে শুধু কাঁদ্‌বি ত? না, তা হবে না।"

ম্লান-হাস্যে অরু বলিল "হিন্দুর বিধবা; তাদের জীবনে এর চেয়ে মহৎ কায তো নাই। বড় জোর একটু জপ তপ শাস্ত্র চর্চ্চার আরাম। তারপর চিরদিনই পরের গলগ্রহ—"

রজনীবাবু সেই সময় বাহির হইতে বাড়ীতে ঢুকিলেন। অরুর কথাটা শুনিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্ম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আর এদিকে আসিলেন না। চিন্তাকুল মুখে অদূরে উঠানে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

অরু রজনীবাবুকে সামনে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিল। একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠাভরে বলিল "অমিয় অমৃত বেঁচে থাক্। ওরাই আমার অন্নদাতা রইল। তবে মনে হয়, কালাশৌচটা কাট্‌লে কোনও তীর্থস্থানে



যদি আমায় পাঠিয়ে দাও, তাহলে আরও ভাল হয়। শুনেছি গরীব বিধবাদের সেখানে অল্প খরচে দিন চালাবার সুবিধা আছে।

শান্তিদিদি বলিলেন "মানে? তুমি শুধু আমার খরচের সুবিধেটা বড় করে দেখছ?"

লজ্জিত হইয়া অরু বলিল "তোমাদের প্রাণ মস্ত বড়। বদান্যতার সীমা নাই। কিন্তু দিদি আমারও তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত? আজকের দিনে কে কার জন্যে এতটা করতে পারে? মার পেটের ভাই বোন থাক্‌লে তারাও যে—"

বাধা দিয়া গভীরতর স্বরে শান্তিদেবী বলিলেন "অরু ভাই, তুই আমার কাছে তার চেয়েও বড়। আমার মায়ের শেষ ইচ্ছা—সে যে আমায় আজীবন মাথায় করে রাখতে হবে। তিনি যে তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন!..."

কাকিমার স্নেহ স্মৃতি স্মরণ করিয়া অরু কাঁদিল। শান্তিদিদিও চোখের জল মুছিলেন।

রজনীবাবু এবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। ওরে একটা চেয়ার,—না থাক। এঁরাও মাটীতে বসে আছেন। গোপাল, আমাকে একটা আসন দাও।"

চাকর নিকটে ছিল। আসন পাতিয়া দিল।

রজনীবাবু বসিলেন। বলিলেন "আমার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ, শিবপুর তালুক বিক্রীর দরুণ যে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিলেন,—সেটা ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল। সে টাকাটা সুদে আসলে এতদিনে ছ' হাজারের ওপর হয়েছে। তিনি গতানুগতিক পন্থায়, কোন ঠাকুর দেবতার দেবালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেছিলেন,—ওই টাকায়। কিন্তু দেশে ত দেবালয়ের অভাব নাই।

বরঞ্চ ও টাকাটা দেশের আরও কোন ব্যাপক-মঙ্গলময় কাযে উৎসর্গ করলে মার আত্মার অধিকতর কল্যাণ হবে,—এই আমার মত। তোমাদের মত কি ?"

শান্তিদেবী বলিলেন "মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে তোমার কি কথা হয়েছিল যেন মনে হচ্ছে, নয় ?

রজনীবাবু বলিলেন "হয়েছিল। তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যে উদ্দেশ্যে আগেকার ধর্ম্মপ্রাণ মানুষরা দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতেন, তার মূল কারণ ছিল —প্রকৃত নিষ্কপট ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদের অন্ন চিন্তার দায়ে নিশ্চিন্ত করে, ধর্ম্ম সাধনায় আত্মোৎসর্গ করার ব্যাপারে সাহায্য করা। বাস্তবিক, নিষ্কপট ধার্ম্মিককে সাহায্য করায় মহাপুণ্য, তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, দেবালয়ের সুলভ অন্নের কৃপায়, সে উদ্দেশ্য এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্ড হয়েছে। নইলে প্রতাপের সেই দৈবজ্ঞ ঠাকুরের মত ভণ্ড জুয়াচোরের এত প্রাদুর্ভাব আজ দেশে হোত না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন "আমি মাকে তাই বলেছিলাম—যে পূর্ব্ব পুরুষরা সদুদ্দেশ্যেই দেব-দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ সেখানে হয়ত শতকরা—না, বোধ হয় হাজার করা একটিমাত্র ধার্ম্মিকের সঙ্গে, ন'শো নিরেনব্বই জন মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, কৃতঘ্নের দুষ্কার্য্যের সহায়তা করা হচ্ছে। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম—দেবালয়ের চেয়ে আজকের দিনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থের বেশী সার্থকতা। কেন না বিদ্যাদান—প্রাণদানের চেয়ে বেশী পুণ্যকায বলে আমি মনে করি। তিনি যেন এই মতই স্থির করেন। এই অনুরোধ করেছিলাম।"

শান্তিদেবী বলিলেন "মা রাজী হয়েছিলেন। তোমার বিবেচনার ওপর সব ভার দিয়ে গেছেন। কিন্তু ছেলেদের স্কুল তো গ্রামে একটা রয়েছে—"

"লক্ষটা থাকলেও বিশেষ কিছু হবে না। যদি-না ছেলেদের—মাতা ঠাকুরাণীদের মজ্জাগত কুসংস্কার আগে দূর করা হয়। সিমলে থেকে ট্রেনে আসতে আসতে সুদীর্ঘ সময়টা ওই কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি। প্রতাপের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের শোচনীয় স্মৃতি,—এ সমস্যা মীমাংসায় আমাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে!"

অরু ও শান্তিদেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রজনীবাবু বলিতে লাগিলেন "প্রতাপের মা কি রকম প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন, অরুকে জিজ্ঞাসা করে অপরাধী করব না। অরু তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ ছিল,—বিশেষতঃ উপার্জ্জনশীল পুত্রের স্ত্রী।—হয় ত ওকে তিনি কৃপার চক্ষেই দেখেছিলেন। কিন্তু আমার মাসিমা তাঁর জ্ঞাতি-যা ছিলেন। ছোটবেলায় আমি অনেক সময় গিয়ে মাসিমার কাছে থাকতাম, তখন প্রতাপের মাকে ভাল করে দেখেছিলাম। স্বর্গগতা গুরুজন তিনি। প্রকৃতিতে সদ্‌গুণ কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম্য-স্ত্রীলোক-সুলভ বিচার-বুদ্ধি হীনতা, বর্ব্বরতা, দম্ভ, খলতা তাঁর ছিল প্রচুর। প্রতাপ নির্ব্বোধ ছিল না, মূর্খ ছিল না।—কিন্তু তার মায়ের খল-প্রকৃতির সমস্ত কুসংস্কার প্রতাপের অস্থি মজ্জায় এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে,—শিক্ষার সদ্‌গুণ তাহার জীবনে ব্যর্থ হয়েছিল। একে ত পিতৃবংশগত দুর্দ্দমনীয় উগ্রতা। তার ওপর মাতৃ-প্রকৃতিগত কুসংস্কার, কপটতা। প্রতাপ জীবনে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার বিচার-শক্তি-হীনা হিংস্র স্বভাব মায়ের দোষে।"

অরু বিস্ময়ে অভিভূত!···ঠিক! সে এ সত্য বরাবর মনে প্রাণে উপলব্ধি

করিয়াছে। কিন্তু গুরুজনগণ, শুধু গুরুজন মাত্র। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবার দায়ে ঠেকিয়া, তাঁহাদের কুসংস্কারগুলিকেও নির্ব্বিচারে ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে সকল অকল্যাণকর প্রবৃত্তির সংঘাতে সংসারের কোথায় কতখানি ক্ষতি ঘটিল, বিচার করিতে সাহস পায় নাই।

আজ রজনীবাবুর কথা শুনিয়া মনে হইল,—হউক অপ্রিয়,—কিন্তু জীবনে এত বড় সাংঘাতিক সত্য কথা, এই তীক্ষ্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও মুখে কখনও উচ্চারিত হইতে শোনে নাই!

রজনীবাবু অরুর বিস্ময়ে দৃকপাত করিলেন না। নিজের মনে বলিতে লাগিলেন "যদি জিজ্ঞাসা কর—কেন এসব অপ্রিয় কথা আলোচনা করছি? তার জবাব এই,—আমি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, আমি জীবনে যা কিছু উন্নতি করতে পেরেছি, সে কেবল আমার স্বর্গগতা মায়ের নিষ্কপট পবিত্র জীবনের আদর্শে, আর তাঁর strong intellect এর গুণে! আমি যখন নিরপেক্ষ-চিত্তে আমার মায়ের সঙ্গে প্রতাপের মায়ের প্রকৃতিগত বিশেষত্বের তুলনামূলক বিচার করি,—তখন জলের মত পরিষ্কার দেখতে পাই, প্রতাপ কেন এমন হয়েছিল? কেন সে নিজের জীবনের সঙ্গে আর একটা জীবন এমন ভাবে জ্বলিয়ে ছাই করে দিলে?"

নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি থামিলেন। শান্তিদিদি বিষাদভরা মুখে গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন। অরু মাথা হেঁট করিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

পুনরায় ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রজনীবাবু বলিল "এই সব দুর্গতির প্রতিকার চেষ্টায় যদি আমরা সচেতন হয়ে না উঠি, তবে বুঝতে হবে,—আমরা মানুষ নামের অযোগ্য—জীব। শুধু ওই প্রতাপ নয়, এমন কত প্রতাপের,—বর্ব্বরতা-প্রতাপে দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে, তার হিসেব নাই।"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন "দেশের আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন কি,—কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমিও নেপো-লিয়ান বোনাপার্টের মত এক বাক্যে জবাব দেব—'ভাল মা তৈরী করায়!' চাই এখন সকলের আগে, দেশের মেয়েদের সংশিক্ষা দেওয়া, সংপ্রকৃতি গঠন করা! চাই তাদের মন বুদ্ধিকে ভদ্র, মহৎ, পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা!—"

শান্তিদেবী খানিক ভাবিয়া বলিলেন "কিন্তু তুচ্ছ ওই ক'টি টাকায় এত বড় কাযের কি কতদুর সাহায্য হবে?"

রজনীবাবু বলিলেন "রোম নগর একদিনে তৈরী হয় নি। এ কাযও —ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের উপর লক্ষ্য রেখে দিকে দিকে আরম্ভ হয়েছে। পেছিয়ে আছে পল্লীগ্রামগুলো। ওই সামান্য টাকায় কিছু না পারা যাক, এ গ্রামের মেয়েদের তো কিছু মঙ্গল হবে? তারপর—যদি একটা মেয়েকেও মানুষ করতে পারা যায়, সে তখন আত্ম-মর্য্যাদার গরজে অপরকে মানুষ করবার দায়িত্ব নেবেই। চলুক এম্নি করে সংকর্ম্ম প্রবাহ। তারপর ভগবানের ইচ্ছায় এ শক্তি কতদূরে গিয়ে পৌছায়,—দেখা যাবে।"

শান্তিদেবী উৎসাহের সহিত বলিলেন "ভাল চেষ্টার ফল, ভালই হবে। ঠিক বলেছ তুমি,—দেবালয়ের চেয়ে বিদ্যালয় এদেশে ঢের বেশী দরকার!"

রজনীবাবু স্মিত-মুখে বলিলেন "এবং তুমিও যদি দয়া করে এ দরকারে হাত লাগাও,—আমি খুব সুখী হব। পত্নী সৌভাগ্যে গর্ব্ব বোধ করব।"

পরিহাসের স্বরে শান্তিদেবী বলিলেন "আমার হাত সংসারের কাযে যোড়া রয়েছে, অপর কাযে হাত লাগাবার সময় কই? কি চাইছ, ঠিক করে বল?"

রজনীবাবু বলিলেন "তোমার এই বাড়ী তো এম্নিই পড়ে আছে। কালে

ভদ্রে আমরা আসি, দু-দশদিন থেকে চলে যাই, তার জন্তে ওই দোতলা তেতলাই যথেষ্ট। এই একতলা মহলটা, আর বাগানটা যদি ছেড়ে দাও, তাহলে ওই বাগানের দিকে গোটাকতক দুয়ার জানালা ফুটিয়ে দিলেই—
—পল্লীগ্রামের পক্ষে দিব্য একটা বালিকা বিদ্যালয়ের স্থান হয়।"

শান্তিদিদি বলিলেন "বেশ। আমি আনন্দের সঙ্গে দানপত্র লিখে দিতে প্রস্তুত,—তুমি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা কর। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ?

মৃদু হাসিয়া রজনীবাবু বলিলেন "শিক্ষয়িত্রী আমি একটি পেয়েছি। বাকী দুটি নির্ব্বাচনের ভার—অরুর উপর।"

অরু এতক্ষণ একমনে আগ্রহের সহিত স্বামী স্ত্রীর আলোচনা শুনিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল, সুদূর অতীতের—নিজের বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি। সেইখানে সে আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু মহাশয়ের কাছে প্রথম উপদেশ পাইয়াছিল "জীবনে···ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ো না।—"

তারপর পিতার পাদপ্রান্তে বসিয়া সেই আশা উদ্যম উৎসাহ ভরা সুমধুর আনন্দোজ্জ্বল ছাত্রী জীবন যাপন! কি সুন্দর মনোরম, জ্ঞান-চর্চ্চা-ব্রতী শান্তির জীবন!

এই চিন্তা তন্ময়তার মাঝে হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিল! সবিস্ময়ে বলিল "আমার উপর ?"

রজনীবাবু বলিলেন "হাঁ তোমার উপর। নিষ্কর্ম্মা হিন্দু বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে যে ব্যর্থজীবন বহন করে, তার গ্লানিটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে ভোগ করবার সুবিধা আমি দেব না। অরু, তীর্থের লোভ তোমার বড় প্রবল, নয় ? তীর্থের দৃশ্য মনোরম শান্তিদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান

কি শুধু তীর্থেই বসে আছেন? আর কোথাও নাই? স্বামী বিবেকানন্দ দেবের কথা মনে পড়ে?—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,—ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

অকস্মাৎ প্রবল ভাবাবেগে অরুর অন্তর-সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল! চোখে জল আসিল! বহু—বহুদিন এ সব জ্ঞানতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে! এ সব আড়াল করিয়া তাহার সামনে ছিল এতদিন—শুধু অবসাদ ক্লান্তি-ভরা একটা যন্ত্রণার জগৎ!

আজ এক নিমেষে ওই একটি কথায়—নূতন জগৎ—নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সামনে দেখা দিল!

বিনীত কণ্ঠে বলিল "কিন্তু শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচন করার কলা-কৌশল আমি যে কিছুই জানি নে। শিক্ষাও যে টুকু পেয়েছিলাম, সব যে প্রায় ভুলে গেছি।"

দৃঢ়স্বরে রজনীবাবু বলিলেন "সংস্কার মরে না, ম্লান হয়। মেজে ঘসে নাও মনটাকে,—আবার সব জ্ঞান মগজে উজ্জল হয়ে ফুটে উঠবে।"

- "কি করে শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচন করব, শিখিয়ে দিন আমায়।"

"শিক্ষা বিভাগের বাধা গৎ' এর, শিক্ষাভিমানের দিক থেকে নয়। দাঁড় করাও নিজের বিবেককে বিচারক করে।—তোষামদের স্তবগানে মুগ্ধ হয়ে পক্ষপাতিত্ব কোর না। মার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের প্রধান বিশেষত্ব আমি চাই,—তাঁরা যেন ছোটদের অন্তরকে পবিত্র করতে, উন্নত করতে,—সস্নেহে সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষা-গর্ব্বিতা, কর্কশ-প্রকৃতি শিক্ষয়িত্রী,—যিনি ছোটদের সঙ্গে ছোট হয়ে মিশতে পারবেন না, ছোটদের ভালবেসে, মহৎ জীবনের আদর্শ শেখাতে পারবেন না—সে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন এ বিদ্যালয়ে নাই। প্রকৃতিগত বিশেষত্ব পরীক্ষা করে এমন শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচন

কোরো,—যিনি মেয়েদের শেখাতে পারবেন কপটাচার, কুসংস্কার, অভদ্রতা, নীচতা, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম! যিনি শেখাতে পারবেন,—মেয়েদের—অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আত্ম-সম্মানের মর্য্যাদা রক্ষা!

"চমৎকার আদর্শ! আপনি যে শিক্ষয়িত্রীটি নির্ব্বাচন করেছেন, তিনি কোথা থাকেন?"

গম্ভীর হইয়া রজনীবাবু বলিলেন "কাছাকাছির মধ্যে।"

কৌতূহলী হইয়া অরু বলিল "জানা শোনা?"

"বিশেষ পরিচিতা।"

"কে বলুন তো? আমরাও তাঁকে চিনি না কি?"

"বিলক্ষণ!"

"কি নাম?"

"শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র। আমাদের কাছে—শুধু অরু।"

ব্যাকুল হইয়া অরু বলিল "আমি? না, না, তাই কি হয়? মটরের হড়বড়ানিতে মুসুরি চেপ্টে গেছে। ছোটবেলায় যা শিখেছিলাম, সংসারের হট্টগোলে সব যে ভুলেগেছি!"

মৃদু হাসিয়া রজনীবাবু বলিলেন "তোমার মস্তিষ্কের,—মনের বিশেষত্ব আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তোমাকে বিস্মৃতি স্মরণ করাতে কতক্ষণ?"

২৪

কর্ম্মবীর রজনীবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহে গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নাবালক বিধবা ও মূর্খ অসহায় স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া খাওয়া যাহাদের পেশা—তাহারা স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরাম-দায়ক উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইবে বুঝিয়া, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে নানাবিধ ছল ছুতা আবিষ্কার করিয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃথা বিলাপ! শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া সভা সমিতি করিয়া, বিরুদ্ধ বাদীদের ডাকিয়া ব্যাপারটার উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন এবং সে সভায় পাশের গ্রামের তালুকদার শ্রীযুক্ত বীরভদ্রবাবুর পুত্র শ্রীমান্ গুণানন্দ উপস্থিত হইয়া, স্বয়ং উপযাচক হইয়া চোস্ত ভাষায় বিরুদ্ধাচারীদের এমন শাসাইয়া দিল যে তাহারা একেবারে শুব্ধ হইয়া গেল।

রজনীবাবু বিস্মিত হইলেন! পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। ন্যায়ের বিরুদ্ধে যে শক্তি অপ-প্রয়োগের নাম গুণ্ডামি,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই শক্তির যথাযথ সুপ্রয়োগের নামই বীরত্ব!

খোঁজ লইয়া জানিলেন গুণানন্দের পিতা বীরভদ্রবাবু যিনি একদা ভবতারণ দাসের বিচার করিয়াছিলেন—তিনি এখন পক্ষাঘাত রোগে অকর্ম্মণ্য, যন্ত্রণার্ত্ত হইয়া দীর্ঘকাল হইতে ঈশ্বরের বিচার ফল বা স্বকর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। গুণানন্দের মনে নির্ব্বেদ আসিয়াছে। সে এখন অসদুপায়ে পরপীড়নের পথ ত্যাগ করিয়াছে। ভবতারণের কাছে ক্ষমা চাহিয়া, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার গ্রামে বসাইয়াছে। আত্ম-

সংশোধন করিয়া, হঠকারিতা ছাড়িয়া, ভদ্রভাবে লোক সমাজের কল্যাণ চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।—

শক্তিমান ইহারা।' ইহাদের সংকাযে খাটাইয়া লইবার মত সাধু-প্রকৃতি মাতব্বর যদি দুই চারিজন পিছনে থাকে, তবে ইহাদের দ্বারাই দেশের অজস্র কল্যাণ সাধন হইতে পারে!

গুণানন্দকে ডাকিয়া আন্তরিক হৃদ্যতার সহিত রজনীবাবু করমর্দ্দন করিলেন। শুভ প্রচেষ্টায় সংকাযে শক্তি ব্যয়ের উপদেশ দিয়া, পিঠ চাপড়াইলেন।

গুণানন্দ উৎসাহিত হইয়া বিদ্যালয়ে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে বালিকাদের আনিবার জন্য মোটর বাসের চেষ্টায় মাতিল। চাঁদার তহবিল খুলিয়া পাশাপাশি গ্রামের ধনীদের ধরিয়া সহি করাইতে লাগিল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ধর্ণা দিয়া বাসের জন্য রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করাইতে লাগিল।

শুভদিনে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হইল। জেলা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা আসিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উৎসবে যোগ দিলেন।

স্থানীয় দুইটি বুদ্ধিমতী, সৎপ্রকৃতি, শিক্ষা উৎসাহী হিন্দু বিধবা অরুর সহকারিণী নিযুক্ত হইল। বিদ্যালয়ের তিনজন দাসী ও একজন দ্বারবান নিযুক্ত হইল। অরুর বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল আপাততঃ ৩০৲ টাকা, অপর দুইজন সহকারিণীর যথাক্রমে ২৫৲ ও ২০৲ টাকা।

বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ভর্ত্তি হইল শ্রীমান্ গুণানন্দের এক ভগিনী ও দুই কন্যা। অন্য ভদ্রলোকেরাও নিজেদের কন্যা ভগিনীদের সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ রায় মহাশয়কে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক কেরাণী পদে নিযুক্ত করা

হইল। অভিভাবকগণের সহিত আলাপাদি করিয়া বৃদ্ধ আনন্দের সহিত ভর্ত্তির ঝামেলা পোহাইয়া, বালিকাদের লইয়া অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রীদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল।

সমারোহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইল।

প্রথম দিন বিদ্যালয়ে পড়াইয়া আসিয়া, অরু আনন্দোজ্জল মুখে বলিল "জীবনটা আজ মিষ্টি লাগছে দিদি!"

শান্তিদেবী মিষ্ট হাস্যে বলিলেন "যে হেতু তুমি আজ আর কারুর গলগ্রহ নও।"

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে অরু বলিল "জামাইবাবুকে শতকোটী প্রণাম। তিনি ঠিক সময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার—!" সেই মহান্ ঈশ্বরের পূজায় কায়মনে আত্মোৎসর্গ করলুম। আজ থেকে মরণকে জীবনের অঙ্ক থেকে বিদায় দিলাম। এখন আমি আর অবসাদ ক্লান্ত নয়। খাটতে ভীষণ উৎসাহ বোধ হচ্ছে।"

দিদি হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে স্বাস্থ্যটি যদি ভেঙে ফেল, তাহলে তোমারও খাতির রাখ্ব না, তোমার সেক্রেটারী ভগ্নি-পতিরও খাতির রাখব না। নড়াটি ধরে সিমলে পাহাড়ে টেনে নিয়ে যাব, তা মনে রেখ।"

"হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য! 'সংযমে তার যমে ডরায়, সরে দাঁড়ায় গিয়ে!' কিছু ভেব না ভাই। তোমাদের আশীর্ব্বাদে, স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে!"

বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সমস্ত যথাযথভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, অরুকে বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্রীপদে নিয়োগ করিয়া, রজনীবাবু নির্দ্দিষ্ট দিনে সপরিবারে সিমলা চলিয়া গেলেন।

অরুর ঐকান্তিক যত্নে বিদ্যালয় সগৌরবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল।

২৫

আট বৎসর পরের কথা।

রজনীবাবু ছুটি লইয়া সপরিবারে সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন।

সুধা এ বৎসর দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অমিয় আগামী বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বিলাতে পড়িতে যাইবে স্থির হইয়াছে। পরীক্ষা ফল দুই ভাইবোনের বরাবর খুব ভাল হইয়া আসিতেছে। উভয়েই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিভোগী ছাত্র, ছাত্রী।

অমৃত এখনও স্কুলের ছাত্র। কিন্তু মস্তিষ্কশক্তিতে সে দাদা দিদির উপরে যায়। গ্রামে আসিয়া গ্রামোন্নতির বহুবিধ পরিকল্পনা লইয়া সে নিজেও মাতিয়াছে, দাদা দিদিকেও মাতাইয়া তুলিয়াছে।

সুধার বিবাহ স্থির হইয়াছে। আগামী মাসে বিবাহ। কলিকাতায় গিয়া বিবাহ দিতে হইবে। সেজন্য কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য রজনীবাবু গতকল্য রায় মশাইকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সুধার শ্বশুর গোষ্ঠির কলিকাতায় স্থায়ী বাস। ভাবী-শ্বশুর মহাশয় শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। পাত্রটি সুশিক্ষিত, সম্প্রতি লাট দপ্তরে চাকরি পাইয়াছে। রজনীবাবুর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট পরিচয়। ছেলেটির সুস্বাস্থ্য, সুন্দর আকৃতি ও মনোরম প্রকৃতিগুণে, বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া রজনীবাবু আগ্রহের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন।

ভাবী-জামাতাকে দেখিয়া শুনিয়া শান্তিদেবী বিশেষ আনন্দিত। মহা উৎসাহে শুভ-বিবাহে উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

চারিদিকে আনন্দোৎসবের ঢেউ বহিতেছে।

ভোরে উঠিয়া তেতলার নিভৃত ঘরে গিয়া পূজাহ্নিক সারিয়া অরু যখন বাহিরে আসিল, তখন রীতিমত বেলা হইয়াছে। দোতলার বারণ্ডায় নামিয়া দেখিল, তিন ভাইবোন সুধা অমিয় ও অমৃত শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া, সামনে স্তূপাকার বই খাতা রাখিয়া গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার তর্ক আলোচনা চালাইতেছে।

অরুকে দেখিয়া সুধা বলিল "এই যে মাসিমা আসুন। আহ্নিক-পূজা হয়েছে ত? আপনার বিদ্যালয় সম্বন্ধে এখন আমাদের কথা চলছে।—আপনি শুনুন।"

অরুর স্মরণ হইল, আজ রবিবার। রান্না খাওয়ার তাড়া নাই। অতএব ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়া বসিল। বলিল "বল।"

সুধা বলিল "আমি দেখছি, আপনি বিদ্যালয় সংলগ্ন ওই যে নারী-শিল্প বিভাগটা খুলেছেন, সন্ধ্যার অবকাশে গ্রামের বয়স্কা মেয়েরা ওখানে এসে ওই যে কাটছাঁট সেলাই বোনা শেখে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শোনে,—ও বিভাগটা বেশ কাযের জিনিস হয়েছে। সদুপায়ে ওতে ওদের কিছু কিছু উপার্জ্জনও হচ্ছে, ঝগড়া ঝাটি, পরকুৎসা, পরশ্রী কাতরতা ইত্যাদির বালাইও কমেছে। সত্যি মাসিমা, আলাপ করে দেখলাম, আপনাদের পরিশ্রমে ওদের মজ্জাগত কুসংস্কার অনেক পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে। ওই বিভাগের আরও খানিক উন্নতির চেষ্টা করলে কেমন হয়? ধরুন নিরক্ষর মেয়েদের একটু একটু লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা?"

মৃদু হাসিয়া অরু বলিল "সে ধৈর্য্য ওদের নেই। সারাদিন দরিদ্র সংসারের রান্নাবাড়া, বাসন মাজা, ধোয়ামোছা নিয়ে ওরা খাটে। এখানে আসে সৎ প্রসঙ্গ শুনে একটু বিশ্রাম করতে। যাঁদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁদের

মস্তিষ্ক জড়-নিষ্ক্রিয়। লেখাপড়া শেখাটা তাঁদের বয়সে পক্ষে তাঁরা অশোভনীয় এবং অনুচিত মনে করেন। কাযেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শাস্ত্র-পাঠ করে তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি জাগাতে সাহায্য করি। ওতে বেশী সুফল ফলে দেখেছি।"

অমৃত উৎসাহিত হইয়া বলিল "দেখলে দিদি, বুড়োদের জন্তে ভালর চেষ্টা করা আহাম্মকি! বরঞ্চ যারা ছোটবেলা থেকে শিখছে, তাদের শেখার ব্যবস্থা বাড়ানো যাক। এই আপার প্রাইমারী স্কুলটাকে ম্যাট্রিকের দুয়ার পর্য্যন্ত টেনে নেওয়া যাক।—"

অমিও বলিল "আগে মাইনার পর্য্যন্ত এগিয়ে ছ্যাখো, মেয়ে জোটে কিনা?"

অরু বলিল "ঠিক বলেছ। পল্লীগ্রামের তত সাহসী বাপ মা নাই—যারা মেয়ের জন্তে তত সময় আর পয়সা খরচ করবেন। ও পরিকল্পনা আরও পঞ্চাশ বছর পরে কোরো। এই বিত্যালয়ে দেখছি নিম্ন শ্রেণীতে মেয়ে ভর্ত্তি করবার জন্তে ভিড়ের অন্ত নেই, কিন্তু উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত মেয়েকে রাখবার ধৈর্য্য অভিভাবকদের থাকে না। তখন ঘর সংসার অচল হওয়ার দোহাই দিয়ে মেয়েদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। মেয়েরা কেঁদে বিদায় নেয়।"

"শিক্ষার মর্য্যাদা পল্লী অঞ্চলের লোকেরা বেশী বোঝে না।"

"কাযেই যেটুকু বোঝে, সেইটুকু নিয়েই আপাততঃ কথা চালাচ্ছি।"

সুধা নিজ মনেই একটু খুঁৎ খুঁৎ করিল। অন্তদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল "বাবা যদি আমাকে এই পল্লীগ্রামটার উন্নতি করতে লাগাতেন অন্ততঃ এই স্কুলটার কাযে,—আমি খুব খুশী হতাম। চাই সকলের আগে এই মানুষগুলির মনকে অনুদারতা থেকে উদ্ধার করা।......কোন কাযেই লাগলুম না। সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে! কি যে চতুর্ভূজ হব তাতে, জানি না। বিয়ে তো মাসিমারও হয়েছিল—"

অঙ্ক তত্‌ক্ষণাৎ বলিল "Remember well, the honour of misfortune আমাদের শাশুড়ীরা এক ভাবে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছিলেন। তোমরা তার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বতন্ত্র পন্থায়, সতর্ক হয়ে ছেলে-মেয়ে গড়ে তোল। আমরা দুঃখ কষ্টের ঝড় সয়ে জঙ্গল সাফ করে চল্‌লুম। এবার দেশের প্রকৃত উন্নতির ভিত্তি স্থাপনের ভার,—কাযের মানুষ, মহৎ মানুষ গড়বার ভার তোমাদের উপর! তোমাদের বিবাহিত জীবনের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব ওইখানে। চারিদিকের সব কুসংস্কার ঘুচিয়ে তোমরা, আত্মজ্ঞানের দ্বারা আনন্দময় শান্তিময় আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ গড়ে তোল। এই চাই তোমাদের কাছে।—"

অমিয় বলিল "আপনাদের জীবনের অযথা শাস্তিভোগের দুঃসহ-স্মৃতি কাছে অনেক শিক্ষা পেয়েছি আমরা—"

সুধা বাধা দিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "ওই জন্তেই তো!···বিয়ের কথা মনে করতেও রাগ ধরে!—"

অমৃত মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল "কিন্তু আমাদের বাবার নির্ব্বাচন-শক্তি প্রশংসনীয়। কান্তিবাবু, মহা ন্যায়পরায়ণ, ভদ্রলোক। পরিচয় হলে দেখবে, তোমারও মত পরিবর্ত্তিত হয়েছে!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি সজোরে ডাকিল—"টিক্ টিক্ টিক্!"

অমৃত হাসিয়া বলিল "শুনলে? টিকটিকিটা বলছে ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্!—"

সুধা সলজ্জ হাস্তে বলিল "দুষ্টুমি হচ্ছে, মাসিমার সামনে—"

অমৃত দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল "অ! মাসিমার আড়ালে বল্‌তে হবে বুঝি?—"

সুধা বিব্রত হইয়া বলিল "থাম। গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার কথা হচ্ছে—"

অরু উঠিয়া দাঁড়াইল। সহাস্তে বলিল "তোমার শ্বশুর,—আমাদের বেয়াই মশাই শিক্ষা বিভাগের মাতব্বর লোক। বিয়ের পর ওসব পরিকল্পনা তাঁর সাহায্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাবে। এখন রান্নার ব্যবস্থা দেখিগে।"

অমিয় বলিল "সৎ পরামর্শ। আচ্ছা মাসিমা, মেয়েদের 'বাস' ঢোকবার জন্যে বাগানের ওই পাঁচিলটা ভেঙে যে নতুন ফটক তৈরী হচ্ছে, ওটার মাথায় একটা কিছু ভাল মন্ত্র লিখে দিলে হয় না?"

অরু চলিতে উদ্যত হইয়াছিল। থমকিয়া দাঁড়াইল। সুদূর অতীতের স্মৃতি মনে পড়িল,—ভাবিতে লাগিল।

অমৃত বলিল "আমি বল্‌ছি ইংরিজি থেকে—"

সুধা বলিল "উহুঁ। বাংলায় চাই। বলুন মাসিমা।"

অরু ফিরিয়া চাহিল। ধীরে বলিল—"জীবনের পরম দুর্দ্দশাময় অবসাদ ক্লান্তির সময়,—একদিন তোমার বাবার মুখে একটি মহামন্ত্র শুনেছিলাম। চমকে উঠেছিলাম। আমার মন সেই মন্ত্রে অবসাদ কাটিয়ে এক মুহূর্ত্তে সচেতন হয়ে উঠেছিল! মেয়েদের বিদ্যালয়ের ফটকে লিখে দাও সেই মন্ত্র—"

"কি? বলুন।"—সুধা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

অরু প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবাবেগ ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

সমাপ্ত